আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

ইংরেজী নতুন বছর ২০২৪ সাল উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।
-সম্পাদক

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ১৪ ॥ সোমবার ॥ পৌষ ১৭ ॥ ১৪৩০ ॥ জমাদিউস সাঃ ১৮ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 ॥ Issue 14 ॥ January 01 ॥ 2024 ॥ USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

স্বাগত ২০২৪ : পাল্টে যাবে বিশ্ব ব্যবস্থার দৃশ্যপট!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ভূ রাজনীতি বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করছে। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এ মুহূর্তে বিশ্ব সর্বোচ্চ সংখ্যক সামরিক সংঘাতের সম্মুখীন। উল্লেখযোগ্য ভূরাজনৈতিক সংঘাতগুলো যেখানেই ঘটুক, তা প্রতিটি মহাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে। ফলে এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী অনুভূত। তবে দুটো বড় সংঘাতের প্রভাব আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে- চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ। অবশ্য এই যুদ্ধগুলোর অবসান এখনও দূর স্থান মনে হলেও, ২০২৪ সালেই এ বিষয়ে সম্ভাব্য কূটনৈতিক সমঝোতা এবং প্রথম যুদ্ধবিরতি আলোচনার আলামত দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার সমর্থনের প্রেক্ষাপটে আরব দেশগুলো থেকে মধ্যপ্রাচ্যে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পক্ষে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ইউক্রেনকে সম্পূর্ণ বশে আনতে রাশিয়ার অদম্য উচ্চাকাঙ্খার কারণে ইউরোপীয় মহাদেশের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



নতুন ইংরেজী বছর ২০২৪ বরণকালে রোববার রাতে টাইমস স্কয়ার। ছবি: সংগৃহীত

টেক্সাসে দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশী গবেষক নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে লামার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী শেখ আবির হোসেনের (৩৪) সকল স্বপ্নের ইতি ঘটলো দুর্বৃত্তের গুলিতে। পৃথিবীর অর্ধেকটা পথ পারি দিয়ে আবির এসেছিলেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্নে। লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ করছিলেন একটি দোকানে, হয়তো জীবনটাকে আরও একটু ভালোভাবে পরিচালনার জন্য। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এদেশে এসে সেই সংগ্রামটিই করে যাচ্ছিলেন যা তাকে হয়তো দিতে পারতো আরও সুখের জীবনের সন্ধান। কিন্তু সকল স্বপ্ন



শেষ হলো, দুর্বৃত্তের গুলিতে। টেক্সাসের ক্রিস ফুড মার্ট নামের যে দোকানটিতে আবির কাজ করতেন সেখানেই ঘটে এই ঘটনা। দোকানটির মালিক একজন বাংলাদেশী। গত ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার রাত তখন ১০টা দুই দুর্বৃত্ত দোকানটিতে ঢোকে। এবং সিগারেট চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আবির তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে একজন গুলি চালায়। তার মাথায় ও বুকে গুলি লাগে। স্থানীয় টিভি চ্যানেল কেএফডিএম'র খবরে বলা হচ্ছিলো, (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

যেসব আসনে ভোট নিয়ে কৌতূহল

ঢাকা ডেস্ক: প্রধান বিরোধী জোটকে বাইরে রেখে এবার জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তাদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগেরই নেতা। এর বাইরে জাতীয় পার্টি সমঝোতায় ২৬ আসনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছাড় পেয়েছে। ছাড় পেয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও জেপির ৬ প্রার্থী। নির্বাচনের আগে কিংস পার্টি বলে পরিচিত তৃণমূল বিএনপি, বিএনএম সারা দেশে প্রার্থী দিলেও তাদের দু'একজন আছেন আলোচনায়। এ ছাড়া নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার শেষ মুহূর্তে রাতারাতি কারামুক্ত হয়ে আলোচনায় আসা সাবেক বিএনপি নেতা শাহজাহান ওমর নৌকার প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন। দীর্ঘদিন বিএনপি'র সঙ্গে সরকারবিরোধী আন্দোলন করে আসা কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম নির্বাচনে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

বছরের আলোচিত 'চরিত্র' ডলার

ঢাকা ডেস্ক: ২০২৩ সালের শুরু থেকেই দেশে ডলারের সংকট ছিল তীব্র। আর বছর শেষ হচ্ছে ডলার সংকট নিয়েই। এ অবস্থায় বছরের অন্যতম আলোচিত চরিত্র হয়ে উঠে ডলার। ব্যবসায়ী, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও চিকিৎ-সাপ্রার্থী অনেককেই ডলারের জন্য হাহাকার করতে দেখা গেছে। বছর জুড়ে খোলা বাজারেও ছিল ডলার সংকট। কোথাও (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত বাইডেনের

কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ইসরায়েলের কাছে দ্বিতীয় দফায় অস্ত্র বিক্রি করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। এবার পৌনে ১৫ কোটি ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করা হচ্ছে। যুদ্ধ বন্ধে আন্ত র্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ উপেক্ষা করে (বাকি অংশ ০৩ পাতায়)

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ইসরায়েলের

(প্রথম পাতার পর)

গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর গতকাল শুক্রবার ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির তথ্য জানিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিঙ্কেন মার্কিন কংগ্রেসকে বলেছেন, এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ইসরায়েলকে জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্র সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। এবার ইসরায়েলের কাছে ১৪ কোটি ৭৫ হাজার ডলারের সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করা হবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, ইসরায়েলের সুরক্ষার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের জন্যই হুমকি মোকাবিলায় ইসরায়েলের আত্মরক্ষার সক্ষমতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এবারের সামরিক প্যাকেজের মধ্যে ট্যাংকের গোলা বানানোর সরঞ্জাম রয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে ইসরায়েলের কাছে ট্যাংকের ১৩ হাজার গোলা বিক্রি করে যুক্তরাষ্ট্র। যার মূল্য ছিল ১০ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আ. লীগ মনোনীত প্রার্থী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের সমর্থনে নিউইয়র্কে মতবিনিময় সভা



এমাদ চৌধুরী, সৈয়দ ফজলুর রহমান, আব্দুল মালেক খান (লায়েক), মইনুজ্জামান চৌধুরী, গোলাম রব্বানী খান, মঞ্জুর চৌধুরী, দুরুদ মিয়া রনেল, হাসনাত প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

বিশেষ প্রতনিধি: বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সমর্থনে নিউইয়র্কে মতবিনিময় সভা হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর রোববার রাতে এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটবাসীর আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের জন্য ভোট চাইতেই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইয়ামিন রশীদের সভাপতিত্বে এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ ও হুমায়ূন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (শাহীন-মইনুল) সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিজানুর রহমান শেফাজ। সভায় মন্ত্রী ড. মোমেনের বড় ভাই, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি শেলী মুবদি সহ এসোসিয়েশনের একাংশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবুল মোমিত ফুয়াদ, অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম, আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিশ হাজার নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধি রয়েছে। নারী নেতৃত্ব তৈরীতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সর্বাগ্রে। তাতে নতুন সংযোজন প্রবাসে জাবিয়ানদের সবচেয়ে বড় সংগঠন জেএএনএ। অভিনন্দন শামীমআরা এবং পাপড়ী।

বিশিষ্ট ভাস্কর শিল্পী ও এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা আকতার আহমেদ রাশা বলেন, নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। পরিবার থেকেই নারীর নেতৃত্ব তৈরি ও নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে। কারণ পরিবারই প্রথম প্রতিষ্ঠান, যা তাদের কন্যা ও বোনদের মাঝে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন করতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিবার। সেই পরিবারে নারী নেতৃত্ব আমরা তৈরী করতে পেরেছি। নিজস্ব দক্ষতা ও গুনেই শামীম এবং পাপড়ী জাবি এলামনাই এর হাল ধরতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সাফল্য কামনা করি।

আগামী ৬ জানুয়ারী একটি জাকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নব নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর ও শপথ পাঠ করানো হবে। বর্তমান কমিটির সভাপতি শমিত মন্ডল সকল জাবিয়ান এলামনাই-কে আগামী ৬ জানুয়ারী পৌষ উৎসব এবং নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জাবি এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নতুন কমিটি

সভাপতি শামিমআরা এবং সাধারন সাধারণ সম্পাদক পাপড়ী



নিউইয়র্ক: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধুই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এ যেন হাজারো শিক্ষার্থীদের আবেগ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা-স্নেহের নাম। ঢাকার অদূরে সাভারে ৬৯৭.৫৬ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জুড়ে ছড়িয়ে আছে হাজারো শিক্ষার্থীদের কোটি কোটি স্মৃতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকেই সংক্ষিপ্ত করে ও ভালোবেসে 'জানবিবি' বলে ডাকেন। প্রাণের প্রাঙ্গণে একটুখানি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হলেও, সময় পেলেই ছুটে আসেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রবাসের জাবিয়ানদের সেই সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের রয়েছে প্রবাসের সবচেয়ে বড় এলামনাই সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (জেএএনএ)।

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (জেএএনএ) ২০২৪-২০২৫ বর্ষের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শামী-মআরা বেগম (ইংলিশ বিভাগ) এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তামান্না শবনম পাপড়ী (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)। গত ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে এসোসিয়েশনের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শামীমারা বেগম সভাপতি এবং তামান্না শবনম পাপড়ী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কার্যকরী কমিটির নির্বাচিত অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- মেঘনা পাল, মোহাম্মদ রহমান পলিন, মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ, দুররে মাকনুন নবনী ও লিটু আনাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- আশিষ ঘোষ ও প্রশান্ত মল্লিক অয়ন, প্ল্যানিং এন্ড ইভেন্ট কো অরডিনেটর- হারুন ইবনে রশিদ পাপ্পু ও সিবির আহমেদ উৎপল, সাংগঠনিক সম্পাদক- সুব্রত পল ও রাবেয়া ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ- জোবায়ের হোসনি ফাহাদ এবং এসোসিয়েট কোষাধ্যক্ষ- কানিজ ফাতিমা রুমানা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- তানজিল মাহমুদ, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জাকিয়া মাহবুব নাবিলা, ক্রীড়া সম্পাদক- শাহরিয়ার কবির, সহযোগী ক্রীড়া সম্পাদক- ইব্রাহীম রাকিব বাবু, মিডিয়া ও আর্কাইভ সম্পাদক- রনি ভৌমিক এবং ডিজিটাল ক্রিয়েশন এন্ড পাবলিকেশন সম্পাদক- সৈয়দ মোহাম্মদ তায়েব। কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মারীস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, শমিত মন্ডল, রুহুল আমিন, অফ্রোদিতি পান্না, মোহাম্মদ নাসির, মোস্তফা শারমিন, শারমিন আক্তার রেক্সোনা, রাজেশ রায়, রিজিয়া ফারহানা খান এবং রিয়াজুল হায়দার ফয়সাল।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন যথাক্রমে একরামুল করিম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আশুতোষ সাহা, আকতার আহমেদ রাশা, খালেদ মনির জোসেফ, মিল্টন জকি, হুমায়ুন কবির, সুজিত পল, হাবিব রহমান এবং শামীম আল সাইদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সংগঠক জামান মনির বলেন, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, স্পিকার নারী, বিরোধী দলীয় নেতা নারী ও সংসদীয় উপনেতা নারী। যা বিশ্বে বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে নারী সচিব, বিচারক, মেজর জেনারেল, বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভিসি ও জাতিসংঘের অধীনে বাংলাদেশের নারীরা শান্তি রক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশে মোট চুয়াত্তর জন সংসদ সদস্য আছে যার মধ্যে পঞ্চাশটি





ASTORIA WELFARE SOCIETY USA INC

Community Organization (Non Profit)

Cell: 347-898-8383 E-mail: mjabed1969@gmail.com

HAPPY NEW YEAR 2024

দেশ এবং প্রবাসের সকলকে
এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে জানাই
ইংরেজী নববর্ষ ২০২৪ এর শুভেচ্ছা



SOHEL AHMED
President



MD. JABED UDDIN
General Secretary



KOYES AHMED
Vice President



ARSHADUL AMIN
Vice President



EMDAD RAHMAN TORAFDER
Treasurer



MOINUL HAQUE CHOWDHURY
Organizing Secretary



SABBIR AHMED
Publisity Secretary



FAHIMUZZAMAN KHAN TAOHID
Social Welfare Secretary



RUBEL AHMED
Cultural Secretary



MIR ZAKIR
Executive Member



FAISAL AHMED
Executive Member



MD. SHAMSUL ISLAM
Executive Member



SHAHIN HASNAT
Executive Member



ANWAR HOSSAIN
Executive Member



HARUN RASHID
Executive Member



ABU SOLAIMAN
Executive Member



MD. MIRZA
Executive Member



MD NURUL HAQUE
Executive Member



KAZI MARYAM
Member



SADMAN RASHID
Volunteer



AMED AHMED CHOWDHURY
Advisor



DEWAN SHAHED CHOWDHURY
Advisor



CHOWDHURY SALEH
Advisor



ABDUR RAHMAN
Advisor



SYED MAMUN
Advisor

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিদায় ২০২৩, স্বাগতম ২০২৪

গতকাল রোববার ছিলো ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ সূর্যোদয়, আজ সোমবার ২০২৪ ক্রিষ্টাব্দের প্রথম সূর্য উদিত হয়েছে। মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেলো আরো একটি বছর। বিদায় ২০২৩, স্বাগতম ২০২৪। আজ থেকে শুরু হলো নতুন পথচলা, খুলবে ইতিহাসের নতুন পাতা, লেখা হবে নতুন বছরের আলেখ্য। পেছনে পড়ে থাকবে আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, ঘটনা-দুর্ঘটনার স্মৃতি। ইতিহাস হয়ে থাকবে জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সব ঘটনাবলি।

বিদায়ী ২০২৩ সাল নানা কারণে আমাদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জীবনে আলোচিত। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আর অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে বাইডেন প্রশাসন গলঘর্ঘম, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানান আলোচিত ঘটনা, রশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব অস্থির। জানিনা এই অস্থিরতার শেষ কোথায়?

অপরদিকে দেশের আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে টালমাটাল সময় পার করা বছর এটি। দেশের প্রেক্ষপটে বছরটি ছিল নির্বাচনকেন্দ্রিক আন্দোলন সংগ্রামের বছর। বিদায়ী বছরের সবচেয়ে বড় আলোচিত ঘটনা ছিল ২৮ অক্টোবরের ঘটনা। বিরোধী দলগুলো তাদের দাবি আদায়ে ঢাকায় মহাসমাবেশের আয়োজক করেছিল রাজধানীর নয়াপল্টন ও শাপলা চত্বর এলাকায়। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন গড়ায় ভয়াবহ সন্ত্রাতে। ঘটে হতাহতের ঘটনাও। এই ঘটনাকে চলমান রাজনীতির গতি নির্ণায়ক ঘটনা হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। এর জেরে সেই পুরনো হরতাল-অবরোধের কর্মসূচি ফিরে আসে রাজনীতিতে। ঘটে সহিংসতার ঘটনাও। যা এখনো চলমান আছে। নতুন বছরে নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। জনমনে নানা জল্পনা-কল্পনা পাশাপাশি কাজ করছে শঙ্কাও।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক মন্দার মারাত্মক প্রভাব পড়ে জাতীয় জীবনে। রিজার্ভ কমে আসা, ডলার সঙ্কটের প্রভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক অঙ্গন অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ার বছর ২০২৩। যার রেশ এখনো কাটেনি। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার দাপটে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে এ বছর। নতুন বছরে দ্রব্যমূল্য নতুন আশার আলো দেখবে সেই আশাও করতে পারছে না সাধারণ মানুষ।

কারণ জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উত্তাপ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও পৌঁছে যায় এ বছর। বিশেষ করে এই বছরই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য ভিসানীতি ঘোষণা করে। বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি ঘোষণা করে। এ বছরের ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র এই ভিসানীতি ঘোষণা দেয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে পারে- এমন তৎপরতার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধেই এই ভিসানীতি আরোপের কথা জানায় যুক্তরাষ্ট্র। এই ভিসানীতির পাশাপাশি একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য বিদেশীদের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল এই বছর ছিল আলোচিত ঘটনা। এই নির্বাচনকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি আলোচিত 'ড্যামি প্রার্থী'।

এদিকে বছরের শেষের দিকে মজুরি নির্ধারণকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংগ্রাম দেখা দেয় গার্মেন্ট সেক্টরে। এই আন্দোলনেও হতাহতের ঘটনা ঘটে। সরকার ইতোমধ্যেই একটি সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা করে গ্যাজেট প্রকাশ করেছে। গার্মেন্ট সেক্টরের মজুরি আন্দোলনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলকেও নাড়া দেয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ গার্মেন্ট সামগ্রী রফতানি হয়- এমন দেশগুলো গার্মেন্ট শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পূরণের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। গার্মেন্ট সেক্টর সংশ্লিষ্ট অনেকে এই সেক্টরও নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে।

বিদায়ী বছরের ডেঙ্গুজ্বর মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া ছিল জাতীয় জীবনে আরেক বিপর্যয়কর ঘটনা। বিদায়ী বছরে ডেঙ্গু কেড়ে নেয় ১৭০০ এর বেশি মানুষের প্রাণ। ২০২০ সাল থেকে করোনা ভাইরাসের প্রাণহানির বিপর্যয় কেটে উঠতে না উঠতেই ডেঙ্গুর হানায় অনেকে নিজের স্বজনদের হারান।

এক কথায় বলতে গেলে বিদায়ী ২০২৩ সাল কোনো দিক থেকেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জীবনের জন্য কোনোভাবে স্বস্তিকর ছিল না। নতুন বছরের সূচনায়ও স্বস্তির আলামত স্পষ্ট নয়। তারপরও সব শঙ্কা, সব সমস্যার অবসানে নতুন বছর জাতীয় জীবনের জন্য শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতার বারতা বয়ে আনুক-এই কামনা সবার।

প্রিয় পাঠক কালের আবর্তে হারিয়ে গেলো ২০২৩ সাল এবং উদিত হলো ২০২৪ সালের নতুন সূর্য। যেসব বছরের শেষে জোড় সংখ্যা, সেসব বছরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বরাবরই জয়লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭০, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের কথা বলা যায়। এ পাঁচটি বছরের নির্বাচনে জয় পেয়েছিল দলটি। ব্যতিক্রম ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন, শেষে বেজোড় সংখ্যা থাকা এ বছরে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসন পেয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৯১ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পরাজয় মানতে হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯১ সালে ছিল ক্ষমতায় ফিরে আসার সংগ্রাম আর ২০০১ সালে ছিল ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই। তবে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে এ ধরনের জয়-পরাজয়ের কোনো শংকায় পড়তে হয়নি আওয়ামী লীগকে। বেশ নিরাপদে নৌকা তীরে ভিড়েছে।

বিএনপি'র একজন নেতা কিছু দিন আগে এক রাজনৈতিক সভায় বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ২০১৪ ও ২০১৮ সালে দুবার ছক্কা মেরেছে। তাদের আর ছক্কা মারতে দেওয়া হবে না। আর লুডু খেলায় তিনবার ছক্কার অর্থ 'পক্কা' বা 'শূন্য থেকে শুরু'। আওয়ামী লীগ আবার ২০১৪ বা ২০১৮ সালের মতো ছক্কা মারতে গেলে এবার পক্কা হবে বলে সতর্ক করেন এ নেতা। বর্তমানে সেই নেতা জেলে আর নিশ্চিত জয়ের পথে আওয়ামী লীগ। দলের নিশ্চিত বিজয়ের এ ধারণা পাওয়া যায় নির্বাচনে অংশ নেওয়া দল ও নেতাদের দিকে তাকিয়ে। এদের মধ্যে আছেন সরাসরি নৌকা নিয়ে মাঠে নামা আওয়ামী লীগের (৩০০-৩২=) ২৬৮ প্রার্থী। এর মধ্যে আইনি জটিলতায় দু-একজন হয়তো মাঠে নেই বা থাকবেন না। এ প্রার্থীদের সঙ্গে থাকবেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় পার্টির ২৬ জন, যাদের প্রতীক লাঙল। এ জাতীয় পার্টির দুই শতাধিক নেতা আছেন যারা লাঙল নিয়ে নির্বাচন করলেও তাদের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন নেই। জাতীয় পার্টি এখন যেন আপন ভাই আর সৎ ভাইয়ের এক সংসার। জাতীয় পার্টি যেন এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে দামি দল, যাদের অন্য দল আসন ছাড়লেও তারা কোনো আসন স্বেচ্ছায় ছাড়ে না। তাই তো তারা দাম্ভিকতার সঙ্গে বলতে পারে, আওয়ামী লীগ কেন ২৬ আসন ছেড়েছে তা তারাই জানে, জাতীয় পার্টি জানে না। তবে তাদের এ দাম্ভিকতা নির্বাচনের পর কতটুকু থাকবে সেই প্রশ্ন উৎসুক জনতার।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আরও ছয় আসনে নৌকার মাঝি এনেছে অন্য দল থেকে। এর মধ্যে তিনজন জাসদ (ইনু), দুজন ওয়ার্কার্স পার্টি (রাশেদ খান মেনন) ও একজন জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) থেকে এসেছেন। এর বাইরে জাসদ (ইনু) ও ওয়ার্কার্স পার্টির (মেনন) বেশ কজন লড়বেন তাদের দলীয় প্রতীক যথাক্রমে মশাল ও হাতুড়ি হাতে। এ ক্ষেত্রে একই সংসারে আপন ভাই আর দেবরের মধ্য কে আপন আর কে পর, সেই প্রশ্ন উঠেছে। আরও প্রশ্ন উঠেছে, এ ছয়টি আসনে নৌকার বিরুদ্ধে আওয়ামী সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন?

এর বাইরে আওয়ামী লীগের নৌকা পাওয়ার জন্য যারা আবেদন করেছিলেন তাদের একটা অংশ দলীয় নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্বতন্ত্র হয়ে লড়ছেন। এদের অধিকাংশই ঈগল কিংবা ট্রাক বেছে নিলেন কার ইশারায় সেটাও প্রশ্ন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, দলীয় সবুজ সংকেত যদি না-ও মিলত, এমনকি উল্টো নিষেধ করলেও তাদের অনেকেই নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে লড়তেন। আর তাদের লুফে নিতেন স্থানীয় কিছু মানুষ ও আওয়ামীবিরোধী শক্তি। এ জন্য অনেককে বহিষ্কারও হতে হতো। তবে এবার নৌকা যেন বিপরীত স্রোতে। নৌকার চাওয়া, এ স্বতন্ত্ররাও বিপুল ভোটারের উপস্থিতি ঘটিয়ে নির্বাচনে থাকুক। বিরোধী দলবিহীন হলেও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে তা প্রমাণ করাই এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য, তা প্রকাশ্যে বলছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ যেন একই সংসারে দুই পুত্র, যে সংসারে বেশি টাকা ঢালে সে-ই ভালো। এতকিছুর পরেও নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কেমন হবে এ প্রশ্নের উদ্রেক করেছে সাম্প্রতিককালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সহিংসতার ঘটনা।

২০২৩ সালের ২৩ জুলাই কম্বোডিয়ার সাধারণ নির্বাচনের কথা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনায় এসেছে বারবার। এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৮৪.৫৯ শতাংশ। হুন সেনের ক্ষমতাসীন কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টি (সিপিপি); ভোটের ৮২.৩০ শতাংশ ও ১২৫টি আসনের মধ্যে ১২০টি আসন লাভ করে। এর আগে ২০২২ সালের ১৫ মে ২৫টি প্রভিন্সে অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন দল এ মর্মে মূল্যায়ন করে যে, এমন পরিস্থিতিতে ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে তারা (ক্ষমতাসীন সিপিপি) ১০৪ আসন পাবে, যা মোট ১২৫টি আসনের ৮৪.২ শতাংশ। অন্যদিকে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যান্ডেল লাইট পার্টি জিতবে ২১ আসনে, যা মোট আসনের ১৬.৮ শতাংশ। কিন্তু নাটকীয়ভাবে তেমনটি ঘটার রাস্তা বন্ধ হয়ে

অনেক প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে ২০২৩

॥ মেজর নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ (অব.) পিএইচডি ॥

যায় ২০২৩ সালের ১৫ মে, অর্থাৎ ২০২২ সালের স্থানীয় নির্বাচনের এক বছর পর এবং ২০২৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের দুই মাস আগে। এসময় যথাযথভাবে নথিপত্র জমা প্রদান না করার অজুহাতে কম্বোডিয়ার নির্বাচন কমিশন ক্যান্ডেল লাইট পার্টির নিবন্ধন বাতিল করে। ফলে ভোটের মাঠে থাকে ২২১ আসন পাওয়া ক্ষমতাসীন সিপিপি এবং চার আসন পায় ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর এন ইনডিপেন্ডেন্ট, নেচারাল, পিসফুল অ্যান্ড কো-অপারেটিভ কম্বোডিয়া যা স্থানীয়ভাবে ফানসিনপ্যাক নামে অধিক পরিচিত। তাই বারবার উঠে আসছে একটি প্রশ্ন- বাংলাদেশেও কি কম্বোডিয়ার মতো কিছু ঘটছে?



কম্বোডিয়ায় ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখের নির্বাচনের পরদিনই আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের বহুল আলোচিত মুখপাত্র মাথিও মিলার ঘোষণা করেন, কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন অবাধ ও যথাযথ (ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার) হয়নি। এ কারণে আমেরিকা গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করেছে এমন ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেশকিছু প্রকল্পে সহায়তা প্রদান স্থগিত করে। এক মাসের মধ্যে ৩৮ বছরের শাসক হুনছেন পদত্যাগ করেন এবং তার পুত্র হুন মানেদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তাই তো প্রশ্ন জেগেছে আমেরিকার মনে আসলে কী আছে? বাংলাদেশে আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লড়ছে ২৬৮ আসন পাওয়ার লক্ষ্যে। জিতে আসাদের পরিচয় হবে সরাসরি আওয়ামী লীগ এমপি রূপে। কিন্তু যারা এ ক্ষেত্রে পরাজিত হবে তাদের নিয়ে বেশকিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। কারণ বিএনপি, জামায়াত বা আওয়ামী বিরোধীদের কাছে তারা হারবে না, তারা হারবে আওয়ামী লীগেরই অপেক্ষাকৃত বেশি জনপ্রিয় ও তৃণমূলে গ্রহণযোগ্য স্বতন্ত্র অথবা আওয়ামী লীগ সমর্থিত সমমনা দলের প্রার্থীদের কাছে। এর ফলে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক বিশেষত মনোনয়ন বোর্ডের স্বচ্ছতা, প্রজ্ঞা ও মনোনয়ন প্রক্রিয়া হয়তো বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যম বলেছে, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বেসরকারি জরিপ প্রতিষ্ঠান, যুব ও ছাত্র সংগঠন এবং দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত স্টাফদের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপের সব রিপোর্টের ভিত্তিতে সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। তৃণমূলের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিফলিত হবে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে। এখন নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের হার প্রমাণ করবে এসব ছিল কথার কথা বা সান্ত্বনা মাত্র। আরও প্রশ্ন উঠবে, এসব জরিপের পেছনে কত অর্থ, মেধা ও শ্রম জড়িত ছিল এবং তা কে কীভাবে ব্যয় করেছে। আবার মাঠে থাকা জাতীয় পার্টি, জাসদ (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) ও জেপি (মঞ্জু)-এর ৩২ জন প্রার্থীর আসন থেকে নৌকা সরানো হয়েছে। সেখানকার দুটি আসনে প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। বাকি ৩০টিতে ৩০ জন নৌকার মাঝি ছিল, যারা মনোনয়ন পেয়ে মাঠে নামলেও নদীর জল ও চোখের জল এক করে দলীয় নির্দেশে নিজেদের নৌকা সরিয়েছেন অন্যান্য নৌকা ঘাটে ভিড়ার সুযোগ দিতে। এ ৩২ জনের কেউ যদি এখন স্বতন্ত্রদের সঙ্গেই হেরে যায়, তবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা, মানমর্যাদা ও ভবিষ্যৎ কোন তলানিতে ঠেকবে সেটাও বিরাট প্রশ্ন? তাদের অনেকেরই হয়তো রাজনীতি অঙ্গনে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ কোন ধরনের দল আর কোন ধরনের নেতাদের নিয়ে জোটের রাজনীতি করে এবং জোটের অতিথি পাখিদের গ্রহণযোগ্যতা ও মানমর্যাদা কোন পর্যায়ের বা কোন শ্রেণি, সে প্রশ্নও উঠবে। এমনিতেও বলা হয়, জোটে এমন নেতারাও আছেন, যাদের একটি সাধারণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এমনকি মেম্বার হওয়ারও যোগ্যতা নেই। এখন জোটভুক্ত ৩২ জন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট এ কথাটি সঠিক বা ভুল প্রমাণিত করবে কী- সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে।

এবারের নির্বাচনে কোনো প্রকার কারসাজি বা অনিয়ম করার বড় রকম মাশুল গুনতে হবে খোদ আওয়ামী লীগকেই। কোনো কারণে আওয়ামী লীগের অথবা জোটের কেউ নির্বাচনে হারলেই অনিয়মের অভিযোগ আনবেন- এটাই স্বাভাবিক। আর যারা এ অভিযোগটা আনবেন তারা স্বতন্ত্র হলেও আওয়ামী লীগেরই কেউ অথবা স্বতন্ত্রের কাছে যারা হারবেন তারাও আওয়ামী লীগ ও জোটের মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী। সুতরাং তারা যা বলছেন তা আওয়ামী লীগের বা জোটের দলীয় মানুষের বক্তব্য বলেই প্রচারিত হবে না, কোনো বিরোধী দলের বক্তব্য নয়।

সুতরাং গণমাধ্যম ও বিশ্ববাসী বিশেষত যারা বাংলাদেশের ওপরে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য মুখিয়ে আছে, তাদের কাছে এ বক্তব্য একটি মোক্ষম অস্ত্র হয়ে ধরা দেবে না তো?

নির্বাচন-পরবর্তী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের আগাম বার্তা দিয়েছে চীনের রাষ্ট্রদূত। প্রতিবেশী ভারত ও রাশিয়া অনতিবিলম্বে সমর্থন দেবে বলে আশা করা যায়। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আনুগত্যের ঘাটতি পড়ার কোনো সম্ভাবনা দৃশ্যমান নয়। সে ক্ষেত্রে রাজপথে বিরোধী দলের কৌশল কী হবে, তাদের আটক নেতা-কর্মীদের কী ভবিষ্যৎ কিংবা ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ সালের চারটি নির্বাচনের নির্বাচন সামনে পেয়েও দলকে নেওয়ার মতো আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থতার দায়ে কেউ নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন কি? এমন অনেক অজানা প্রশ্ন রেখেই বিদায় নেবে ২০২৩। তাই অনেকের মতো আমারও প্রশ্ন, কেমন যাবে ২০২৪ সাল?

লেখক: গবেষক, বিশ্লেষক ও কলামিস্ট

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
ফজর	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮
সূর্যোদয়	৭.২০	৭.২০	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯
জোহর	১১.৫৯	১১.৫৯	১২.০০	১২.০১	১২.০১	১২.০১	১২.০২
আসর	২.৫৭	২.৫৮	৩.০০	৩.০১	৩.০২	৩.০৩	৩.০৪
মাগরিব	৪.৩৮	৪.৩৯	৪.৪০	৪.৪১	৪.৪২	৪.৪৩	৪.৪৪
এশা	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বিশ্ব : নতুন বছর সংঘাত, সংকট আর অনিশ্চয়তার

॥ মাহবুব উল্লাহ্ ॥

নতুন বছর শুরু হলো। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ কিরিবাতিতে প্রথম সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে নতুন বছরের সূচনা হলো। ধীরে ধীরে নতুন বছরের সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়তে থাকবে পশ্চিম দিকে। পূর্ব গোলার্ধ আলোকিত করে সূর্য কিরণের ছটা ছড়িয়ে পড়বে পশ্চিম গোলার্ধে। দুনিয়ার দেশে দেশে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেবে বিশ্ববাসী। যে কোনো নতুনের আগমন মানুষকে উদ্বেলিত করে, আহ্লাদিত করে। কিন্তু সে উদ্বেলিত ভাব কতটা স্থায়ী হবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। যুদ্ধ, বিগ্রহ, অর্থনৈতিক মন্দা, রোগব্যাধির সংক্রমণ, জলবায়ুর যথেচ্ছাচার পৃথিবীবাসীকে খুব আনন্দে রাখেনি। দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হওয়ার অনেক কারণ আছে। তবু মানুষ আশাবাদী হতে চায়। বিশ্বাসের সঙ্গে বুক বেঁধে আস্থাশীল চিত্তে ভবিষ্যতের দিনগুলো ভালোই কাটবে বলে ভাবতে চায় মর্ত্যলোকের মানুষ। আশাবাদী হওয়াই মানুষের ধর্ম। আশা না থাকলে এই পৃথিবীর বুকে মানুষ বাঁচতে পারত না। শিশুসন্তানকে হারিয়ে মানুষ অশ্রু ঝরায়। তারপরও সেই বেদনা ভুলে গিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন দেখাটা মানুষের চিরন্তন অভ্যাস। মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'। তাঁর মতো করে সব মানুষ খুব বড় না হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক স্বপ্ন দেখে; যার মাথার ওপর চাল নেই, সে স্বপ্ন দেখে একদিন তার একটি পর্ণকুটির হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে আটশ কোটি মানুষের বাস। অনেক বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখেছেন পুরুষ মানুষের ডিএনএতে পরিবর্তন আসছে, যার ফলে সন্তান উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হতে পারে। ফলে আটশ কোটি মানুষের এই পৃথিবী এখন যতই জনাকীর্ণ মনে হোক না কেন একদিন ভয়াবহভাবে জনশূন্য হয়ে পড়তে পারে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়ালের কাছে মানুষ বড় অসহায়। যুগের পর যুগ কেটে গেছে, তার সমান্তরালে কেটেছে অনেক জনমিতিক উত্তরণ। জনমিতিক উত্তরণের অনিশ্চিত খেয়ালে যদি পরিস্থিতি বিপরীতমুখী হতে শুরু করে তাহলে হয়তো আমাদের এই পৃথিবী ধনধান্য পুষ্পে ভরে উঠবে। গাছের শাখায় পাখি আবার গান গাইবে, নদীতে স্রোত ফিরে আসবে। নতুন যুগের প্রযুক্তিহীন মাঝি হয়তো আবার ভাটিয়ালি গানে দুই পাড়ের মানুষকে মুগ্ধ করে তুলবে। আমরা জানতাম, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,/ ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।' এই সুখ-অসুখের দ্বন্দ্বে দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে অশান্তি-সংঘাত লেগে থাকত। এক পাড়ের মানুষ অপর পাড়ের মানুষকে ঘৃণা ও ক্রোধের চোখে দেখত। আমরা আশা করব নতুন যুগের মাঝির গান এই দুই কূলের মানুষের মধ্যে যে অসূয়া ও দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে তার অবসান ঘটাবে। এমন এক পৃথিবী গড়ে উঠবে, যেখানে যত সুখ-সমৃদ্ধি সবাই ভাগ করে নেবে। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে/ যাবে না ফিরে।'

বর্তমান বিশ্বে যে ক'টি তপ্ত অকুস্থল রয়েছে তার মধ্যে অবস্থান করছে ফিলিস্তিন, ইউক্রেন ও দক্ষিণ চীন সাগর। ইউক্রেন সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এসেছে ইউক্রেনকে রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সমাধানটি আশা করা যায়, তা হলো এক ধরনের জাতিসংঘভিত্তিক অছি ব্যবস্থা। মজার ব্যাপার হলো, সোভিয়েত রাশিয়ার দুর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ ইউক্রেনের নাগরিক ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের বন্ধন কত শক্তিশালী। এই বন্ধন ছিন্ন করার যে কোনো চেষ্টা নিঃসন্দেহে রক্তপাতের সূচনা করবে। রক্তপাতের মাধ্যমেই এই বন্ধন পুনরুদ্ধার হবে। হয়তো আসছে বছর এই বন্ধন নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবে। দুঃখজনক রক্তপাতের অবসান হবে। ইউক্রেন বিশ্বসভ্যতাকে অনেক কিছু দিয়েছে। ইউক্রেনের সমুদ্রজাহাজ ও উড়োজাহাজ শিল্প খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল। ইউক্রেন বিশ্বের অন্যতম শস্যভান্ডার। তাই বিশ্বকে দেবার অনেক কিছুই আছে ইউক্রেনের। আমরা স্বপ্ন দেখি ইউক্রেনে যে কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইউক্রেন পৃথিবীকে যা দিতে পারে তা দিয়ে সবার প্রত্যাশা পূরণ করবে। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন নিয়ে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, ইউক্রেন সমস্যার সমাধান হলে সেই আশঙ্কার কালো মেঘ কেটে যাবে।



চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আশা প্রকাশ করেছেন, তাইওয়ান শান্তিপূর্ণভাবে চীনের সঙ্গে মিলিত হবে। ১৯৪৯-এর বিপ্লবপূর্ব চীনে তাইওয়ান ও চীন মূল ভূখন্ডের একই রাষ্ট্র ছিল। চীনের দক্ষিণপন্থি কুওমিংটাং শাসকরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিপ্লবী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাইওয়ানে আশ্রয় নেয়।



তাইওয়ানে নির্বাচন হতে চলেছে। বেশ কয়েকটি দল এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এ দলগুলোর মধ্যে যেমন ঘোর চীনবিরোধী আছে, সেই সঙ্গে চীনের প্রতি সহানুভূতিশীলও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ানে বিতর্কিত সফরে গেলে চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চীনের যুদ্ধবিমানগুলো তাইওয়ানের আকাশসীমা ছুঁইছুঁই করে। চীন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল তাইওয়ানের পক্ষ থেকে অযাচিত কোনো পদক্ষেপ তারা সহ্য করবে না। চীন এখনও বলছে তাইওয়ানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ চীনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ থেকে চীন বিরত থাকবে না। চীনের সীমান্ত নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ হলে ভারত চরমভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু চীন ভারতের কাছ থেকে দখল করা ভূখন্ড ধরে রাখেনি। এটাই হলো চীনের সীমান্ত কূটনীতি। চীন এখন মানচিত্র দিয়ে দেখাচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ তার রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের অংশ। এদিকে ভারতও কম যায় না। ভারতের সংসদ ভবনে একটি ম্যুরালের তৈরি মানচিত্র স্থাপন করা হয়েছে, যা অশোকের যুগের মহাভারতকে প্রদর্শিত করছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে আমরা সে রকম কিছু দেখছি না।

১৯৪৮ থেকে ফিলিস্তিন জ্বলছে। ফিলিস্তিনে গণহত্যা চলছে। ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব আবাস ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে পরবাসীতে পরিণত করা হয়েছে। ফিলিস্তিনী শিশুরা সাহিত্যের যে বই পড়ে তাতে আছে- পাখিদেরও বাসা আছে কিন্তু আমাদের কোনো বাসগৃহ নেই। ফিলিস্তিনীদের যুগ-যুগান্তের বাসগৃহ থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইসরায়েলীদের বাসস্থান নির্মাণ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের ক্ষেতখামার, ফসল, পালন করা পশু সবই দখল করে নিচ্ছে ইসরায়েলিরা। পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দেসে ফিলিস্তিনীদের নামাজ আদায় করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এখন গাজায় নৃশংস, নিষ্ঠুর, রক্তক্ষয়ী গণহত্যা চলছে, তা থেকে মনে হয় ইসরায়েল চাইছে পুরো গাজাকে বিরান প্রান্তরে পরিণত করতে। বিশ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এর মধ্যে একটি বড় অংশ নারী ও শিশু। গাজার যোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে। যতটুকু শক্তিতে কুলায় তারা ইসরায়েলি আগ্রাসনের দাঁতভাঙা জবাব দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী ইহুদি সম্প্রদায় এখন আর আগের মতো ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নয়। তাদের মধ্যে যাদের নৈতিকতাবোধ, ন্যায়বোধ ও শ্রেয়বোধ আছে তারা এই যুদ্ধের নিন্দা করছে এবং যুদ্ধের অবসান চাচ্ছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসরায়েলের অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসরায়েলঘেঁষা নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমেরিকান জনগণের অন্তত ৬০ শতাংশ ফিলিস্তিনীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মেরুকরণ শুরু হয়েছে। তুরস্ক ফিলিস্তিনে যোদ্ধা পাঠিয়েছে। একটি চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ ফিলিস্তিনে গেছে। এই জাহাজ থেকে আকাশ ও জলপথে আক্রমণ সম্ভব। এসবের পাশাপাশি আঞ্চলিক গেরিলা যোদ্ধা, যাদের মধ্যে রয়েছে হিজবুল্লাহ ও হুতি যোদ্ধা, তারা ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের বিরোধমূলক সম্পর্কের অবসানের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সমীকরণের সৃষ্টি হয়েছে। রক্তপাতে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম ফিলিস্তিনের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর অকল্পনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়াও ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়াতে কসুর করছে না। সিরিয়ার গোলান মালভূমি এখনও ইসরায়েলের দখলে। এই সিরিয়া কিছুতেই ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বেইমানি করতে পারে না।

বিখ্যাত র‍্যাডিক্যাল অর্থনীতিবিদ সামির আমিন হিসাব করে দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বিশ শতকের তুলনায় একুশ শতকে এসে অর্ধেক হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কৌশল প্রয়োগ সত্ত্বেও পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। চীনের মতো বড় দেশের প্রবৃদ্ধি যদি হ্রাস পায় তাহলে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। এ পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব সংকট থেকে উত্তরণের ভালো কোনো উপায় নেই। পুঁজিবাদী বিশ্বতে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিয়ে লুণ্ঠন ও দেশ দখলের মধ্য দিয়ে সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। মূল সমস্যাটা এখানেই। আসছে বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিলে এ সংকটকেই দায়ী করতে হবে। পুঁজিবাদীরা বুঝতে পারে না, যুদ্ধ সমস্যার সমাধান নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল। তার সঙ্গে উদ্ভব ঘটেছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উত্থান ঘটল মহাচীন, ভিয়েতনাম, লাওস, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার। এসব পরিবর্তন যদি মানবসভ্যতার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে এগুলোকে অভিনন্দিত করতে হবে। যদি কল্যাণকর না হয় তাহলে উন্নততর কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। সে জন্য হয়তো আমাদের প্রয়োজন হবে নতুন যুগের জন্য একজন কার্ল মার্কসের।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক



রাজনীতি : নির্বাচন বর্জনে বিএনপির অর্জন কী হলো?

॥ মনোয়ার রুবেল ॥

গত সপ্তাহের খবর- বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, নির্বাচন করলেও সরকার ক্ষমতায় টিকতে পারবে না (মানবজমিন)। বিএনপি হয়তো মেনে নিয়েছে, নির্বাচন হতেই যাচ্ছে। আপাতত ঠেকানোর কোনো পথ আর নেই। অথচ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এ পর্যন্ত যেসব বক্তব্য বিএনপি দিয়েছে, তা দলটির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ডিসেম্বরের আগে সরকারের পতন হবে- নিতাই রায় চৌধুরী (সমকাল ৪ মার্চ, ২০২৩)। অক্টোবরেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হবে- আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (ইত্তেফাক ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)। জনগণ ৭ জানুয়ারি সরকারের পতন দিবস উদযাপন করবে- রিজভী (সারাবাংলা ২৫ নভেম্বর, ২০২৩)। অসহযোগ আন্দোলনেই সরকারকে সরানো হবে- মঈন খান (ইত্তেফাক ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩)। ৭ জানুয়ারী নির্বাচন প্রতিহত করা হবে- ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দীন খোকন (আলোকিত বাংলাদেশ ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩)। এখন নজরুল ইসলাম খান বলছেন 'নির্বাচন করলেও সরকার ক্ষমতায় টিকতে পারবে না'!

বিএনপি ১৯৮৬, ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে নির্বাচনে গেলেও ভোটগ্রহণের দিন দুপুরের পর থেকে বর্জন করে। ২০২৪ সাল নিয়ে চতুর্থবার সংসদ বর্জন করতে চলেছে দলটি। আওয়ামী লীগও ১৯৮৮, ১৯৯৬ (১৫ ফেব্রুয়ারি) ও ২০০৭ সালে হতে যাওয়া নির্বাচন বর্জন করেছিল। কিন্তু বর্জনের মধ্য দিয়ে বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগের অর্জন বেশি।

১৯৮৮ সালে নির্বাচন বর্জনের মাত্র এক বছর ৯ মাসের মাথায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জনের দুই সপ্তাহের মাথায় খালেদা জিয়া সরকার পদত্যাগ করেন। ২০০৭ সালে ২২ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের পর সেই নির্বাচন আর অনুষ্ঠিতই হয়নি। বিএনপির আশীর্বাদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল এবং জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশে 'ওয়ান ইলেভেন' সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ইতিহাসের এ সহজপাঠ জরুরি এ জন্য যে, নির্বাচন বর্জন একটি চূড়ান্ত কঠোর সিদ্ধান্ত। মাঠে বিজয়ের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে 'বর্জন' কার্ড খেলে ফেলা উচিত নয়। বিএনপি এ কাজটিই করেছে। নির্বাচন বর্জনের পর হাতে আর কোনো ট্রাম্প কার্ড থাকে না। বিএনপিরও নেই। বারবার আওয়ামী লীগ দাবি করে তারা নির্বাচনমুখী দল। এতটাই নির্বাচনমুখী যে, ১৯৮৬ সালে একটি বিতর্কিত নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেছিল। বিএনপি সেবার নির্বাচনে যায়নি। তারা এজন্য আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু দেখা যাবে, শুধু এরশাদই নয়, ১৯৭৯ সালে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ গিয়েছিল। আওয়ামী লীগের যুক্তি, নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো পথ নেই বলে তারা বারবার নির্বাচনে যায়, এমনকি সামরিক শাসকের অধীনেও।

নির্বাচন বর্জন একটি গণতান্ত্রিক কৌশল, কিন্তু তা হতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা বিজয় নিশ্চিতের জন্য। বিগত এক দশক ধরে বিএনপি নির্বাচনে না আসার পরে অর্জন কী হয়েছিল? হাজার হাজার নেতাকর্মীকে ভুক্তভোগী করা ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। আসন্ন নির্বাচনে একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বিএনপির নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে বরং আওয়ামী লীগ এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশিই নির্ভার। কোনো প্রতিপক্ষ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। নির্বাচনের পরও বিএনপি-জামায়াত নবগঠিত সরকার ফেলে দেবে সে সম্ভাবনা নেই। বরং দলটি গত কয়েক বছরে প্র্যাকটিস ও লবিং করে যে পরিস্থিতি সহায়ক করে তুলেছিল তা নির্বাচনে না এসে বিফলে চলে গেল কি?

বর্জনের আগের যেটি সবচেয়ে জরুরি ছিল শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা। বিএনপি অন্য কিছু বিশ্লেষণ না করে শুধু ঝুঁকিটুকু নিয়েছে। নির্বাচনে না যাওয়ার ঝুঁকি। এ সিদ্ধান্ত আবেগে নেওয়া কি? হতে পারে। কিন্তু দশকের পর দশক একটি দল যখন নির্বাচনের বাইরে থাকে তখন তারা জনবিস্মৃত হতে পারে। বন্ধুমহল ছেড়ে যেতে পারে। যে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের কথা সংসদে বলতে না পারা, এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু করতে না পারলে জনগণ বছরের পর বছর তাদের সমর্থন দিয়ে রাখবে না। এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারের সঙ্গে থাকতে হয়। সরকারে থাকা মানেই ক্ষমতায় থাকা নয়। সংসদে ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল, স্বতন্ত্র সব মিলিয়ে সামষ্টিকভাবে সরকার হয়। বিএনপি ভাবছে ক্ষমতায় থাকাই সরকার। তাই তারা 'শুধু' ক্ষমতায় যেতে চেয়েছে। দেড় দশকে যে স্থানচ্যুতি হয়েছে, বিএনপি তা এক ঝড়েই দখল করতে চায়। সেটি কি আদৌ সম্ভব? হারানো মাঠ ধীরে ধীরে দখল করাই রীতি।

বিএনপি সে পথে যায়নি। টানা নির্বাচন বর্জন করে করে স্থান দখলের সম্ভাবনাও হারিয়েছে। বিএনপির 'দলত্যাগী' নেতারাও এসব বলছেন। তাদের বিএনপি উপেক্ষা করতেই পারে; কিন্তু কথাগুলো অস্বীকার করবে কীভাবে?

লেখক: কলাম লেখক

গাজা যুদ্ধ : ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলা কেন গুরুত্বপূর্ণ

ইসরায়েলের বোমা হামলায় প্রায় ২২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। প্রায় তিন মাস পরও হামলা অব্যাহত রয়েছে। গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা করে। গত ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার আইসিজেতে করা মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকা গাজায় ইসরায়েলের তৎপরতাকে 'গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কারণ তারা ফিলিস্তিনিদের উল্লেখযোগ্য অংশকে জাতিগতভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়ে আসছে।' দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদনে আরও বলা হয়েছে, গাজায় ফিলিস্তিনিদের হত্যাসহ তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের দেওয়ানি আদালত, এটি দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধের বিচার করে থাকে। এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে আলাদা, সেটি যুদ্ধাপরাধের জন্য ব্যক্তিদের বিচার করে। জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরায়েল উভয়ই আন্তর্জাতিক আদালতের আদেশ মানতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের নীতিকে শ্বেতাঙ্গ-সংখ্যালঘু শাসন দ্বারা আরোপিত বর্ণবাদী শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এ শাসনের অবসান ঘটে।

দক্ষিণ আফ্রিকা বলেছে, ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইসরায়েলের আচরণ, বিশেষ করে ৭ অক্টোবরের পর থেকে দেশটি যে হামলা চালিয়ে আসছে, তা জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘনের শামিল। সেজন্য দ্রুত একটি শুনানির আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আবেদনে গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে 'ফিলিস্তিনের মানুষ যাতে গুরুতর এবং অপূরণীয় ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা পায়, সেজন্য সাময়িক ব্যবস্থা নিতে আদালতকে অনুরোধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগের (ডিআইআরসিও) বিবৃতিতে বলা হয়, কঠিন বলপ্রয়োগ এবং ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার জন্য গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলার কারণে সৃষ্ট বেসামরিক নাগরিকদের দুর্দশা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তারা বলেছে, 'দক্ষিণ আফ্রিকা তাৎক্ষণিক এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য অব্যাহতভাবে আহ্বান জানিয়ে আসছে এর মাধ্যমে।'

ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির জন্য বিশ্বের আহ্বান এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, হামাস ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থামাবে না। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার কারণে ইসরায়েলের প্রায় ১২শ নাগরিক নিহত হয়। হামাস বলেছে, তাদের আক্রমণ ছিল ইসরায়েলের ১৬ বছরের গাজা অবরোধ করে রাখা এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বসতি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে। বস্তুত ইসরায়েলের বসতি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা গাজা, পশ্চিম তীরও পূর্ব জেরুজালেম নিয়ে গঠন করার স্বপ্ন রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধের কড়া সমালোচক। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদন তার সর্বশেষ পদক্ষেপ। গত মাসে দেশটির আইনসভায় আইনপ্রণেতারা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় ইসরায়েলি দূতাবাস বন্ধ করার পক্ষে এবং যুদ্ধবিরতিতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে সব কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিতের দাবি করেন। আইসিজেতে নালিশ করার মাধ্যমে ইসরায়েলকে দায়বদ্ধতার চেষ্টা স্পষ্টতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আইসিজেতে যাওয়ার কারণে এটি জাতিসংঘের এজেন্ডায় থাকবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রায় আসতে পারে। ১৬ নভেম্বর জাতিসংঘের ৩৬ জন বিশেষজ্ঞের একটি দল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে 'গণহত্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের ভাষায়, 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি অর্জনে সরকারগুলোর ব্যর্থতায় আমরা বিরক্ত। আমরা গাজার অবরুদ্ধ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধের কৌশল এবং গণহত্যা রোধে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য কিছু সরকারের ভূমিকা নিয়েও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দক্ষিণ আফ্রিকার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।

একইসঙ্গে 'ফিলিস্তিনি মানুষের আর কোনো ক্ষতি যাতে না হয়' সেজন্য আইসিজেকে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়টি বিবৃতিতে বলেছে, 'ইসরায়েলের নীতি ও কাজ চরিত্রগতভাবে গণহত্যামূলক, গণহত্যা কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে দেশটি ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব এবং বর্ণবাদী শাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণকে ধ্বংস করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা বাংলাদেশী ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে পরে এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
• আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
• আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
• আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়া আমেরিকার সামনে পথ নেই

॥ স্টিফেন ব্রায়েন ॥

বাইডেন প্রশাসনে এ বিষয়ে ঐকমত্য বাড়ছে যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঝুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় আসা প্রয়োজন। বিষয়টিকে এখন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের 'দীর্ঘদিনের প্রস্তাবিত' নীতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। কিন্তু সত্য এর পুরো উল্টোটা। বাইডেন প্রশাসনই রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের শান্তিচুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা তৈরি করেছে। বাইডেন ও তাঁর সঙ্গীরা জেলেনস্কিকে একই কারণে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। ‡জলেনস্কি এক বছরের বেশি সময় আগে পার্লামেন্টে এই আইন পাস করেন যে যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করা তাঁর জন্য আইনসম্মত হবে না। বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা দলেরও একই মতামত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর দেশগুলো ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র, সাঁজোয়া যান ও গোলাবারুদ দিয়ে আসছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য জোগানোর পাশাপাশি সেনাদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে তারা। যুদ্ধক্ষেত্রে উপদেষ্টাও পাঠিয়েছে। তাদের কয়েকজন এর মধ্যে হতাহতও হয়েছেন। যদি খবর সত্যি হয়, তাহলে ২৭ ডিসেম্বর রুশ বাহিনী ইউক্রেনের খেরসনে একটি ট্রেন ডিপোতে রকেট হামলা করলে ইউক্রেনের ৬০ জন সেনা ও পুলিশের সঙ্গে যুক্তরাজ্য থেকে আসা প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের চারজন পরিচালক নিহত হয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী পরাজয়ের মুখে পড়তে চলেছে। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সবখানেই ইউক্রেনীয় বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। রুশ বাহিনী দনবাস অঞ্চলে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম মারিনকা থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। জাপোরোঝঝিয়া অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বাখমুত ও আভদিভকা অঞ্চলের গ্রামগুলো থেকেও ইউক্রেনীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে রুশ বাহিনী।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা–এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী–যে কাউকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। এ ঘটনা অনিবার্যভাবেই জেলেনস্কির প্রতি মানুষের সমর্থন একেবারে তলানিতে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কিয়েভ, ওদেসা ও খারকিভের মতো বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে। ইউক্রেনীয় বাহিনীর কমান্ডার ভ্যালেরি জালুঝনি মনে করছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আভদিভকা শহরের পতন হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনীয় বাহিনী সেখান থেকে খুব দ্রুত নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে কিংবা আত্মহননের মতো করে হামলা করে আভদিবকা শহর দখলে নেওয়ার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে ইউক্রেনের রাজনীতিতে ফাটল ক্রমেই বাড়ছে। দুইবার ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো। বর্তমান সংসদে তিনি পিতৃভূমি দলের সংসদ সদস্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ন্যাটোর সদস্য হোক ইউক্রেন, এ ধারণার একজন জোরালো সমর্থক তিনি। সেই তিমোশেঙ্কো বলেছেন, তাঁর দেশ একেবারে মুমূর্ষু দশায় এবং পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইউক্রেনের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের কথা বলেন, তাঁদের হয় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথবা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেট্রো পোরোশেঙ্কোকে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা। আর জেলেনস্কিকে যাঁরা অতিক্রম করতে চাইছেন, তাঁদের ভাগ্যে আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের রাজনীতিবিদ আলেকসান্দ্রার দুবিনিস্কির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অভিযোগ শুধু তাঁর একার বিরুদ্ধে আনা হয়নি।

যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনা বেড়ে চলায় ইউক্রেনীয় বাহিনী ব্যাপক জনবলসংকটে পড়েছে। সেনাবাহিনীতে ৫ লাখ নতুন লোকবল নিয়োগের আদেশ কে দিয়েছেন, তা নিয়ে গত সপ্তাহে জালুঝনি ও জেলেনস্কির মধ্যে কথার যুদ্ধ হয়ে গেল। সেনাপ্রধান বলেছেন, তিনি কখনোই ৫ লাখ সেনা নিয়োগের প্রস্তাব দেননি। আর প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সেনাবাহিনী তাঁকে অতিরিক্ত ৫ লাখ লোক নিয়োগের কথা বলেছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে সংখ্যা কত, বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। এখানে মূল বিষয়টি হলো, সেনা নিয়োগের জন্য ইউক্রেন যে জবরদস্তিমূলক কৌশল বেছে নিয়েছে। রাস্তা কিংবা বাসাবাড়ি, গাড়ি কিংবা ক্লাব, পালানোর সময় সীমান্ত থেকে ধরে কিংবা অন্য যেকোনো জায়গায় পাওয়া যাক না কেন, সেনাবাহিনীতে এভাবেই লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।

‡সনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য বছর বয়স ঠিক করা হয়েছে ১৮-৬০ বছর। কিন্তু বড়দিনের ভোজসভায় আসা সেনাদের যে ছবি ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা মূলত মধ্যবয়সী ও বয়স্ক; তরুণদের সংখ্যা হাতেগোনা।

জালুঝনি এ বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বয়স্ক সেনারা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। কেননা, তরুণ সেনাদের তুলনায় তাঁদের শারীরিক শক্তি অনেক কম। আরও খারাপ বিষয় হচ্ছে, অনেকে এখন আর সেনাবাহিনীতে কাজ করতে চাইছেন না।

‡সনাবাহিনীতে জোর করে নিয়োগের এই ঘটনায় ইউক্রেনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর (এ কারণেই জেলেনস্কি জালুঝনিকে দোষারোপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন) নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রভাব ফেলছে। এ ঘটনার প্রভাব ইউক্রেনের বাইরেও পড়ছে। ‡কননা, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগের জন্য যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে বয়সী ইউক্রেনীয়দের অনেকে এখন ইউরোপের অনেক দেশে বাস করছেন। ইউক্রেন চাইছে জোর করে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে।

এস্তোনিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এস্তোনিয়া ১৮-৬০ বছর বয়সীদের ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। ইউরোপের অন্যান্য দেশও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

ইউক্রেন সরকার বলছে, এ বয়সীদের কেউ যদি সেনাবাহিনীতে না আসেন, তাহলে তাঁকে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ আট বছর জেল খাটতে হবে।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা–এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী–যে কাউকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। এ ঘটনা অনিবার্যভাবেই জেলেনস্কির প্রতি মানুষের সমর্থন একেবারে তলানিতে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কিয়েভ, ওদেসা ও খারকিভের মতো বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে।

নতুন এই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করে সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। কিন্তু তত দিনে ইউক্রেনীয় বাহিনীর রুশ বাহিনীর কাছে আরও অনেক পরিমাণ ভূমি হারিয়ে ফেলবে।

যুদ্ধের এই অবস্থায় এসে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ছাড়া রাশিয়া কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যাবে না। কেননা, তাতে পুতিনের গ্রহণযোগ্যতায় ধস নামবে। অন্যদিকে জেলেনস্কিও রাশিয়ার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তে যেতে রাজি নয়।

ওয়াশিংটন যদি সত্যি সত্যি কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চায়, জেলেনস্কিকে দিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের হাতে একটাই বিকল্প থাকবে। সেটা হলো ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো এবং জেলেনস্কির পরিবর্তে এমন কাউকে আনা, যিনি কিনা রাশিয়ার সঙ্গে মীমাংসায় যেতে আগ্রহী।

লেখক: সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে কামাল আহমেদের প্রশ্নঃ

প্রায় সপ্তাহে এই বিভাগের ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। অধিকাংশ সময়ে ভিসা বুলেটিনে প্রায় পূর্বের মাসের মতই একই অগ্রাধিকার থাকে। তাছাড়া ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে দেখা যায় পরিবার ভিত্তিক ক্যাটগরির ২টি ভিন্ন চার্ট। আর দু'টিরই দুটি পৃথক অগ্রাধিকার। এ ব্যাপারে আমি অনেকটা বিভ্রান্ত আর বুঝতে পারি না যে কোনটি অনুসরণ করতে হবে।

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

কামাল আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থাঃ

গত কয়েক বছর ধরে স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক (এফবি) এবং চাকরি ভিত্তিক (ইবি) ক্যাটাগরিতে কাট অফ'র তারিখে পৃথক স্টেট সহ ২টি চার্ট প্রকাশ করে যাচ্ছে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (সাধারণত প্রথম চার্টকে চার্ট এ বলা হয়)।

এই চার্টটিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে যখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সাক্ষাতকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইল করার লক্ষ্যে (এই চার্টটিকে সাধারণতঃ চার্ট বি বলা হয়)।

প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ যখনর ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা কনস্যুলেটে ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সুতরাং ফাইনাল এ্যাকশন চার্টে দেয়া অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তারিখ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বা গ্রিনকার্ড অনুমোদন করার।

চার্ট বি ভিসা আবেদনঃ



ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। প্রাপ্তি দূর করার লক্ষ্যে আমরা সাধারণত কেবল চার্ট 'এ' অর্থাৎ ফাইনাল এ্যাকশন ডেটস ফর ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার কেসগুলোকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতি মাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকরি ভিত্তিক অগ্রাধিকার উভয় চার্ট-ই প্রকাশ করে থাকে। বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে ফয়সল খানের প্রশ্নঃ

আমি একটি প্রয়োজনে আর আপনার কাছে পরামর্শ পেতে এ চিঠি লিখছি। আশা করি আপনার পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার জানার বিষয় হচ্ছে ইউএস সিটিজেনের সাথে বিয়ের পর গ্রিনকার্ড পেলে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিয়ে না টিকলে অর্থাৎ ডিভোর্স হলে গ্রিনকার্ডের অবস্থা কেমন হয়? অর্থাৎ গ্রিনকার্ড বাতিল হয়ে যায় নাকি স্বাভাবিক থাকে?

এই বিষয়ে মতোই একটি লেখা এ বিভাগে দেখেছিলাম। আজ আমি আমার প্রয়োজনে লিখলাম। কারণ ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কিছু জানিনা বলে বন্ধুরা নানা রকম পরামর্শ দেয়।

ফয়সল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

অনেকক্ষেত্রে ডিভোর্সের পর পারমানেন্ট রেসিডেন্টরা গ্রিনকার্ড পেতে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়। কেউ কেউ আইনসম্মত রেসিডেন্ট হিসেবে অনেকে গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন। তবে বিয়ের স্ট্যাটাস সরাসরি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না।

আবার কেউ যদি কোন ইউএস সিটিজেন বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ে করে গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে ক্ষেত্রে ডিভোর্স, সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে ইউএসসিসআইএস ২ বছর শর্তসাপেক্ষে গ্রিনকার্ড দিয়ে থাকে। এই ২ বছরকে ইউএস সিআইএস বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়নের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। ইমিগ্রেশন আইন দেখতে চায় ঐ ২ বছরের বিয়েটা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায় পেছেছে-এ শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের শেষে দম্পতি তাদের বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমানসহ অবশ্যই যৌথভাবে আবেদন করবেন। এবং ফর্ম আই-৭৫১ প্রমাণসহ পুরুন করে শর্ত প্রত্যাহারের টিপশন দাখিল করবেন। ফর্ম-৭৫১ হচ্ছে যৌথ পিটিশন এবং এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের স্বাক্ষর করতে হবে।

শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ড পাবার পর ডিভোর্স হলে কী হবে?

এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন ইউএস সিটিজেন বা কোন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বিয়ের শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড পাবার পর ডিভোর্স দিলে সেক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে ২ বছরের শর্তসাপেক্ষে সময়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় তবে শর্ত মওকুফের জন্য যৌথ আবেদন জরুরী। তবে এক্ষেত্রে ইউএসসিসআইএস কেসটিকে অতিরিক্ত সতর্কতা নিবে যাচাই করে। তারা নিশ্চিত হতে চায় এটা প্রকৃত বিয়ে কিনা? তারা একে অপরের প্রতি কমিটেড থাকা সত্বেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এর প্রমাণের দায়িত্ব যিনি শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড পেয়েছেন তার উপর। এক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে আবেদনকারীকে আবেদনের সঙ্গে ডিভোর্সের রায়, কেন ডিভোর্স হলো তার বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি দেখাতে হবে। ইমিগ্রেশন প্রমাণ করতে হবে যে বিয়েটা প্রকৃত বিয়ে ছিলো- গ্রিনকার্ড পওয়ার জন্য এই বিয়ে ছিলো না। এক্ষেত্রে যতবেশি যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা করা সম্ভব তা সংযুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ আবেদনের সঙ্গে যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

এ ব্যাপারে যথাযথ ও বিস্তারিতভাবে এবং সুক্ষ্মভাবে কেসটি সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্য প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করে অগ্রসর হওয়া ভালো। আপনাদের সমস্যা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলে তবেই তার জন্য সঠিক পরামর্শ পওয়া সম্ভব।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

গাজা যখন এতিমের শহর

॥ আবু বাকের আবেদ ॥



এক মাস আগে গাজার আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে আনা হয় নয় বছর বয়সী রাজান শাবেতকে। মাথায় গুরুতর আঘাত, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হয়েছে। ভেঙে গেছে পা ও হাত। অচেতন অবস্থায় আনা হয় তাকে হাসপাতালে। তার পরিচয় কেউ জানে না। ফলে প্রথম চার দিনের জন্য সে ছিল অজ্ঞাতনামা। আর অজ্ঞাতনামাদের তালিকায় তার নম্বর ছিল ১০১ নম্বর। গত ৩০ ডিসেম্বর সে জরুরি চিকিৎসা শেষে ছাড়া পেয়েছে। তবে তার ঠাঁই হয়েছে হাসপাতালের কম্পাউন্ডে একটি তাঁবুতে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সেরা এখনো বলতে সাহস পাচ্ছে না, তার মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই।

রাজান হাসপাতালে আসার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তার সম্পর্কে জানার চেষ্টায় থাকেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরা বের করেন যে, সে আর তার পরিবার নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলার শিকার হয়েছিল। উত্তর গাজার তুফাহ এলাকা থেকে এই পরিবারের ঠাঁই হয়েছিল সেই শরণার্থীশিবিরে। এখন রাজানই পরিবারটির একমাত্র জীবিত সদস্য।

পঞ্চম দিনে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই রাজান তার মা-বাবাকে খোঁজা শুরু করে। আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইব্রাহিম মাত্তার বলেন, 'আমরা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম, একটি শিশুর কাছ থেকে। সে জানতে চায়, তার মা বাবা কোথায়? অথচ তাঁরা নিহত হয়েছেন। যখন রাজান তার মা-বাবার কথা জানতে চাইল, আমি তখন চুপ মেরে গেলাম।

মাত্তার বলছিলেন, 'সে বেশ বুদ্ধিমান, দারুণ এবং খুব সুন্দর। সে জানে না তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। সে বিশ্বাস করে তারা সবাই ভালো আছে। তার ঠিকঠাক চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে সত্যটা বলতে পারি না।

৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলী বিমান হামলা ও হানাদার বাহিনীর দ্বারা ৮২০০ এরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে। আরও অনেকে আহত হয়েছে এবং বেশির ভাগই মারাত্মক আহত।

‡কউ কেউ মা-বাবা উভয়কেই হারিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে গোটা জ্ঞাতি গোষ্ঠীকেই হত্যা করা হয়েছে। এখন যেসব চিকিৎসক তাদের যত্ন নিচ্ছেন তাঁরা জানেন না, এই শিশুদের নিয়ে তাঁরা কী করবেন, তাদের যে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

ডা. মাত্তার জানান, বিমান হামলা ও অন্যান্য হামলায় শিকার হয়ে যাদের হাসপাতালে আনা হচ্ছে তাদের মধ্যে শিশুর অনুপাত বাড়ছে এবং তাদের যত্ন নেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, 'রাজান মাঝরাতে চিৎকার করে কান্না করে উঠছিল, যখন অন্য সব চিকিৎসাধীন আহতরা ঘুমিয়েছিল। সে ব্যথানাশক ওষুধ ছাড়া ঘুমাতে পারত না তাই তাকে আমাদের অতিরিক্ত ডোজ ব্যথানাশক দিতে হয়েছিল। তার ব্যথা ভুলিয়ে দিতে রাতের বেলা আমি তাকে গল্প বলে শোনাতাম।'

সব কিছু হারানো এসব শিশুদের প্রচন্ড ব্যথা থেকে শান্ত রাখার একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠেছে ব্যথানাশক ওষুধ। তবে এটি কোনোভাবে যথার্থ পন্থা নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধ পাওয়া যায় না, ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ডোজই তাদের দিতে হচ্ছে। মাত্তার জানালেন, এর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন তিনি।

গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ স্কুল ও হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ তারা মনে করে, তাদের বাড়ি থেকে এখানে অন্তত নিরাপদে থাকতে পারবে। এ ছাড়া বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই।

প্রতিদিন অনেক আহত শিশুর আগমন ঘটছে হাসপাতালগুলোতে। হাসপাতালগুলোই এখন তাদের জন্য প্রকৃত ঘরবাড়ি হয়ে ওঠেছে। কারণ তাদের সঙ্গে মা-বাবা বা পরিবার নেই।

নভেম্বরে দেইর এল-বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক পরিবারের ৫৮ সদস্য নিহত হন। সেখানের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় পরিবারটির একমাত্র জীবিত সদস্য মাত্র পাঁচ দিন বয়সী শিশু হাসান মেশমেশকে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সে এখন আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে আ‡ছ।

হাসপাতালটির একজন নার্স ওয়ারদা আল আওয়াদা বলছিলেন, পুরো নার্স ইউনিট হাসানের দেখভাল করে। সেসব নার্সের মধ্যে ওয়ারদাও একজন। তিনি বলেন, 'সে যে নিরাপদে আছে, সেটিই আমরা তাকে বুঝতে দিতে চাই। চিকিৎসার ফলে সেও ভালো হয়ে উঠছে।'

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশেষে শিশুটির দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে। সেই আত্মীয় ৫৪ বছর বয়সী মোহাম্মদ মেশমেশ হাসপাতালে আসেন হাসানকে দেখতে এবং তার যত্ন নিতে সাহায্য করেন। হাসপাতালটিতে আসা পরিবার হারানো আরেক শিশু হলো মোতাজ আবু-ঈসা, যার বয়স সাত বছর। সম্প্রতি তাকে জরুরি চিকিৎসা সেবা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোমর, পা ও হাত ভাঙা নিয়ে সে বিশ দিন কাটিয়েছে হাসপাতালে।

ইসার বেঁচে থাকা একজন স্বজন মোহাম্মদ আবু ঈসা বলেন, সে তার গোটা পরিবারকে হারিয়েছে। এখন তার দায়িত্ব নেওয়ার মতো আমিই আছি। সে দিনে একবার মাত্র খাবার খেতে পারছে, কিছু রুটি আর টমেটো। সে এখন অপেক্ষা করছে, কখন যুদ্ধ শেষ হবে, তখন সে আরব আমিরাতে তার চাচাদের কাছে চলে যাবে। তার গভীর প্রত্যাশা, অচিরেই এই যুদ্ধের অবসান হবে।

লেখক আলজাজিরার সাংবাদিক।

আলজাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court

সালতামামি ২০২৩

ভিসানীতি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা নিয়ে তৎপর ছিল কূটনীতি ঃ তফসিল ঘোষণার পর পর্দার অন্তরালে

ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জন্য ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের আশঙ্কা ও প্রাকনির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের কর্মকান্ডকে ঘিরে ২০২৩ সালে কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের তাগাদা দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ পশ্চিমা দেশগুলো একটি অবস্থান নেয়। অন্য দিকে রাশিয়া, চীন ও ভারতের অবস্থান ভিন্ন। চীন ও ভারত নির্বাচনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করে সতর্ক অবস্থানে থাকে। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোকে দায়ী করেছে রাশিয়া। বছরের শেষ দিকে বিরোধী রাজনৈতিকদের সাথে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনে বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার চাপ প্রয়োগ ও আরব বসন্তের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানায় রাশিয়া।

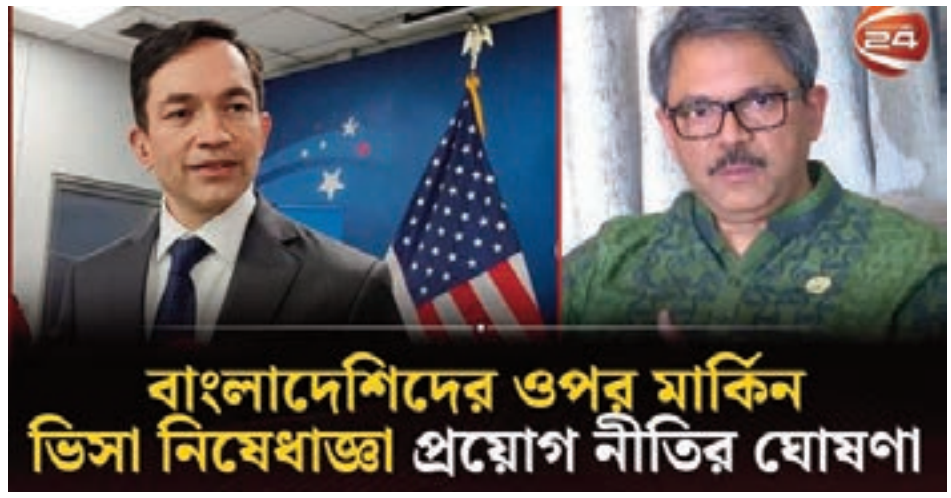
অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন বাংলাদেশ সময় ২৪ মে মধ্যরাতে এ ঘোষণা দেন। এই নীতির আওতায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা অবৈধ কাজে সহযোগীদের ভিসা ইসুর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনী।

ঘোষণায় বলা হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করতে সহিংসতার আশ্রয় নেয়া এবং ভোটার, নাগরিক সমাজ বা গণমাধ্যমের মতো প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেয়া। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমসহ সবার দায়িত্ব। বাংলাদশের গণতন্ত্র এগিয়ে নেয়াকে সহায়তা করতে এই নীতি ঘোষণা করা হলো।

এ দিকে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে যান। এ সময় দেশটির বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাথে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ডোনাল্ড লু। এ সময় বাংলাদেশের জন্য ইতঃপূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত ভিসানীতি প্রয়োগের বিষয়টি অবগত করা হয়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সাথে প্রধানমন্ত্রী পৃথক বৈঠক হয়।

ভিসানীতি কাদের ওপর আরোপিত হয়েছে, তা নিয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে অক্টোবরে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র জানান, যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ভিসার তথ্য গোপনীয়। এটি প্রকাশ করা হবে না। যে সব বাংলাদেশী নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা রয়েছে, কিন্তু ভিসানীতির আওতায় পড়েছেন, দূতাবাস থেকে ইমেইলের মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দেয়া হবে। তবে যাদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নেই, তারা আবেদন না করার পর্যন্ত কিছুই জানতে পারবেন না। তিনি বলেন, ভিসানীতি ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, সভা-সমাবেশে যোগ দেয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ঠেকাতে সহিংসতার আশ্রয় নেয়া এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল, ভোটার, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ ঠেকানোর মতো কর্মকান্ডের সাথে জড়িতরা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে।

বিশ্বের শিল্পোন্নত ও বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লি যান। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। এ সময় ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সৌদি



আরবের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথাপোকথনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিস্তৃত ইস্যুতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বলে ওয়াশিংটনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের কৌশলগত যোগাযোগবিষয়ক সমন্বয়ক জন কিরবি।

২৮ অক্টোবর পল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়াসহ ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এ দিন এক পুলিশ ও একজন রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়। এ ছাড়া সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল পোড়ানোর ঘটনা ঘটে। এরপর থেকেই বিএনপির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সরকার ব্যাপক ধর-পাকড় অভিযান শুরু করে। পাল্টে যায় দৃশ্যপট। বিএনপি সমাবেশ-মিছিলের মতো প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পরিবর্তে ধারাবাহিক হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি চালাতে থাকে। অন্য দিকে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার কর্মকান্ড এগিয়ে নেয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৩ নভেম্বর কোনো ধরনের পূর্বশর্ত ছাড়াই বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে সংলাপে বসার আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র। ডোনাল্ড লুর এ সংক্রান্ত চিঠি নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বাংলাদেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র চায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও অবাধে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। এ জন্য সব পক্ষকে সহিংসতা থেকে বিরত থেকে সংযম পালনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষাবলম্বন করে না। কোনো ধরনের পূর্বশর্ত ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র সব পক্ষকে সংলাপে বসার আহ্বান জানাচ্ছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সমভাবে ভিসানীতি প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে।

বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতাদের হাতে চিঠি পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলেও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সাথে দেখা করতে পিটার হাসের দুই দিন সময় লেগে যায়। ওবায়দুল কাদের রাষ্ট্রদূতের কাছে থেকে ডোনাল্ড লুর চিঠি গ্রহণ করে বলেন, আজই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে। সংলাপের সময় কোথায়?

১৫ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ৭ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। আর এর পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা পর্দার অন্তরালে চলে যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ৩০ নভেম্বর বিদেশী কূটনীতিকদের ব্রিফিং করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন। কিন্তু উত্তেজনাকর এ পরিস্থিতিতেও পশ্চিমা কূটনীতিকরা কোনো প্রশ্ন করেননি।

১৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা অভিযোগ করেন, গত ১২-১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশে সরকারবিরোধীরা রাস্তাঘাট অবরোধ করে, যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমরা এসব ঘটনার সাথে ঢাকায় পশ্চিমা কূটনৈতিক মিশনগুলোর, বিশেষ করে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের উসকানিমূলক কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্য করছি। ভোটের ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সন্তোষজনক মনে না হলে আরব বসন্তের মতো বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হতে পারে। তিনি বলেন, এমন আশঙ্কার দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে যে পশ্চিমা শক্তিগুলোর জন্য 'অসুবিধাজনক' বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে আগামী সপ্তাহগুলোয় নিষেধাজ্ঞার মতো কঠোর চাপ প্রয়োগ করা হতে পারে। বাংলাদেশের শিল্প খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর ওপর আঘাত আসতে পারে। সেই সাথে কিছু সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচনে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক রায় প্রদানে বাধাদানের 'তথ্যপ্রমাণহীন' অভিযোগ তুলে পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০১০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে তিউনিশিয়া, মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন ও বাহরাইনে একের পর এক সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, গণঅভ্যুত্থান ও সশস্ত্র সঙ্ঘাত দেখা দেয়। এর ফলে কয়েকটি আরব দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। সিরিয়া ও ইয়েমেনে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং সরকারের সাথে সশস্ত্র সঙ্ঘাত শুরু হয়, যার ধারাবাহিকতা আজো চলছে। এই ঘটনাপ্রবাহ আরব বসন্ত নামে পরিচিতি।

সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেয়ার আগে ও পরে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাখোঁ ঢাকা সফর করেন। স্বাধীনতার পর রাশিয়ার কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশে এটিই প্রথম সফর। অন্য দিকে ৩০ বছর পর ফ্রান্সের কোনো প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসেন। আর বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগে দিল্লিতে হাসিনা-মোদি বৈঠকের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও ফ্রান্স এখন পরস্পরবিরোধী অবস্থানে। কাছাকাছি সময়ে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের সফর ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্য দিকে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপের মুখে রয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। বিশেষ করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা ও ভিসানীতি নিয়ে সরকারের ভেতর নানা ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আর এই চাপ সামাল দিতে বরাবরের মতোই তৎপর ছিল ভারত। ইতোমধ্যে ওয়াশিংটনকে দেয়া এক কূটনৈতিক বার্তায় দিল্লি জানিয়েছে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে তা ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র-কারো জন্যই সুখকর হবে না। জবাবে ওয়াশিংটন জানিয়েছে, বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র অবগত। তবে বাংলাদেশ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব অবস্থান রয়েছে। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসে। এতে দুই পক্ষ বাংলাদেশ নিয়ে নিজ নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করলেও ইস্যুটি নিয়ে একমত হতে পারেনি বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

সালতামামি ২০২৩

অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব সর্বত্র গৃহিণীর রান্নার উপকরণ থেকে শিল্পের কাঁচামালে টান কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসেনি নিত্যপণ্যের দাম বাড়েনি আয়,উল্টো ঝুঁকিতে ছিল কর্মসংস্থান

ঢাকা ডেস্ক: বিদায়ী বছরে অর্থনৈতিক সংকটের আঘাত লেগেছে সর্বত্র। গৃহিণীর রান্নার উপকরণের যেমন টান পড়েছে, তেমনই শিল্প-কারখানাগুলোতে মেলেনি প্রয়োজনমতো কাঁচামাল বা জ্বালানি। সব পর্যায়েই ছিল ঘাটতি। ঘাটতি মেটাতে হিমশিম খেয়েছে প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিদায় বছরজুড়ে পরিবারের নিত্যপণ্যের ব্যয় বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে চিকিৎসা, শিক্ষা, যাতায়াতসহ সব ব্যয়ের চাপ। অথচ বাড়েনি আয়, উল্টো ঝুঁকি তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থানে। বিনিয়োগ না বাড়ায় কর্মসংস্থান অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিতও হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ২০২৩ সাল। বছরজুড়ে মূল্যস্ফীতির কষ্টের পাশাপাশি মেট্রো রেল বা কর্ণফুলী টানেলের মতো বড় অবকাঠামোর কারণে যোগাযোগে বিশাল সুবিধাও মিলেছে। তবে জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত বিপুলসংখ্যক নিম্ন আয়ের মানুষ দ্রব্যমূল্যের কষ্ট ভুলতে পারেনি। নিত্যপণ্যের বাজার দৃশ্যত ছিল নিয়ন্ত্রণহীন পাগলা ঘোড়া।

এক কোটি পরিবারকে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য দিয়েও বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। এমনকি সারা দেশে অভিযান চালিয়েও নিয়ন্ত্রণে আসেনি পণ্যের দাম। বছরজুড়েই কোনো না কোনো পণ্য চড়া দামে কিনতে হয়েছে। সাধারণত সবচেয়ে সস্তা সবজি আলু এবার সর্বোচ্চ দামে পৌঁছেছে। এক কেজির দাম উঠে গিয়েছিল শর কাছাকাছি। পেঁয়াজের দাম ডাবল সেঞ্চুরি ছাড়িয়েছে। গরিবের আমিষ খ্যাত ডিমের দামও ছিল নাগালের বাইরে। এক ডজন ডিমের জন্য গুনতে হয়েছে ১৭০ টাকা। আর গরুর মাংসের দাম ৯০০ টাকা উঠেছিল। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি কিছু নিত্যপণ্যের দাম। শেষ পর্যন্ত এই বছরে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আলু, পেঁয়াজ ও ডিমের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল সরকার।

বছরজুড়ে ভুগিয়েছে চিনির দামও। ১৫৫ টাকা কেজিতে উঠেছিল তা। ভোজ্য তেলের বাজারও ছিল চড়া। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সব সময় ভোজ্য তেলের দাম বেঁধে দিয়ে এসেছে। এবার চিনির দামও বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নির্ধারণ করে দেওয়া দাম প্রভাব ফেলতে পারেনি বাজারে। কয়েক মাস ধরেই সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯.৫ শতাংশের ওপরে ছিল। খাদ্যে মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ শতাংশের ওপরে।

শুধু নিত্যপণ্যের বাজারে নয়, অস্থিরতা ছিল ডলারের দামেও। এর সঙ্গেও আবার জড়িয়ে আছে আমদানি পণ্যের দাম। বাজারে প্রতি ডলার সর্বোচ্চ ১২৯ টাকা উঠেছে। এর পেছনে কারসাজির অভিযোগ উঠেছে। মানি এক্সচেঞ্জগুলোতে অভিযান চালিয়ে এবং ব্যাংকগুলোকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েও ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়নি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং নিয়ন্ত্রণহীন ডলারের দামের জন্য সরকার বৈশ্বিক সংকটকে দায়ী করেছে। তবে অর্থনীতিবিদরা যুদ্ধসহ বৈশ্বিক সংকটের কিছু ভূমিকা থাকার কথা মানলেও দীর্ঘদিনের নীতিগত ত্রুটি ও সংস্কারের ঘাটতির দিকেও আঙুল তুলেছেন।

বছরের শুরুতেও প্রত্যাশা ছিল স্থবিরতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক সংকটের আঁচ থেকেও কিছুটা রেহাই মিলবে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। উল্টো বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিতে কমেছে রিজার্ভ। ১৫ বছর ধরে রিজার্ভ বাড়ানোর গৌরব ছিল। এবার সেটা ধরে রাখা যায়নি। বছর শেষে প্রায় তলানিতে নেমেছে। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের বোঝা এই প্রথম ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আর এতেই বিরূপ পরিস্থিতির দিকে যায় অর্থনীতি।

সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে দাতা সংস্থাগুলোর ঋণ সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাদের পরামর্শে অর্থনীতির সংকট কাটাতে বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বছরের শেষ সময়ে এসে সংস্থাগুলোর ঋণের কিস্তি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা ইতিবাচক হয়েছে।

বছরজুড়ে রিজার্ভের টান থাকায় নিয়ন্ত্রণ ছিল আমদানিতে। শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি–কোনোটিই সঠিকভাবে আমদানি করা সম্ভব হয়নি। ফলে শিল্পের উৎপাদনে ভাটা পড়েছে। বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী নতুন বিনিয়োগ করলেও কারখানা চালু করতে পারেনি। উল্টো চড়া ঋণের সুদের চাপে পড়েছে। এমন পরিস্থিতি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহ করেছে। ফলে বাড়েনি কর্মসংস্থান। ডলার সংকটে আমদানি ব্যাহত হওয়ায় যেমন কমেছে উৎপাদন, তেমনই উৎপাদন কমে আসায় কমেছে রপ্তানি। সার্বিকভাবে সামষ্টিক অর্থনীতির সব সূচকই নেতিবাচক অবস্থায় রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। চলমান সংকট কভিডের সময়ের সংকটকে ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা মনে করেন বেসরকারি খাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে। উত্তরণের জন্য দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান আশা করছেন তাঁরা।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর এ বিষয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০২৩ সাল দেশের মানুষের জন্য ভালো ছিল না। এটা আরো বিস্তৃতভাবে দেখলে, অর্থনীতিতে ভঙ্গুরতা তৈরি হয়েছে। আর এর প্রভাব পড়েছে মানুষের জীবনযাত্রায়। নতুন বছরে নতুন কিছু আসুক এমন আশা থাকলেও সেখানেও অনিশ্চয়তা আছে। বছরজুড়েই নানা বিষয়ে হতাশা ছিল। রাজনৈতিক হতাশা সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, বছরজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের জন্য রাজনৈতিক দুই পক্ষই দায়ী। গত ১৪-১৫ বছরের নীতির ব্যর্থতার ফল এ বছরে এসেছে। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। নীতি তৈরি হলেও হালকাভাবে দেখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জবাবদিহি ছিল না। ব্যাংক খাতে লুটপাট হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে আস্থা ফিরে আসে।

শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার এবং অর্থনীতি নয়, মানুষকে দুর্ভোগে ফেলেছে ডেঙ্গুর মতো জনস্বাস্থ্য বিপত্তি। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মৃত্যুর হার অন্য সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ তুঙ্গে থাকার সময় শিরায় দেওয়ার স্যালাইন, ডাব ও অন্যান্য ফলমূলের দামও নাগালের বাইরে চলে যায়। একটি ডাবের মূল্য দিতে হয়েছে তখন ২০০ টাকা পর্যন্ত।

সংকটের মধ্যে কিছু স্বস্তি

সংকটের মধ্যে কিছু স্বস্তি দিয়েছিল কয়েকটি বড় উন্নয়ন প্রকল্প। বিদায়ি বছরেই দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপপুরের যাত্রা শুরু হয়। বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ। এ বছরই নদীর নিচে টানেল ও মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে রেল যোগাযোগ চালু হয় পদ্মা রেল সেতুর মাধ্যমে।

সালতামামি ২০২৩

যুদ্ধ, দুর্যোগ আর দ্বন্দ্বের বছর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিদায় নিতে চলেছে খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জির ২০২৩ সাল। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রাধান্য ছিল একাধিক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, আঞ্চলিক উত্তেজনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিকে বরাবরের মতোই বিশ্ববাসীর নজর ছিল। বিজ্ঞানের জগতে একটি বড় ঘটনা ছিল মহাকাশ প্রযুক্তি খাতের উঠতি শক্তি দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের সফল চন্দ্রাভিযান। নিচে পাঠকদের জন্য ২০২৩-এর আলোচিত ঘটনাগুলোর নির্বাচিত কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

গাজায় ইসরায়েলের বিধ্বংসী, প্রাণঘাতী হামলা

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার শাসকগোষ্ঠী কট্টরপন্থী সংগঠন হামাসের যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর আকস্মিকভাবে ইসরায়েলে প্রবেশ করে এক হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে। কয়েক শ ব্যক্তিকে জিম্মি করে গাজায় নিয়েও যায় তারা। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ইসরায়েলের বছরের পর বছরের নৃশংসতা ও অবরোধ হামাসকে এ হামলার জন্য প্ররোচিত করেছে। তাদের নজিরবিহীন এ হামলার জবাবে গাজায় যুদ্ধবিমান, গোলন্দাজ বাহিনী ও যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এতে বছরের শেষ নাগাদ ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত ও ৫৫ হাজারের বেশি আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একটি বড় অংশ নারী ও শিশু। অবরোধের তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়ায় খাদ্য, ওষুধ, পানি, বিদ্যুতের মতো জরুরি সামগ্রীর অভাবে গাজায় চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত অঞ্চলটির মহল্লার পর মহল্লা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মিত্ররা প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার অধিকারের যুক্তি দিয়ে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন দিয়ে এসেছে। তবে বেসামরিক লোক হতাহতের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অন্যরা দৃশ্যত অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। কিন্তু তাদের মৃদু সমালোচনা ও পরামর্শ ইসরায়েলের অভিযানের ধরন বদলাতে পারেনি। কাতারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ও কিছু বন্দি বিনিময় হলেও ইসরায়েল ও হামাস দুই পক্ষই আরেক দফা যুদ্ধবিরতির বিষয়ে প্রকাশ্যে অনাগ্রহ দেখিয়ে আসছে।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র টানাপড়েন অব্যাহত

পুরনো তাইওয়ান ইস্যু, কথিত গোয়েন্দা বেলুন, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা বহাল ছিল। তবে বছরের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জো বাইডেন ও শি চিনপিংয়ের 'মোটের ওপর সফল' শীর্ষ বৈঠকের মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আঁচ কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি ছিল দুই নেতার প্রথম সামনাসামনি বৈঠক। ওই বৈঠকের বড় প্রাপ্তি হচ্ছে দুই দেশ পরস্পরের সেনাবাহিনীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ আবার চালু করতে সম্মত হয়েছে। তাইওয়ান প্রণালি ও দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চল নিয়ে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটি নিঃসন্দেহে উভয়ের জন্য স্বস্তিদায়ক ঘটনা ছিল। এর আগে বছরের শুরুর দিকেই, ফেব্রুয়ারীতে কথিত গোয়েন্দা বেলুনকান্ডে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। মার্কিন প্রশাসন অভিযোগ করেছিল, চীনের ওই গোয়েন্দা বেলুনটি তাদের সংবেদনশীল সামরিক ও পারমাণবিক স্থাপনার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তবে চীন দাবি করে এটি ছিল আবহাওয়াসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত বেসামরিক বেলুন, যা ভুল পথে চলে গিয়েছিল। তাইওয়ান ইস্যুতেও বছরজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বিরোধ বিরাজমান ছিল। গত মার্চের শেষে মধ্য আমেরিকা সফরের সময় তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েনের যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রাবিরতি ও প্রতিনিধি পরিষদের তৎকালীন স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক্ষুব্ধ করে চীনকে।

সরগরম ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন

সাধারণ নির্বাচনের আগের বছর জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্র ছিল ঘটনাবহুল। উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' নামের জোট গঠন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে পার্লামেন্টে অযোগ্য ঘোষণা ও উচ্চ আদালতের রায়ে পদ ফিরে পাওয়া, ৯ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগে লোকসভা থেকে বিরোধী এমপিদের গণবরখাস্ত ইত্যাদি। গত ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনে দুই অনুপ্রবেশকারী ক্যানিস্টার থেকে হলুদ গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় বিরোধীদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করা নিয়ে পার্লামেন্টে ব্যাপক হট্টগোল বাধে। এর জেরে কয়েক দফায় অধিবেশন থেকে বিরোধী ১৪৬ এমপিকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮ জুন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপিবিরোধী দলগুলো আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স' (ইন্ডিয়া) জোট গঠন করে। মণিপুরে সহিংসতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নীরব থাকার অভিযোগ এনে জোটটি বর্ষাকালীন অধিবেশনে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় উৎরে যায় বিজেপি সরকার। ভারতে ভোটের বাক্সে 'মোদি ম্যাজিক' দৃশ্যত অব্যাহত। বছরজুড়ে ৯টি রাজ্য বিধানসভার ভোটে চারটিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি।

ইমরানের পতন, নওয়াজের পুনরুত্থান

রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট ও নতুন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল পাকিস্তান। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতা ইমরান খানের পতন এবং পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) নেতা নওয়াজ শরিফের নতুন করে উত্থান ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। মে মাসে তোশাখানা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হলে পাকিস্তানজুড়ে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ হয়। ইমরান সমর্থকরা সেনা সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায়। এরই মধ্যে প্রভাবশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরানের বিগড়ে যাওয়া সম্পর্কের তিক্ততা চরমে ওঠে। পিটিআইয়ের নেতাকর্মী-সমর্থকদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় চলে। শুরু হয় গণদলত্যাগ। চেয়ারম্যান পদ ছাড়তে হয় ইমরানকে। তোশাখানা দুর্নীতি মামলায় ইমরানকে নিম্ন আদালতের দেওয়া তিন বছরের সাজা বাতিল করেন উচ্চ আদালত। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘনের 'সাইফার' মামলাও রয়েছে তাঁর সামনে। এদিকে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। চার বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে গত অক্টোবরে লন্ডন থেকে দেশে ফেরেন তিনি। আদালত দুটি দুর্নীতি মামলায় খালাস দেওয়ায় তাঁর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হয়। পিটিআইয়ের অভিযোগ, নওয়াজকে ক্ষমতায় আনতে নেপথ্য থেকে কলকাঠি নাড়ছে সেনাবাহিনী।



ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ট্রাম্প

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরজুড়েই খবরে ছিলেন। এ বছরের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হন ট্রাম্প। সাবেক পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা ধামাচাপা দিতে অর্থ দেওয়ার বিষয়ে অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাঁকে। এরপর এ বছরই আরো গোটা তিনেক মামলায় অভিযুক্ত হন ২০২৪ সালের রিপাবালিকান দলের মনোনয়নের দৌড়ে এগিয়ে থাকা এই রাজনীতিবিদ। মামলা তিনটির অভিযোগ হচ্ছে, সহজে ঋণ পেতে নিউইয়র্কে নিজের সম্পত্তির দাম বাড়িয়ে দেখানো, রাষ্ট্রীয় গোপনীয় দলিলপত্র নিজের কাছে রাখা এবং এ নিয়ে তদন্তে বাধা দেওয়া, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা। এত কিছুর পরও রিপাবলিকান এই নেতার জনপ্রিয়তা তেমন কমেনি। ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তুলে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তাঁর নাম ব্যালট পেপার থেকে বাদ দিতে মামলাও হয়েছে। এর মধ্যে দুটিতে তাঁর বিপক্ষে রায় হয়েছে।

তুরস্ক ও সিরিয়ায় প্রাণঘাতী ভূমিকম্প

তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ৬ ফেব্রুয়ারি বড় ধরনের ভূমিকম্পে ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়। ৭.৮ মাত্রার বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দুই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পরে আরো কয়েকটি শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয়। তুরস্কের স্মরণকালের অন্যতম বড় এই ভূমিকম্পে সে দেশে আনুমানিক ৫৯ হাজার মানুষ নিহত হয়। অন্যদিকে সিরিয়ায় আট হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দুই দেশ মিলিয়ে দুই কোটি ৩০ লাখ মানুষ। তুরস্কে ভূমিকম্পে এত বড় ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত কি না, তা নিয়ে চাপে পড়েন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান। যথাযথ বিধি না মেনে নির্মিত বহু ভবনের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখানোর অভিযোগ ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত গত মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার জয়ী হয়েছেন এরদোয়ানই।

জলবায়ু বিপর্যয় ঠেকাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ

২০২৩ সালজুড়েই প্রকৃতির খেয়ালি আচরণে পৃথিবীবাসীকে দফায় দফায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রার সর্বকালের রেকর্ড হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে আয়োজিত এবারের বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন কপ২৮ এই জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব এড়াতে তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার পদক্ষেপ নিতে মতৈক্য হয়েছে। কপ সম্মেলনের ইতিহাসে এবারই প্রথম জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করা লক্ষ্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী বেশির ভাগ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসৃত হয় তেল, গ্যাস ও কয়লা দহন থেকেই। এসব জ্বালানি বন্ধের সময়সীমা ঘোষিত না হলেও আদৌ বন্ধ করার কথা বলাটাকেই বড় অর্জন মনে করছেন অনেকেই। যদিও চুক্তিতে সন্তুষ্ট নয় বিপন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর জোট এওএসআইএস। ৩০ নভেম্বর সম্মেলন শুরুর দিনই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের জন্য 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল গঠনের ব্যাপারে দেশগুলো একমত হয়েছিল। সেটিও এবারের কপ সম্মেলনের এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ভারতের চন্দ্র বিজয় ও সূর্যাভিযান

২০২৩ সালে মহাকাশ গবেষণা তথা অভিযানে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে ভারত। ২৩ আগস্ট চাঁদের বুকে অবতরণ করে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-৩। এই সাফল্যের মাধ্যমে বিশ্বের মাত্র চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে যান পাঠানোর গৌরব অর্জন করে ভারত। আর পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের দিক থেকে ভারতই বিশ্বে প্রথম। কক্ষপথে অবস্থানের কারণে পৃথিবী থেকে বরাবর অন্ধকারে থাকে চাঁদের দক্ষিণ মেরু। এ কারণে অপেক্ষাকৃত শীতল থাকায় সেখানে বরফ আকারে পানির অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণ এ ব্যাপারে গবেষণায় সহায়তা করবে বলে ধারণা। চন্দ্রযানের একেবারে কাছাকাছি সময়েই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে লুনা-২৫ নামের মহাকাশযান পাঠিয়েছিল রাশিয়া। তবে কারিগরি ত্রুটিতে সেটি চাঁদের মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। এর আগে ৪৭ বছর আগে চাঁদে শেষ সফল অভিযান চালিয়েছিল রাশিয়া। চন্দ্রজয়ের সাফল্যে উজ্জীবিত ভারত গত সেপ্টেম্বরে সূর্যের আবহমণ্ডল নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সূর্য পর্যবেক্ষণ মিশন আদিত্য-এল১ পাঠায়।

দীর্ঘ যুদ্ধে বেকায়দায় ইউক্রেন

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে পশ্চিমা সহায়তা অব্যাহত থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা, পাল্টা অভিযানে প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়া ও রাশিয়ার নতুন উদ্যমে জোরদার হামলা–সব মিলিয়ে এ বছর কোণঠাসা অবস্থায় পড়েছে ইউক্রেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তৃতীয় বছরে পড়তে চলেছে। বিদায়ি বছরের জুনের শুরুতে ইউক্রেন তার বহুপ্রতীক্ষিত পাল্টা অভিযান শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার দখল থেকে ইউক্রেনীয় ভূখন্ড পুনরুদ্ধার। তবে শক্তিশালী রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান শুরুর পর উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি কিয়েভের সেনারা। গত নভেম্বরে খেরসনে দনিপ্রো নদীর পূর্ব তীরের কিছু ভূখন্ড থেকে রুশ সেনাদের হটিয়ে অবস্থান নিতে সক্ষম হয় ইউক্রেনীয় বাহিনী। এ ছাড়া রাশিয়া বছরজুড়ে ইউক্রেনে ব্যাপক ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা হামলা চালিয়েই গেছে। গোলাবারুদের অভাবে তাদের অভিযান এগোচ্ছে না। অনেক জায়গায় ইউক্রেনীয় সেনারা রুশ হামলায় বিপর্যস্ত। রাশিয়াকে মোকাবেলার জন্য পশ্চিমা সহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল কিয়েভ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ইউক্রেনের জন্য নতুন তহবিলের অনুমোদন আটকে আছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাঁচ হাজার কোটি ইউরোর একটি সহায়তা তহবিলেও ভেটো দিয়েছে সদস্য হাঙ্গেরি। সব মিলিয়ে এবারের শীতে রীতিমতো অস্তিত্বের লড়াইয়ে থাকবে ভোলোদিমির জেলেনস্কির বাহিনী।

সালতামামি ২০২৩

টেকনাফে বছর জুড়ে অপহরণ আতঙ্ক

ঢাকা ডেস্ক: বছর যায়, বছর আসে। আর সময়ের সঙ্গে তৈরি হয় নানান আলোচনা ও সমালোচনা। বছর জুড়েই নানা ঘটনায় আলোচিত হয়ে ওঠে সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের নাম। অপহরণ, মাদক ও মানব পাচার, মুক্তিপণ আদায় ও রোহিঙ্গা ছিল অন্যতম। উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে রয়েছে মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বসবাস। ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যক্তি রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যে সবচেয়ে আতঙ্ক ছিল অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়। সেই অপহরণ চক্র থেকে রেহাই পায়নি স্কুলছাত্র থেকে শুরু করে বনকর্মীরাও। মুক্তিপণ দিতে না পারলে অনেকে লাশ হয়ে অথবা অঙ্গহানি হয়ে ফিরতে হতো। আবার অনেকের খোঁজও মেলেনি দিনের পর দিন।

এনমনই নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিল ৩ বন্ধু। তারা ২৮ এপ্রিল টেকনাফে পাত্রী দেখতে যাওয়ার পথে অপহরণ হওয়ায় ২৫ দিন পর তাদের গলিত মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল র‍্যাব ও পুলিশ।

২৪ মে বিকালে দমদমিয়া গহীন পাহাড় থেকে র‍্যাব ও পুলিশের দু'টি দল তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। তারা হলেন- কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলার জালালাবাদ সওদাগর পাড়া এলাকার মোহাম্মদ ইউছুফ ও সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের রুবেল এবং শহরের নুনিয়াছড়া এলাকার ইমরান। অনেকে আবার সাহসীকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। অপহরণকারীকে কুপিয়ে সন্তানকে রক্ষা করার ঘটনাও দেশব্যাপী চাউর হয়েছিল। টেকনাফের পাহাড়ি এলাকায় অপহরণকারীকে কুপিয়ে নিজ দুই সন্তানকে রক্ষা করেছিলেন কৃষক বাবা শাহ আলম। পরে স্থানীয়দের গণপিটুনিতে এক রোহিঙ্গা অপহরণকারী নিহত হয়।

এদিকে ১ সেপ্টেম্বর হ্নীলা ইউনিয়নের মোচনী বিটের নেচার পার্ক বনে পাহারা দেয়ার সময় ৩ জন বনকর্মীকে অপহরণ করা হয়। অপহরণের শিকাররা হলেন- দমদমিয়া এলাকার আবদুল মালেকের ছেলে মো. শাকের (২০), একই এলাকার বকছু মিয়ার ছেলে আবদুর রহমান (৪২) এবং আবদুস শুক্কুরের ছেলে আবদুর রহিম (৪৬)। তাদের কাছে ৬০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। কিন্তু ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলী ও পাহারা দলের সদস্যসহ স্থানীয় গ্রামবাসী সাহসি অভিযান চালিয়ে গভীর পাহাড় থেকে ৩ দিন পর তাদের উদ্ধার করে। এ ছাড়াও সাবেক মেম্বারের পুত্র, স্কুলের শিক্ষার্থীসহ উপজেলার বাহারছড়া, হ্নীলা ইউনিয়নের দমদমিয়া, জাদিমুরা, মোছনী, লেদা গ্রামের একাধিক গ্রামের বাসিন্দাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে। সন্ধ্যা নামলেই এলাকাগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এখনো সেই আতঙ্কের রেশ কাটেনি।

এ ছাড়াও ঘটেছে একাধিক হত্যাকান্ড। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত হলো দ্বিতীয় শ্রেণির ফারিয়া খানম জেরিন হত্যাকান্ড। হ্নীলা বড় মাদ্রাসায় এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয়, মাদক ব্যবসায় বাধা দেয়ায় ছুরিকাঘাতে মোহাম্মদ সালমান রহমান (২২) নামের এক কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী ছুরিকাঘাতে হত্যা করে দুষ্কৃতকারীরা। জমি-জমার নিয়েও ঘটে একাধিক হত্যাকাণ্ড। তাছাড়া গেল বছরেও মাদকের তকমা হতে ঘোচাতে পারেনি টেকনাফের নাম। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী হওয়ায় প্রতিদিন মাদক ইয়াবা, আইস, মদ, বিয়ার ঢুকছে এদেশে। কোনোভাবেই থামাতে পারছে না মাদক কারবারিদের। লাখ লাখ পিস ইয়াবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায় রাঘব বোয়াল মাদক কারবারিরা। এটি নিয়ে টেকনাফে মুখরোচক আলোচনা চলতে থাকে বছর জুড়ে।

সালতামামি ২০২৩

সারা বছর ভুগিয়েছে মূল্যস্ফীতি



ঢাকা ডেস্ক: বছরজুড়েই বাজারে গিয়ে নিত৵পণ্যের দাম নিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। প্রায় প্রতিটি পণ্যের দামই কমবেশি বেড়েছে। বাজার খরচ বেড়ে যাওয়ায় তাই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। টানা ৯ মাস ধরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ শতাংশের ওপরে। এত দীর্ঘ সময় ধরে দেশে এমন উচ্চ মূল্যস্ফীতি গত এক দশকে দেখা যায়নি। বছর শেষে এসেও মূল্যস্ফীতির আঁচে নাকাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে হতদরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষ ২০২৩ সালকে হয়তো জীবনযাপনের জন্য বিভীষিকাময় বছর হিসেবেই মনে রাখবেন।

গত এক বছরে হঠাৎ করে একেক পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এতে বাজারে অস্থিরতা দেখা দেয়। যেমন ডিম, মাংস, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, চিনি–এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষকে বেশ ভুগিয়েছে। প্রধান খাদ্যপণ্য চালের দামও সারা বছর ওঠানামা করেছে। ‡ভাগ্যপণ্যের পাশাপাশি তেল, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দামও বেড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াতসহ প্রতিটি খাতেই খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবের প্রভাবে মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশ ছুঁই ছুঁই করেছে বছরের তিনচতুর্থাংশ সময়। সেই তুলনায় মানুষের আয় বাড়েনি।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, বছরজুড়ে জিনিসপত্রের উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষকে হিমশিম খেতে হয়েছে। বাজারের তালিকা কাটছাঁট করে তাঁরা সংসার খরচ সামাল দিয়েছেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে এ রকম মূল্যস্ফীতি আর দেখা যায়নি। সেলিম রায়হান আরও বলেন, মূল্যস্ফীতি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরে এসে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতিতে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে জিনিসপত্রের দাম কমাতে তদারকি ব্যব¯া জোরদার করতে হবে।

মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মূল্যস্ফীতির হিসাব পাওয়া গেছে। এই ১১ মাসে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ। তার মানে হলো ২০২২ সালে একজন মানুষের যাবতীয় খরচ যদি ১০০ টাকা হয়, তাহলে ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৯ টাকা ৪৮ পয়সায়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় খরচ বে‡ড়ছে ৯ টাকা ৪৮ পয়সা। এখন কোনো পরিবারের যদি ২০২২ সালে প্রতি মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা বাজার খরচ হয়, তাহলে ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৮৪৪ টাকায়। প্রতি মাসে খরচ বেড়েছে ২ হাজার ৮৪৪ টাকা।

এটি সারা দেশের গড় হিসাবের চিত্র। মূল্যস্ফীতির বাড়তি চাপ গরিব মানুষকে বেশি ভুগিয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, গরিব মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ ২০ শতাংশের ওপরে। এর মানে একটি গরিব পরিবারের খরচ এক-পঞ্চমাংশ বেড়ে গেছে। কারও কারও ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি। কারণ, চাল, ডাল, চিনি, আটা-ময়দা, শাকসবজি, মাছ-মাংস, ডিম, পেঁয়াজসহ প্রায় সব নিত্যপণ্যের দামই বেড়েছে। এগুলো কিনতেই স্বল্প আয়ের মানুষের আয়ের সিংহভাগচলে যায়।

‡বসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিভাগে চাকরি করেন আবদুল্লাহ আল মামুন। মাসে বেতন পান ৪০ হাজার টাকা। স্ত্রী, দুই সন্তানসহ চারজনের সংসার। বাসাভাড়া, সংসার খরচ, সন্তানদের পড়াশোনাসহ যাবতীয় খরচ চালাতে গিয়ে প্রতি মাসেই তাঁকে কিছু ধারদেনা করতে হয়। আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, গত এক বছরে সংসার খরচ ৩০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এই খরচ সামাল দিতে বাজারের ফর্দে অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছে। আগে সপ্তাহে এক দিন মাংস খেতাম। এখন দুই সপ্তাহে একবার খাই।

মূল্যস্ফীতির রেকর্ডের বছর

দেশে ২০২৩ সালে মূল্যস্ফীতিতে দুটি রেকর্ড হয়েছে। একটি সার্বিক মূল্যস্ফীতিতে, অপরটি খাদ্যের মূল্যস্ফীতিতে। এ বছরের মে মাসে মূল্যস্ফীতির উত্তাপ সবচেয়ে বেশি ছিল। ওই মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশে উঠেছে, যা গত ১৩৪ মাস বা ১১ বছর দুই মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১২ সালের মার্চে ১০ দশমিক ১০ শতাংশে উঠেছিল সার্বিক মূল্যস্ফীতি।

খাদ্যের মূল্যস্ফীতিও এবার গত এক দশকের মধ্যে রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, গত আগস্টে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশে ওঠে, যা গত ১১ বছর ৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১২ সালের জানুয়ারিতে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

৯ মাস ধরে মূল্যস্ফীতি ৯%এর বেশি

জিনিসপত্রের দাম বাড়লে জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যায়। তা মূল্যস্ফীতি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। দেশে টানা ৯ মাস মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে আছে। এটাকে বেশ উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ, যা ফেব্রুয়ারিতে বেড়ে ৮ দশমিক ৭৮ শতাংশে ওঠে। পরের মাসে তা বেড়ে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশে উঠে যায়। এরপর আর ৯ শতাংশের নিচে নামেনি। ৯ শতাংশের ওপরেই ওঠানামা করছে। সর্বশেষ গত নভেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতির সঙ্গে পেরে উঠছে না মজুরি

আয় বেশি বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও তা কিনতে মানুষের তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু দেশে গত দেড় বছর মূল্যস্ফীতির চেয়ে মানুষের মজুরি বৃদ্ধির হার কম। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালের মে মাস থেকে প্রতি মাসে যত মূল্যস্ফীতি হয়েছে, এর চেয়ে কম হারে মজুরি বেড়েছে। গত বছরের মে মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। ওই মাসে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এরপর মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতিকে আর ধরতে পারেনি। এ বছরের নভেম্বর মাসে জাতীয় মজুরি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৭২ শতাংশ। এর মানে হলো মজুরি যত বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম।

সাপের খেলায় কতটা জিতলেন পরিকল্পনামন্ত্রী

গত আগস্ট মাসের মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছিলেন, ‘সাপের খেলা যে জানে, সে ঠিকই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। মূল্যস্ফীতি ওঠানামা করবে। বাজারের স্বাধীনতা আছে। যখন মূল্যস্ফীতি বাড়ে, তখন মানুষ একটু চাপে থাকে। তখন অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা কমিয়ে দেয়।’

কিন্তু পরিকল্পনামন্ত্রীর কথা অনুযায়ী, দক্ষ সাপুড়ের মতো মূল্যস্ফীতি কমানো যায়নি। বছরের শেষেও মূল্যস্ফীতি প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশেই রয়ে গেল।





বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ *শহীদ জিয়া, অমর হোক*



ইংরেজী নতুন বছর-২০২৪ উপলক্ষ্যে

বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের

আমার নির্বাচনী এলাকা শেরপুর-২

আসনের জনগণ সহ সবাইকে জানাই

শুভেচ্ছা

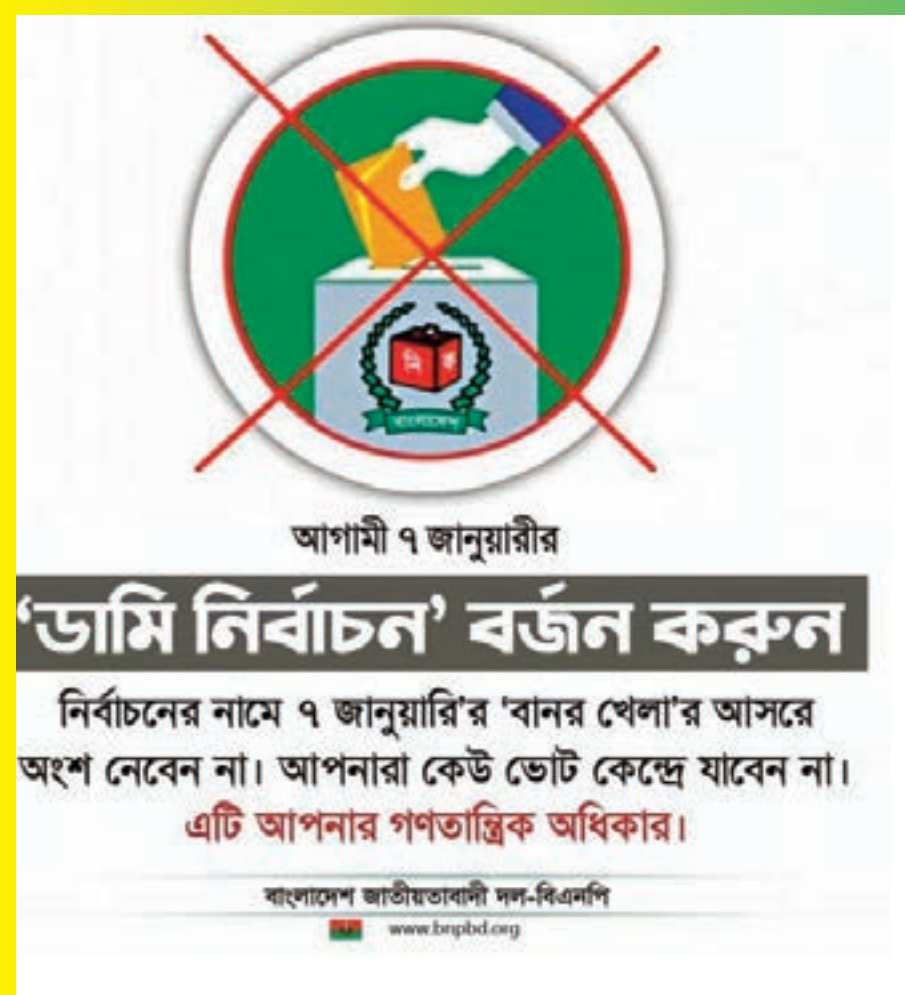
নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধি



ইলিয়াস খান

সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, কেন্দ্রীয় কমিটি



যেসব আসনে ভোট নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন। ভোটের মাঠেও এখন তিনি আলোচিত। এ ছাড়া বিএনপি'র বহিষ্কৃত নেতা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান এবং শাহ আবু জাফরকে নিয়েও আছে নানা আলোচনা। আখতারুজ্জামান নির্বাচন করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে।

আর নির্বাচনের আগে কিংস পার্টি হিসেবে আলোচনায় আসা বিএনএম'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর লড়ছেন দলীয় নোঙর প্রতীকে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির সমঝোতা হলেও দলটি থেকে বহিষ্কৃত দুই নেতা আছেন ভোটের মাঠে আলোচনায়।

এসব প্রার্থীদের কারও কারও পক্ষে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা প্রকাশ্যে কাজ করছেন। কারও কারও প্রতি আওয়ামী লীগ কেন্দ্র থেকে সমর্থন দিয়েছে এমন আলোচনা আছে। এ ছাড়া জাতীয় পার্টির বহিষ্কৃত দুই নেতা ভোটের মাঠে আওয়ামী লীগের সমর্থন পাচ্ছেন বলেও আলোচনা আছে। এসব প্রার্থীদের বিজয়ী করতে নানা পক্ষ গোপনে এবং প্রকাশ্যে কাজ করার অভিযোগ করছে বলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া। এ আসনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে। এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত রওশন এরশাদপন্থি বলে পরিচিত জিয়াউল হক মৃধা। রেজাউল ইসলাম জিয়াউল হক মৃধার জামাতা। এই আসনে মৃধা আওয়ামী লীগের সমর্থন পাচ্ছেন বলে এলাকায় আলোচনা আছে।

ওদিকে রংপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিয়েছে। এ আসনে জি এম কাদেরের ভাতিজা হোসেন মকবুল শাহরিয়ার দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। একই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন দলটির সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা। তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত এবং রওশন এরশাদপন্থি বলে পরিচিত। এ আসনেও রাঙ্গা সরকারি দলের সমর্থন পাচ্ছেন বলে এলাকায় আলোচনা আছে।

ফরিদপুর-১ আসনে নির্বাচন করছেন বিএনএম চেয়ারম্যান শাহ আবু জাফর। এখানে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান। এ আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীও আছেন। কিন্তু শাহ আবু জাফর নানা পক্ষের সহযোগিতা পাচ্ছেন বলে মাঠে আলোচনা আছে।

ঝালকাঠি-১ আসনে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর। বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে গিয়ে প্রার্থী হওয়ার পর শুরুতে তার পক্ষে নেতাকর্মী না থাকলেও এখন জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনে বিএনপি'র দুইবারের সংসদ সদস্য মেজর (অব.) মো. আখতারুজ্জামান রঞ্জন ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ঘুমিয়ে থাকলেও পাস করবেন। তাকে নিয়েও নানা আলোচনা এলাকায়। দলীয় প্রার্থী রেখে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা তার পক্ষে কাজ করায় আছে নানা আলোচনা। একইভাবে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত জাফর আলমের দুর্গে হানা দিচ্ছেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী নেই। বর্তমান এমপি স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ছেন। সৈয়দ ইবরাহিমকে বিজয়ী করতে আওয়ামী লীগের বড় অংশ মাঠে সক্রিয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে ভোটের মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে তৃণমূল বিএনপি'র প্রার্থী এডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার। সিলেট-৬ আসনে শেষ মুহূর্তে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তৃণমূল বিএনপি চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরীকে এ আসনে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চাপে পড়ে শেষ মুহূর্তে সমর্থন দিচ্ছেন বলে আলোচনা আছে।

ঘরে ঘুমিয়ে থাকলেও পাস করার ঘোষণা আখতারের

স্টাফ রিপোর্টার কিশোরগঞ্জ থেকে জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনে বিএনপি'র ২ বারের সংসদ সদস্য মেজর (অব.) মো. আখতারুজ্জামান রঞ্জন (ট্রাক) কে সমর্থন দিয়েছেন আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত বর্তমান সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ। এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার পর আবদুল কাহার আকন্দ সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদের বাসভবনে গিয়েছিলেন। তখন এমপি নূর মোহাম্মদ তার সমর্থক নেতাকর্মীদের নৌকার পক্ষে কাজ করার নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবদুল কাহার আকন্দকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গত ২৪ ডিসেম্বর রাতে কটিয়াদী উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের মীরেরপাড়া গ্রামের নিজ বাসভবনে সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ তার কর্মী-সমর্থকদের মেজর (অব.) আখতারের ট্রাক প্রতীকের জন্য নির্বাচন করার নির্দেশনা দেন। এ সময় মেজর (অব.) মো. আখতারুজ্জামান রঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। সমর্থনের বিষয়টি নিশ্চিত করে এমপি নূর মোহাম্মদ জানিয়েছেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী মেজর আখতার বেটার, এ কারণেই তাকে সমর্থন দিয়েছি। অন্যদিকে এ আসনের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী পাকুন্দিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট মো. সোহ্ রাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) মো. আখতারুজ্জামান রঞ্জনের পক্ষে কাজ করার জন্য নানাভাবে তার নেতাকর্মী, সমর্থক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনী মাঠে নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়। শুরুতে প্রায় একা নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেও এখন এমপি সমর্থক নেতাকর্মী, আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের প্রচারণায় পাশে পাচ্ছেন মেজর আখতার।

এ আসনে ২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাহার আকন্দ (নৌকা), দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) মো. আখতারুজ্জামান রঞ্জন (ট্রাক) ও আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট মো. সোহ্ রাব উদ্দিন (ঈগল), গণতন্ত্রী পার্টির প্রার্থী মো. আশরাফ আলী (কবুতর), এনপিপি প্রার্থী আলেয়া (আম), গণফ্রন্ট প্রার্থী মীর তৈয়ব মো. রেজাউল কবির (মাছ) এবং বিএনএফ প্রার্থী মো. বিল্লাল হোসেন (টেলিভিশন)।

জাফর ঠেকাতে একাট্টা আওয়ামী লীগ, ইবরাহিমের পক্ষে বাড়ছে জনসমর্থন

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া- পকুয়া) আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত জাফর আলমের দুর্গে হানা দিচ্ছেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। যতই দিন যাচ্ছে ততই ইবরাহিমের পক্ষে সমর্থন বাড়ছে। ইবরাহিমের পক্ষে একাট্টা বিভিন্ন সময়ে জাফর আলমের হাতে নিগৃহীত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বড় একটি অংশ। স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে শীর্ষ নেতারাও ইবরাহিমের পক্ষে গণসংযোগে অংশ নিয়েছেন। ইতিপূর্বে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জাফর আলমকে চকরিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জেলা আওয়ামী লীগ। সব মিলিয়ে চরম বেকায়দায় আছে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য ও ট্রাক মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী জাফর আলম। জাফর আলমের অনুসারী ও সমর্থকরা জানান, কল্যাণ পার্টির প্রার্থীর পক্ষে তাদের নানামুখী চাপ ও ভয়ভীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

২০১৮ সালে নির্বাচিত জাফর আলম এবার মনোনয়ন বঞ্চিত হন। তার পরিবর্তে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পান কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দীন আহমদ। তবে তার প্রার্থিতা ঋণখেলাপির দায়ে বাতিল হয়।

সালাহউদ্দীন আহমদও কল্যাণ পার্টির প্রার্থী ইবরাহিমের পক্ষে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন। বুধবার বিকালে চকরিয়া মহিলা কলেজের হলরুমে সালাহউদ্দীন আহমদ চকরিয়া ও পেকুয়ার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ডেকে কল্যাণ পার্টির প্রার্থী সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের হাতঘড়ি মার্কার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

সভায় সালাহউদ্দীন আহমদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ ইবরাহিমের পক্ষে নির্বাচন করতে, এ জন্য সবাই তার পক্ষে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে। এতেই চকরিয়া ও পেকুয়ার মানুষ সন্ত্রাসী ও ডাকাতদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে।

এদিকে চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা, চকরিয়া পৌরসভা এবং মাতামুহুরী সাংগঠনিক থানা আওয়ামী লীগের পদবিধারী নেতারা জাফর আলমের পক্ষে এখনো নির্বাচনী মাঠে কাজ করছেন। দুই উপজেলার ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের সদস্যসহ ১৭ জন জনপ্রতিনিধি গত মঙ্গলবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির প্রার্থী সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম সুষ্ঠু নির্বাচনে শঙ্কা প্রকাশ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর বুধবার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এতে তিনি বলেন,'গত ৫ বছরে সংসদ সদস্য জাফর আলম চকরিয়া ও পেকুয়ায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রমে পরিণত করেছেন। সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পদে বসিয়েছেন ও জনপ্রতিনিধি বানিয়েছেন। তার মদদপুষ্ট জনপ্রতিনিধি ও সন্ত্রাসীরা কল্যাণ পার্টির কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দিচ্ছে। এসব অস্ত্রধারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে।

কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী। তিনি বলেন, 'চকরিয়া ও পেকুয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। এতে সাধারণ মানুষ তাকে গ্রহণ করছেন। নৌকার প্রার্থী না থাকায় তার জয় সুনিশ্চিত বলে তিনি মনে করেন।

আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য জাফর আলম বলেন, 'বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের পক্ষে কাজ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতাকর্মীদের চাপ প্রায়োগ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

বস্ত্রমন্ত্রীর দুর্গে আঘাত হানতে মরিয়া তৈমুর

এদিকে ঢাকার অদূরে রূপগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে ভোটের মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে তৃণমূল বিএনপি। আসনটিতে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজীর বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন আরও ৮ জন। তবে এখানে ত্রিমুখি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তারই দলের নেতা শাহজাহান ভূঁইয়া। একই দলের দুই বিভাজন কাজে লাগিয়ে ছক্কা হাকাতে চান তৃণমূল বিএনপি'র মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার।

গণমাধ্যমের কল্যাণে দেশব্যাপীও আলোচনায় আছেন তৃণমূল বিএনপি'র এই প্রার্থী। জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনের মধ্যে এবারের নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-১ আসনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত আছেন। তবে ভোটের মাঠে সবচেয়ে বেশি সরব গোলাম দস্তগীর গাজী, তৈমুর আলম খন্দকার ও শাহজাহান ভূঁইয়া।

তারা প্রতিদিন সভা-সমাবেশ ও গণসংযোগের মধ্যদিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। গোলাম দস্তগীর গাজী এ আসনটিতে টানা তিনবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তিনি সরকারের বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর দায়িত্বেও আছেন।

সফল ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ দস্তগীরের সামনে নির্বাচনী মাঠ এবার সহজ নয়। মাঠের সমীকরণ বলছে, গোলাম দস্তগীর গাজী স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার ও শাহজাহান ভূঁইয়া নির্বাচনে শক্ত অবস্থানে আছেন। প্রচারের শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে নির্বাচনী মাঠ গরম রেখেছেন তৈমুর আলম।

স্থানীয় ভোটারদের অনেকের দাবি পৈতৃক নিবাস রূপগঞ্জে হলেও তৈমুর আলম সবসময় শহরকেন্দ্রিক রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

বিএনপি থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর দলটির নেতাদের সঙ্গেও তার তেমন সখ্য নেই। তার প্রচারে বিএনপি'র কোনো নেতাকে দেখা যায়নি। তাছাড়া তার নতুন দল তৃণমূল বিএনপি'রও সাংগঠনিক ভিত্তি নেই। তবে গত কয়েকদিনের প্রচারে ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলে দাবি এই প্রার্থীর।

আসনটিতে নৌকার প্রার্থীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে। তিনিই বিজয়ী হবেন। তবে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শাহজাহান ভূঁইয়ার কেতলি প্রতীক।

শনিবার সকালে মানবজমিনর সঙ্গে আলাপকালে তৈমুর আলম বলেন, যারা বলেন আমি জেলাভিত্তিক রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলাম সেটা তাদের ভুল তথ্য, আমার পৈতৃক নিবাস রূপগঞ্জে। এখানে বিএনপি থেকে ২ বার প্রার্থী হয়েছি আমি। এই এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা, কবরস্থানে আমাদের পারিবারিকভাবে দান করা জমিতে নির্মিত। রূপগঞ্জে বৈধ গ্যাস এনে দিয়েছি আমি। বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান থাকাবস্থায় রূপগঞ্জের ১ হাজার মানুষকে চাকরি দিয়ে আমি ২৬ মাস জেল খেটেছি। এখানকার ভূমিদস্যুতা নিয়ে আন্দোলন করা একমাত্র ব্যক্তি আমি। রূপগঞ্জের মাটি ও মানুষের সঙ্গে আমার রক্তের আত্মীয়তা।

আমাকে প্রলোভন দেয়া হয়েছে, নির্বাচন থেকে সড়ে আসার জন্য যেকোনো কিছুর বিনিময়ে। আমি বলেছি, জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি যেটার কথা দিয়েছি তার বাইরে যাবো না।

অবাধ সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচন হলে আমি এখান থেকে বিজয়ী হবো। আর নির্বাচন যদি ১৪ ও ১৮ এর ধাপে হয় তাহলে সরকার সাংবিধানিক সংকটে পড়বে। শেখ হাসিনা কথা দিয়েছেন নিরপেক্ষ নির্বাচনের। তার কথার ওপর আস্থা রেখেই তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনে এসেছে। এখন যদি উনি কথা না রাখতে না পারেন। সেক্ষেত্রে তৃণমূল বিএনপিও বিকল্প চিন্তা করবে।

বছরের আলোচিত 'চরিত্র' ডলার

(প্রথম পাতার পর)

ডলার পাওয়া গেলেও নগদে তা কিনতে গ্রাহকদের গুনতে হয়েছে বাড়তি দাম। খোলাবাজারে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে ডলারের দর ওঠে ১২৮ টাকায়। ডলার সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে আমদানি। যার প্রভাব পড়েছে সবকিছুর ওপর। সমস্যা সমাধানে একাধিক পদেক্ষপ নেয়া হলেও তা খুব বেশি কাজে আসেনি। তবে বছরের শেষ সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ডলারে।

গত আগস্ট মাসে হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় নগদ ডলার। চাহিদা আর জোগানের সংকটে প্রতি ডলারের জন্য গুণতে হয় ১২৫ টাকা পর্যন্ত। বাতিল করা হয় ৭ মানি এক্সচেঞ্জের লাইসেন্স। একে অপরের ওপর দোষারোপ আর দর বেঁধে দেয়ার প্রতিযোগিতা চলে দিনের পর দিন। অন্যদিকে সংকট বাড়তে থাকায় বছরের শেষ প্রান্তিকে আবারো উত্তপ্ত হয় ডলারের বাজার।

সূত্রমতে দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ডলার সংকট চলছে। এর পাশাপাশি নির্ধারিত দামে ডলার কেনাবেচা নিশ্চিত করতে অভিযান শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সঙ্গে যোগ দেন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। এর মধ্যেই ডলারের দর নিয়ে কারসাজি করে ১০ ব্যাংক। শাস্তি হয় ৬ ব্যাংকের এমডির। সরিয়ে দেয়া হয় এসব ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের প্রধানদের। এ ছাড়া বিশেষ অভিযানে বেশি দামে ডলার বিক্রির অপরাধে বেশকিছু মানিচেঞ্জারের লাইসেন্স স্থগিত ও সিলগালা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে ভয়-আতঙ্কে পরিচিত ছাড়া কারও কাছে ডলার বিক্রি করছেন না মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে খোলাবাজারে ডলারের সংকট দেখা দেয়। বিদেশগামী লোকদের নগদ ডলারের প্রধান উৎস এই খোলাবাজার। তবে এখন খোলাবাজারে এসে অনেকেই নগদ ডলার পাচ্ছেন না। ফলে খোলাবাজারে ডলারের দাম ওঠে ১২৮ টাকায়, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর।

এদিকে ডলার সংকটের সমাধানে নেয়া হয় নানান পদক্ষেপ, তবে কোনো পদক্ষেপই কাজে আসেনি। ডলারের দর বেঁধে দেয়ার কাজটিও ব্যাংকের ওপরে ছেড়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তবুও সংকট কাটে না, খোলাবাজারে নগদ ডলারের প্রবাহ থেকেই যায়। ভিন্ন পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমবারের মতো ডলারের দাম তিন ধাপে কমানো হয়। এতে টাকার বিপরীতে ডলারের অবমূল্যায়ন করা হয় কৌশলে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রত্যাশিত রেমিট্যান্স কম ও রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি বিল বেশি হওয়ায় কমতে থাকে দেশের রিজার্ভ। গত দেড় বছর ধরে টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বেড়েই চলছে। দেশের বাজারে ডলারের দর নির্ধারণ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বশেষ গত ১৪ ডিসেম্বর ২৫ পয়সা কমিয়ে ডলার কেনাবেচার নতুন দর ঠিক করেছে ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজড ডিলারস এসোসিয়েশন (বাফেদা)। এর ফলে ডলার কিনতে সেবা খাতসহ সবধরনের রপ্তানি আয়, বিদেশ থেকে আসা রেমিট্যান্স, আন্তঃব্যাংকে কেনা ডলারের বিনিময় হার হবে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। আর বিক্রির (আমদানি, আন্তঃব্যাংক, বিদেশে অর্থ প্রেরণ) ক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার হবে সর্বোচ্চ ১১০ টাকা।

গত অক্টোবর-নভেম্বরে রাজধানীর মতিঝিল, দিলকুশা ও পল্টন এলাকার একাধিক একচেঞ্জ হাউস ঘুরে দেখা যায়, অলস সময় পার করছে মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানগুলো। ক্রয়-বিক্রয়ের দাম লেখা আছে বোর্ডে, কিন্তু ডলার নেই। বিক্রেতারা জানান, নির্ধারিত দামে তারা কিনতে পারছেন না, তাই বিক্রিও বন্ধ। তবে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যদিয়ে কোথাও পাওয়া গেলেও নগদ ডলার কিনতে গ্রাহকদের গুনতে হচ্ছে ১১৭ থেকে ১১৮ টাকা। বর্তমানে ডলার কিনতে হচ্ছে ১২৫ টাকার বেশি দরে। এ ছাড়া ডলার সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে পণ্য আমদানি। এতে বাজারেও সংকট তৈরি হচ্ছে। ডলারের দরের প্রভাব বাজারজুড়ে।

এদিকে সারা বছর সংকট থাকলেও বছরের শেষ সময়ে এসে ডলারে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। তবে সংকট কমেনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গত ৩০শে নভেম্বর মোট রিজার্ভ ছিল ২৫.০২ বিলিয়ন ডলার, যা আইএমএফ'র হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী ১৯.৪০ বিলিয়ন ডলার। তবে ৭ই ডিসেম্বর রিজার্ভ কমে ২৪.৬৬ বিলিয়ন ডলারে নামে, যা বিপিএম৬ অনুযায়ী ১৯.১৩ বিলিয়ন ডলার। এরপর ১৪ই ডিসেম্বর রিজার্ভ আরেকটু কমে হয় ২৪.৬২ বিলিয়ন, তবে বিপিএম৬ অনুযায়ী এবার বেড়ে ১৯.১৬ বিলিয়ন ডলারে ওঠে। এরপর গত বুধবার রিজার্ভ বেড়ে হয় ২৬.০৪ বিলিয়ন এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী ২০.৬৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আইএমএফ'র ঋণের কিস্তি ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) থেকে বাজেট সহায়তা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ ছাড় হওয়ার ফলে রিজার্ভ বেড়েছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত অনুযায়ী, চলতি ডিসেম্বরের শেষে বাংলাদেশকে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ ১৭.৭৮ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭৭৮ কোটি ডলারে উন্নীত করতে হবে। তবে বুধবার নিট রিজার্ভ ছিল ১৬ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা বেশি। রিজার্ভ বাড়াতে গত বৃহস্পতিবার কয়েকটি ব্যাংক থেকে ২০ কোটি ডলারের কিছু বেশি ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার দায় পরিশোধের হিসাবে থাকা ডলার কিনেও রিজার্ভ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, আইএমএফ'র ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি আমাদের রিজার্ভকে কিছু সময়ের জন্য স্থিতিশীল রাখবে। তবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দেনা বাবদ শত কোটি ডলারের বেশি একসঙ্গে পরিশোধ করতে হবে। তখন রিজার্ভ আবার কমে যাবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত ব্যাংকগুলোকে ডলার সাপোর্ট দিচ্ছি। আবার কিছু ব্যাংক থেকে ডলার কিনছি।

টেক্সাসে দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশী

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আবিরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। আবিরের পরিচিত টেক্সাসে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী শিক্ষক ড. রাকিবুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে অন্য কেউ ছিলেন না, তবে পুলিশের কাছ থেকে তারাও একই কথা জেনেছেন। এ ঘটনায় পুলিশ ১৯ বছরের একজন গ্রেপ্তার করেছে এবং সন্দেহভাজন অপর একজনকে খুঁজছে বলে জানানো হয়েছে কেএফডিএম'র খবরে।

আবিরের স্ত্রী সানজিদা আলম তাঁদের একমাত্র শিশুকন্যা আরশিয়াকে (২) নিয়ে নিউইয়র্কে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে বাস করেন। আবির থাকতেন টেক্সাসে।

আবিরের মরদেহ কিভাবে দেশে নেওয়া যেতে পারে এ প্রসঙ্গে ড. রকিবুল জানান, তারা সব ধরনের যোগাযোগ সম্পন্ন করেছেন। প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে আটডেট জানা যাবে। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জানাজা রয়েছে। তখনই নিশ্চিত হওয়া যাবে কবে নাগাদ আবীরের মরদেহ দেশে পাঠানো সম্ভব।

ড. রকিবুল জানান, এ জন্য তারা একটি তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এবং টেক্সাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন এবং সহযোগিতা পাচ্ছেন।

ওদিকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় আবীরের মা অপেক্ষায় রয়েছেন কবে দেশে নেওয়া হবে তার সন্তানের মরদেহ। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ছেলের মুখটি না দেখে তিনি মরতে চান না, এমন আকুতি করছেন মা আনজুয়ারা বেগম।

যুক্তরাষ্ট্রে পারি দেওয়ার আগে ২০১৪ সালে শেখ আবির হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হয়ে স্নাতকোত্তর পাস করেন। এরপর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তিনি।

স্মৃতির পাতায় সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর মাতা













সংসদ কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা পদ্ধতিগত ত্রুটি

॥ মো. সফিউল আলম প্রধান ॥

নির্বাচনের বাকি আর মাত্র সপ্তাহখানেক। পুরো দমে চলছে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা। আপাতদৃষ্টিতে আসন্ন এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কোনো বাধা নেই। বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক রাজনীতি বিশ্লেষক মনে করেন, এ নির্বাচন অতীতের দুটি নির্বাচন থেকে ভিন্ন এবং অধিকতর অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। কিন্তু গণতন্ত্রের মেরিট বিবেচনায় শুধু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন 'গ্রহণযোগ্য' ও 'প্রশংসনীয়' নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে ভোটাররা অনেক বিকল্পের মধ্যে সেরা বিকল্পটি খুঁজে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলের একটিসহ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় সাধারণ মানুষ সেই 'অনেক বিকল্পের মধ্যে সেরা বিকল্প' খোঁজার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে।

এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে, স্বাধীনতার অর্ধশত বছর অতিক্রম করেও দেশের নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্থায়ী কোনো ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। এ ঐকমত্য সৃষ্টি না হওয়ার জন্য কে দায়ী? নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল, নাকি সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি?

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দেশে গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু গণমানুষের প্রত্যাশিত কার্যকর সংসদ আজও সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংসদে সর্বজনগৃহীত নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে যারা সরকার গঠন করেছেন, সংসদে তাদের সবার একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষ করা গেছে। এ আধিপত্যের দুটি কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে-১. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের ফলে দলীয় এমপির নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা না থাকা; ২. ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) পদ্ধতিতে সংসদে এক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। এ দুটি কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় স্বার্থে নিজেদের মতো করে সংবিধান সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছে এবং জনসমর্থন ও বিরোধী দলের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই সংশোধন কার্যকর করে নিয়েছে। প্রশ্নটি ওঠে এখানেই যে, সরকারদলীয় সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার না থাকলে এবং জনসমর্থনহীন ও বিরোধী দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি দল তার দলীয় স্বার্থে সংবিধানের পরিবর্তন করলে সেই সংসদের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা কতটুকু?

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রে দুটি ভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একটি হলো সহজ ভোটাধিক্য পদ্ধতি, অর্থাৎ ভোটপ্রাপ্তির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণের নির্বাচন, যাকে এফপিটিপি পদ্ধতির নির্বাচন বলা হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন। এদেশে প্রতিনিধি নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু আছে, সেটি এফপিটিপি পদ্ধতি। এর প্রধান ত্রুটি হলো, এখানে কোনো দলের শতকরা হারে প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে সংসদীয় আসন লাভের ক্ষেত্রে গুরুতর অসামঞ্জস্যতা থাকে। এছাড়া এ ব্যবস্থায় কোনো আসনে দুইয়ের অধিক প্রার্থী হলে ৫০ শতাংশ ভোট না পেয়েই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে দেশের বিগত নির্বাচনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে।

২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ওই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৯৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে মাত্র ৬৬টি আসনে। দুটি দলের



সংসদীয় আসনপ্রাপ্তির ব্যবধান এত বেশি যে, ওই সংসদে বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের আইন ও সংবিধান প্রণয়ন কিংবা সংশোধনে কার্যকর ভূমিকা রাখার তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু সংসদ যদি সমগ্র দেশে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (চৎড়ঢ়ড়ৎঃরড়হধষ জবঢ়ৎব-ংবহঃধঃরড়হ) আনুপাতিক হারে গঠন হতো, তাহলে সংসদের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। আনুপাতিক হারে সংসদে বিএনপি আসন পেত ১২৩টি (৪০.৯৭ শতাংশ), আওয়ামী লীগ আসন পেত ১২০টি (৪০.১৩ শতাংশ)। একইভাবে ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি এবং বিএনপি মাত্র ৩০টি আসনে লাভ করে। কিন্তু আনুপাতিক হারে সংসদীয় আসন বণ্টন হলে আওয়ামী লীগ পেত ১৪৭টি আসন (৪৯ শতাংশ) এবং বিএনপি পেত ১০০টি আসন (৩৩.২০ শতাংশ)। ১৯৯১ সালের ৫ম সংসদে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন ছিল ৮৮টি এবং বিএনপির ১৪০টি। আনুপাতিক হারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আসন হতো যথাক্রমে ৯০টি ও ৯২টি। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন ১৪৬টি এবং বিএনপির ১১৬টি। আনুপাতিক হারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আসন হতো যথাক্রমে ১১২টি ও ১০০টি।

সুতরাং এটি স্পষ্ট, বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থায় যেভাবে আসন বণ্টন ও বিজয়ী ঘোষিত হয়, তাতে সমগ্র দেশের প্রাপ্ত ভোটের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে না। এ ব্যবস্থায় ছোট রাজনৈতিক দলগুলো যাদের অল্পবিস্তর জনসমর্থন রয়েছে কিন্তু সংসদীয় আসনে হয়তো বিজয়ী হচ্ছে না, আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকলে তারাও সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। দেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার করে প্রাপ্ত ভোটের হারে আসন বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে দল প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশ পাবে, সেই দল ১৫০টি আসন লাভ করবে। কোনো দল ১ শতাংশ ভোট পেলে সে দল তিনটি আসন পাবে। এতে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের একটা ভারসাম্য তৈরি হবে। ফলে কোনো দল সংসদে একচেটিয়াভাবে কোনো অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না।

তবে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের এ পদ্ধতিতে যে প্রশ্নটি বেশি উত্থাপিত হয় সেটা হলো, 'সংসদীয় আসন বণ্টন' অর্থাৎ কে কোন আসনে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা কীভাবে নির্ধারিত হবে? যেমন দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালের ৮ম সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপি ৩০টি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, কিন্তু সংখ্যানুপাতিক হারে তাদের আসন হয় ১০০টি। এখন বিএনপির প্রতিনিধিদের যেসব আসনের জন্য মনোনীত করা হবে, তারা হয়তো সেসব আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাননি। তাহলে এর সমাধান কী?

এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, আমাদের দেশে 'সংসদ সদস্যে'র যে সংজ্ঞা, তা আমাদের মননে ভুলভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এখানে অনেকেই মনে করেন, সংসদ-সদস্য মানে হলো নিজ এলাকায় উন্নয়নের কারিগর। কিন্তু প্রকৃত অর্থে একজন সংসদ-সদস্যের কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা। সুতরাং আসন এখানে ফ্যাক্টর নয়। তারপরও যেহেতু এ বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনার সুযোগ রয়েছে, সেহেতু একটি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

সেটি হলো, আমাদের সংসদ হতে পারে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। একটি নিম্নকক্ষ, অপরটি উচ্চকক্ষ। নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট এবং এটি গঠিত হবে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' (এফপিটিপি) পদ্ধতিতে সরাসরি জনগণের ভোটে। এ কক্ষের সদস্যরা আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও শাসন বিভাগের জবাবদিহিতাসহ গতানুগতিক নিজ আসনে উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা করবেন। আর উচ্চকক্ষ হবে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষের নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ১০০ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করবে। তারা হতে পারেন প্রবীণ সাবেক সংসদ-সদস্য, দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিচারপতি, আইনজীবী, সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এ কক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ যদি প্রদত্ত ভোটের ৩৫ শতাংশ পায়, তাহলে উচ্চকক্ষে তাদের সদস্য মনোনীত হবে ৩৫ জন, বিএনপি যদি ৩৬ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে তাদের সদস্য হবে ৩৬ জন। ইসলামিক আন্দোলন যদি সারা দেশে ৩ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে তাদের সদস্য হবে তিনজন। এ উচ্চকক্ষের সদস্য হবে একটি অনারারি পোস্ট। তাদের নির্দিষ্ট কোনো আসন থাকবে না এবং তারা একবারের বেশি মনোনীত হবেন না। উচ্চকক্ষের একমাত্র কাজ হবে তারা নিম্নকক্ষে পাশকৃত, প্রণীত আইন ও সংবিধানের পর্যালোচনা করে অনুমোদন করবেন। এক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে। ফলে নিম্নকক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও দলীয় স্বার্থ বিবেচনায় কোনো আইন প্রণয়ন হলে তা উচ্চকক্ষে আটকে যাবে। কিন্তু ওই আইন বা সংবিধানের সংশোধনী যদি রাষ্ট্রের কল্যাণে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটি উচ্চকক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। ফলে একটি কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী সংসদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে রাজনীতিতে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। দেশে সুস্থ রাজনীতি থাকতে হবে। অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া সুস্থ রাজনীতি থাকতে পারে না। আমরা আশা করি, সব পক্ষ গণতান্ত্রিক সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে নির্বাচন ও সংসদের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে আরও অর্থবহ করবে।

লেখক: প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

স্বাগত ২০২৪ : পাল্টে যাবে বিশ্ব ব্যবস্থার

(প্রথম পাতার পর)

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে থেকে যাবে। কিয়েভের জন্য পশ্চিমাদের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা হ্রাস এ বছর মস্কোকে আরও অঞ্চল দখলে উৎসাহ দিতে পারে।

বিশেষ করে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মার্কিন প্রভাব ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন ও রাশিয়ার তৃতীয় ফ্রন্ট খোলার সম্ভাবনা আছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে গোলাবারুদের বিনিময়ে উত্তর কোরিয়াকে রকেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সরবরাহ অব্যাহত রাখবে। এদিকে চীন দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে সামরিক উত্তেজনা তীব্রতর করে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। এই জটিল প্রেক্ষাপটটি যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে নতুন শীতল যুদ্ধ পরিস্থিতি উদ্ভবের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ন্যূনতম হলেও সরাসরি সামরিক সংঘর্ষের ঝুঁকি রয়েছে। এই ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক অর্থনীতি, প্রযুক্তিগত দৃশ্যপট এবং বৈশ্বিক নিয়ম, বিধি এবং মানগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে। এর ফলে ২০২৪ সালে বিশ্বপরিসরে অংশীদারিত্ব এবং জোটগুলোও পুনর্বিন্যস্ত হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার বিরোধপূর্ণ স্বার্থের এ প্রেক্ষাপটে কৌশলগতভাবে ভারত একটি সম্ভাব্য প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর অভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর ভারতের ফোকাস আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ভারত বৈশ্বিক পুঁজি, নতুন প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ এবং উন্নত বিশ্ব ও আঞ্চলিক অংশীদারিত্বের প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠতে প্রস্তুত। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বোধগম্যতা ও স্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্যের পাশাপাশি ব্রিকস ও জি২০-এর মতো কাঠামোয় তার বর্ধিত সম্পৃক্ততা দেশটির অবস্থানকে দৃঢ় করবে, যদিও দেশটি এ বছরে সন্ত্রাসবাদ এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। চীন দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে সামরিক উত্তেজনা তীব্রতর করে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।

বিপরীত দিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান রূপান্তর, বিশেষত বিশ্বব্যবস্থার বিভাজন ইউরোপকে ভূরাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির প্রথম শিকারে পরিণত করেছে। উপরন্তু ইউরোপ ২০২৪ সালের নির্বাচনী চক্রের সময় অধিকতর রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার হতে পারে, যা ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রদবদলের পাশাপাশি ডান ও বাম জনতুষ্টিবাদী উত্থান ঘটাতে পারে। এটা নিশ্চিত, এই সময়ে প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী এবং মধ্যপন্থি দলগুলোর যুগ শেষ হবে, যা ঐতিহাসিকভাবে মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির পাশাপাশি চীনের সঙ্গে জটিল সম্পর্কের কারণে ইউরোপ একটি অবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে, যা ওই বিরূপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে পারে। পরিস্থিতির এই অবনতি এমন সময়ে ঘটছে, যখন ২০২৪ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো থেকে বাল্টিক, মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপ হয়ে কৃষ্ণ সাগর এবং তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল একটি নতুন 'লৌহ যবনিকা'র মধ্যে ঢোকার আয়োজনে লিপ্ত। এটা নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে।

এই দৃশ্যপটে 'মধ্য শক্তি' বা 'সুইং স্টেটস' বলে পরিচিত দেশগুলো তাদের কৌশলগত অবস্থান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বা গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এবং বিরল সব ধাতুর কারণে বর্ধিত ভূরাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা পেতে পারে। মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল এবং তুরস্কের মতো দেশ বৈশ্বিক মঞ্চে তাদের উপস্থিতি বাড়াতে প্রস্তুত, যাদের মধ্যে অনেকেই গ্লোবাল সাউথে অবস্থিত। কাজেই এটা স্পষ্ট, পাঁচটি প্রধান ভূরাজনৈতিক প্রবণতার কারণে এ বছর বিশ্ব একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করবে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যবস্থার চলমান বিভাজন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অপরিবর্তনীয় পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থার স্পর্শকাতর পয়েন্টগুলোকে অস্থির করে দিতে পারে। এ স্পর্শকাতর এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে- লোহিত সাগর, হরমুজ প্রণালি, মালাক্কা প্রণালি, কৃষ্ণ সাগর, তাইওয়ান প্রণালি এবং পানামা ও সুয়েজ খাল। আমেরিকা ও চীনের মধ্যে দোদুল্যমান মধ্যম শক্তির তরল ভূরাজনৈতিক সম্পর্কগুলোর স্পষ্ট কোনো পক্ষ না নেওয়ার কারণে বৈশ্বিক সংস্থা এবং নেটওয়ার্কগুলোর সমন্বয় আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। এশিয়ার প্রধান শক্তি, বিশেষ করে চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক ও ভূঅর্থনৈতিক তাৎপর্য অর্জন করবে।

যদিও ২০২৪ সালে কিছু উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। উভয় দেশই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়টিই তাদের সম্পর্ক চর্চায় গুরুত্ব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। শেষ কথা, একটি বড় ঘটনা হলো 'ড্রাগন-বিয়ার' মোডাস ভিভেন্ডির উত্থান, যা বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একটি কৌশলগত সমন্বয়ের ফল। এর গতিমুখ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত গুরুত্বের বিপরীতে, যা ইউরোপের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বকে আরও হ্রাস করবে।

দুই যুদ্ধে মধ্যবর্তী সময়ের মতো এ সময়কে প্রথম এবং দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। বর্তমান সময়কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যখন নানা রূপান্তরমূলক ঘটনা ঘটছিল। তবে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ২০২৪-এর জন্য আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ হবে না। তাইওয়ানে চীনের সামরিক আক্রমণের ঝুঁকি কম এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের কোনো ব্যবহার হবে না।

মূল লেখক ভেলিনা চাকারোভা, দিল্লিভিত্তিক গবেষণা সংস্থা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (ওআরএফ) ভিজিটিং ফেলো। ওআরএফের ওয়েবসাইট থেকে ভাষান্তরিত। (সূত্র: সমকাল)

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
ঘরসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেভিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting). M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

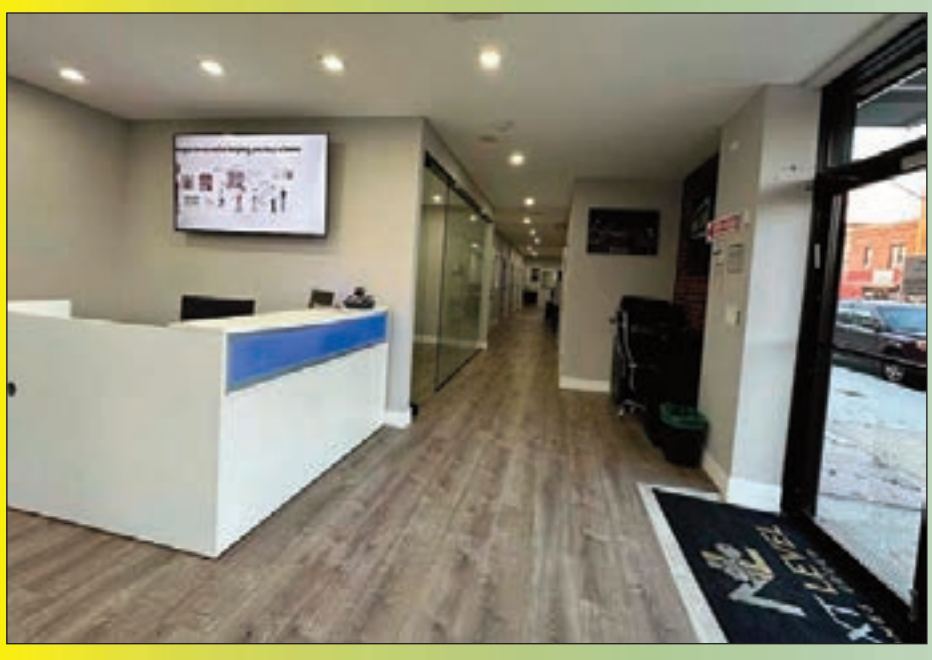
DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No: (718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান রাশিয়ার



ঢাকা ডেস্ক: অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি বাহিনীর বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ।

বৃহস্পতিবার তাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বে সহিংসতার দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে। তার মতে, গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় এটিই একমাত্র পথ।

গাজা উপত্যকার সাধারণ মানুষের ওপর ইসরাইলের হত্যাকাণ্ডকে সম্মিলিত শাস্তি উল্লেখ করে ল্যাভরভ বলেন, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ল্যাভরভ বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে আমেরিকা যে ব্যর্থ ও ভুলনীতি অনুসরণ করে আসছে, তার ফল হচ্ছে– মধ্যপ্রাচ্যের চলমান এই সংঘাত। তিনি অভিযোগ করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে আমেরিকা একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে এবং আমেরিকার 'পেছন দরজার এই কূটনীতি' সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তিনি বলেন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য এককেন্দ্রিক বিশ্ব নয়; বরং বহু পক্ষপাক্ষিক বিশ্ব ব্যবস্থা দরকার। বিশ্বব্যাপী গোলযোগ ও সহিংসতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যকে দায়ী করেন।

উল্লেখ্য, গাজা উপত্যকার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের ওপর প্রায় দুই মাস ধরে ইসরাইল পাশবিকতা চালিয়ে গেলেও কোনো পশ্চিমা দেশ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত তেলআবিবকে আগ্রাসন বন্ধ করার কথা বলেনি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১ হাজার ১১০ জন। গাজার সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরাইলি হামলায় হতাহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ইসরাইলি হামলায় ৫৫ হাজার ২৪৩ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

ইসরাইলে সামরিক অভিযানের বিষয়ে আলজাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হামাসের মুখপাত্র খালেদ কাদোমি বলেন, 'দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো নৃশংসতার জবাবে এই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। আমরা চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর এবং আমাদের পবিত্র স্থাপনা আল-আকসায় ইসরাইলি নৃশংসতা বন্ধে উদ্যোগ নেবে। এগুলোই হামাসের এই অভিযানের কারণ।'

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন banglaparti-kausa.com





২০২৩ সালে বিয়ে করেছেন যেসব তারকা

বিনোদন ডেস্ক: চলতি বছর শোবিজ জগতে বিয়ে করেছেন অনেক তারকা। কেউ হঠাৎ বিয়ে করেছেন, কেউ কেউ আবার আগে বিয়ে করলেও এই বছর বিয়ের কথা প্রকাশ করেছেন। তারকাদের বিয়ের খবর বছরজুড়েই শোবিজের শিরোনামে ছিল। এমন কয়েকজন তারকাশিল্পীর বিয়ের খবর নিয়ে এই লেখা।

তাসনিয়া ফারিণ

নাট্যজগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ বিয়ে করেছেন ২০২৩ সালের ১১ আগস্ট। তার বরের নাম শেখ রেজওয়ান। তিনি দেশের বাইরে একটি প্রতিষ্ঠানে জব করেন। ২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট বিয়ের খবর জানান ফারিণ। সাড়ে ৮ বছরের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও একসঙ্গে পথচলার পর বিয়ে করেছেন এই অভিনেত্রী।

ইমরান

২০২৩ সালের ২৪ মে বিয়ে করেছেন সংগীতশিল্পী ইমরান। তার স্ত্রীর নাম মেহের আয়াত জেরিন। পারিবারিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এই কণ্ঠশিল্পী। বছরজুড়ে 'সুরমা সুরমা', 'মেঘের নৌকা' গান দুটি নিয়ে আলোচনায় ছিলেন এই কণ্ঠশিল্পী।

জিয়াউল রোশান

তিন বছর আগে বিয়ে করলেও ২০২৩ সালের ১০ মে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আনেন তিনি। স্ত্রীর নাম তাহসিন এশা। পাঁচ বছর প্রেম করেছেন তারা। ২০২০ সালের ১১ জুন বিয়ে করেন এই দুজন।

ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী

সংগীতশিল্পী ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী বিয়ে করেছেন আরেফিন জিলানী সাকিবকে। ২০২৩ সালের ২ জুন রাজধানীর একটি কনভেনশন হলে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। আড়াই বছরের পরিচয় ও বন্ধুত্বের পর ২ এপ্রিল আংটি বদল করেন এই দম্পতি। সংগীতশিল্পী পরিচয়ের বাইরে এখন চিকিৎসক। অন্যদিকে আরেফিন জিলানী পড়াশোনা শেষ করে যুক্ত হয়েছেন একটি ওষুধ কোম্পানিতে। পাশাপাশি অভিনয় ও মডেলিংও করেন তিনি।

অবন্তি সিঁথি

১৫ ডিসেম্বর বিয়ের বিয়ের ঘোষণা দেন 'শিসকন্যা' অবন্তি সিঁথি। তার বরের নাম অমিত দে। ঢাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কাছের মানুষ ও দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠজনেরা উপস্থিত ছিলেন। অমিত দে লন্ডনপ্রবাসী, সেখানকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

সালমান মুক্তাদির

ইউটিউবার ও অভিনেতা সালমান মুক্তাদির বিয়ে করেছেন ২০২৩ সালের ৩০ এপ্রিল। তার স্ত্রীর নাম দিশা ইসলাম।

চাষী আলম

'ব্যাচেলর পয়েন্ট' খ্যাত অভিনয়শিল্পী চাষী আলম ২০২৩ সালের ২৫ আগস্ট বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম তুলতুল। তুলতুল রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।

নাভেদ পারভেজ

'চল নিরালায়', 'সুরমা সুরমা' খ্যাত সুরকার ও সংগীত পরিচালক নাভেদ পারভেজ বিয়ে করেছেন ২০২৩ সালের ১০ মার্চ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়ে ফারহানা হোসেন বিন্তিকে বিয়ে করেছেন তিনি। বিন্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

আঁচল

চিত্রনায়িকা আঁচল আঁখি বিয়ে করেছেন সৈয়দ অমি নামের একজন সংগীত শিল্পীকে। ২০২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তাদের বিয়ে হয়। তিন বছর আগে তারা বিয়ে করলেও ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বিয়ের কথা জানান।

ফিরে দেখা-২০২৩

হিট সিনেমার সংখ্যা বেশি

বিনোদন ডেস্ক: কয়েক বছর ধরে বলিউডের ব্যবসা কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল। বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, নেপোটিজম বিতর্ক, বয়কটের ধাক্কা, দক্ষিণি সিনেমার জোয়ার, প্রোপাগান্ডা ফিল্মের আধিক্য- সব মিলিয়ে হিন্দি সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন দর্শক। বলিউডের তিন খান (শাহরুখ, আমির, সালমান), যাঁরা কয়েক দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রির হাল ধরে রেখেছিলেন, তাঁরাও হালে পানি পাচ্ছিলেন না। এই টালমাটাল পরিস্থিতি থেকে ২০২৩ সালে বেশ ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলিউড।



হিন্দি সিনেমার এই পুনরুত্থানে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন শাহরুখ খান। 'পাঠান', 'জওয়ান' ও 'ডানকি' দিয়ে বছরজুড়ে বক্স অফিস চাঙ্গা রেখেছিলেন শাহরুখ। সালমান খানও 'টাইগার-৩' দিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের বক্স অফিস খরা কাটাতে পেরেছেন। গত ১১ আগস্ট মুক্তি পাওয়া 'গাদার-২' নতুন জীবন দিয়েছে সানি দেওলকে। 'অ্যানিমেল'-এ অভিনয় করে তাঁর ভাই ববি দেওলও নতুনভাবে আলোচিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন পর পরিচালনায় ফিরে করণ জোহরও হিট দিতে পেরেছেন। স্পাই থ্রিলার ও অ্যাকশন সিনেমার আধিক্যের ভিড়ে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের গল্প 'রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি' উপভোগ করেছেন দর্শক। এ ছাড়া বিধু বিনোদ চোপড়ার স্বল্প বাজেটের সিনেমা 'টুয়েলভথ ফেল' বেশ প্রশংসিত হয়েছে। মাত্র ২০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি আয় করেছে ৬৫ কোটি রুপির বেশি। আলোচিত হয়েছেন অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি। এ ছাড়া টানা ব্যর্থতার পর 'ওএমজি-২' দিয়ে কিছুটা সাফল্য পেয়েছেন অক্ষয় কুমার।

এ বছর ভারতীয় সিনেমায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, হিন্দি ও দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রির সেতুবন্ধন। অনেক বলিউড তারকা যেমন দক্ষিণে গিয়ে অভিনয় করেছেন, তেমনি দক্ষিণের অনেক পরিচালক ও অভিনেতা হাত মিলিয়েছেন বলিউডের সঙ্গে। ফলে একই সঙ্গে একাধিক ভাষায় সিনেমা মুক্তি বেড়েছে এ বছর। ২০২৩ সালের আলোচিত দক্ষিণি সিনেমার তালিকায় রয়েছে 'লিও', 'সালার পার্ট ওয়ান', 'জেলার', 'পন্নিয়িন সেলভান-২', 'দাসারা', '২০১৮', 'কুশি', 'মার্ক অ্যান্টনি' ও 'কাঁঠাল'।

ভারতীয় সিনেমার এই পুনরুত্থানের পেছনে হলিউডের ভূমিকাও কম ছিল না। বলিউড ব্যবসাবিশ্লেষকেরা বলছেন, এ বছর ধর্মঘটের কারণে হলিউডের সিনেমা কম মুক্তি পেয়েছে। এতে বিশ্বজুড়ে বেড়েছে ভারতীয় সিনেমার দর্শক সংখ্যা। তবে পুরো বছর যে শুধু ভারতীয় সিনেমার জয়গাথা লেখা হয়েছে, তা নয়। বিতর্কও হয়েছে। ধর্মীয় উগ্রবাদের কারণে বিতর্কিত হয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি' ও 'আদিপুরুষ'। অধিক সহিংসতা ও রক্তপাত দেখানোয় লিও, জেলার, অ্যানিমেল ও সালারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন অনেকে।

অভিনয়ে দ্যুতি ছড়ালেন যারা

বিনোদন ডেস্ক: শেষ হলো ২০২৩ সাল। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিনোদন অঙ্গনে এসেছে অসংখ্য দর্শকপ্রিয় কাজ, যা সাড়া ফেলেছে বিনোদনপ্রেমীদের মাঝে। পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত তারকাদের পাশাপাশি অনেক নতুন তারকাও নিজেদের অভিনয়ের দ্যুতি ছড়িয়েছেন এ বছর। নিজেদের কাজের মাধ্যমে জানান দিয়েছেন, আগামীতে তাদের প্রতিও বিশেষ নজর রাখতেই হবে। কারণ আগামীর মঞ্চে তারাই রাজত্ব করতে চলেছেন। এ বছর দ্যুতি ছড়ানো হলিউড-বলিউডের এমন কিছু তারকাকে নিয়েই আজকের এই প্রতিবেদন যারা আগামী বছরও নিজেদের অভিনয়ের দ্যুতি ছড়াতে যাচ্ছেন। হলিউডে দ্যুতি ছড়িয়েছেন যারা -

টিমোথি চালামেট : বছরের শেষভাগে মুক্তি পায় টিমোথির প্রত্যাশিত চলচ্চিত্র 'ওয়ানকা।' সিনেমাটি বক্স অফিসেও ভাল সাড়া পেয়েছে। ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডুন' দিয়েই সর্বাধিক আলোচনায় আসেন এই অভিনেতা। আগামী বছর তাকে দেখা যাবে ডুন-এর দ্বিতীয় কিস্তিতে। হলিউডে সামনের বছরগুলোতে প্রথম সারির একজন অভিনেতা হিসেবে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করতে চলেছেন টিমোথি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হল বেইলি : আমেরিকান অভিনেত্রী ও গায়িকা হল বেইলি এ বছর ডিজনির রোমান্টিক ফ্যান্টাসি মিউজিক্যাল ফিল্ম 'দ্য লিটল মারমেইড'-এ এরিয়েলের ভূমিকার জন্য সর্বাধিক আলোচনায় উঠে আসেন। অভিনয়ের পাশাপাশি গানের জগতেও খ্যাতির চূড়ায় হল বেইলি। ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচটি গ্র্যামি মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি। আগামীতে বিয়ন্সের জায়গায় তাকেই দেখতে পাচ্ছ অনুরাগীরা। হলিউডেও নিজের শক্তিশালী অবস্থান গড়তে চলেছেন বেইলি।



বেলা রামসে : সর্বকালের সেরা টিভি সিরিজ খ্যাত গেম অফ থ্রোনস দিয়ে দর্শকদের নজর কাড়েন অভিনেত্রী বেলা রামসে। তবে এ বছরটা তাঁর ক্যারিয়ারের মোড় নতুন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য লাস্ট অফ আস' সিরিজটি দিয়ে এখন খ্যাতির চূড়ায় এই অভিনেত্রী। সিরিজটির দ্বিতীয় সিজন আসছে। এই মুহূর্তে বেশ কিছু টিভি সিরিজ ও চলচ্চিত্রের প্রস্তাব রয়েছে বেলার হাতে। আগামীতে হলিউডের অন্যতম এক আইকন হতে চলেছেন বেলা, সেটা অনুমান করাই যাচ্ছে।

ক্যাথরিন নিউটন : ২৬ বছর বয়সে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করার পরে, ক্যাথরিন নিউটনকে একজন আগামীর উঠতি তারকাদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আগামীতে হলিউড শাসন করার জন্য প্রস্তুত ক্যাথরিন নিউটন। 'ক্যাসি ল্যাং' অভিনেত্রী 'অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াস্প: কোয়ান্টুম্যানিয়া'তে অভিনয় করে এ বছর খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছেন। ভবিষ্যতে মার্ভেলের একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রী হতে চলেছেন ক্যাথরিন তা বলাই বাহুল্য।

জেরেমি পোপ : ড্রামা ফিল্মে সেরা অভিনেতার জন্য ২০২৩ সালের গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নের মাধ্যমে জেরেমি পোপের ক্যারিয়ার একটি নতুন মোড় নিয়েছে। এ২৪-এর 'দ্য ইন্সপেকশন' ও নেটফ্লিক্সে রায়ান মারফির 'হলিউড' দিয়ে জনপ্রিয়তা পান জেরেমি। দর্শক হৃদয় জয় করা এই আমেরিকান অভিনেতা ও গায়ক ইতোমধ্যে টনি, এমি, গ্র্যামি এবং গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত একজন অভিনেতা। আগামীতে জেরেমি পোপ বেশ শক্ত জায়গা তৈরি করতে যাচ্ছে হলিউডে।

এছাড়াও এ বছর 'দ্য আইডল' টিভি সিরিজ দিয়ে বেশ আলোচনায় ছিলেন জনি ডেপের কন্যা লিলি রোজ ডেপ। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন ফ্যাশন মডেলও। নতুনদের তালিকায় অভিনয়ে দ্যুতি ছড়িয়েছেন 'দ্য আইডল'-এর আরেক অভিনেত্রী রাচেল সেনট। 'শিভা বেবি' এবং 'বডিস বডিস বডিস' দিয়ে ইতোমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। সামনে তাঁর হাতে রয়েছে একাধিক প্রজেক্ট। এ বছর আরো নজর কেড়েছেন শীলা আতিম। 'দ্য ওমেন কিং' এবং 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অফ ম্যাডনেস'-এ দেখা গেছে তাকে। মার্ভেলের আগামী দিনের একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রী হতে চলেছেন তিনি তা অনুমান করাই যায়। এছাড়াও অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র 'এভরিথিং এভরিহয়্যার অল এট ওয়ানস' এর অভিনেত্রী স্টেফানি হু এ বছর 'পোকার ফেস' ও 'আমেরিকান বর্ন চাইনিজ' দিয়ে বেশ আলোচনায় ছিলেন। আগামীতেও তিনিও হলিউডের উঠতি তারকা হিসেবে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নিঃসন্দেহে।

বলিউডে দ্যুতি ছড়িয়েছেন যারা:

বাবিল খান : প্রয়াত গুণী অভিনেতা ইরফান খানের পুত্র বাবিল খান গত বছর 'কালা' দিয়ে বলিউডে অভিষেক করেন। বাবার মতোই অভিনয়শৈলী দিয়ে দর্শকদের হৃদয় জয় করেছেন বাবিল। এ বছর আলোচিত সিরিজ 'দ্য রেলওয়ে মেন' দিয়েও সাড়া ফেলে দেন বাবিল। সিরিজে তাঁর অভিনয় দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। বলিউডের উঠতি তারকাদের পাইপলাইনে বাবিল খান যে অন্যতম একজন হতে চলেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওয়ামিকা গাব্বী : এ বছর 'জুবিলি' সিরিজের পরই রাতারাতি হিট হয়ে যান বলিউড অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বী। এরপর নিজের অভিনয় আর উষ্ণতার পারদ ছড়ান 'খুফিয়া'তে। বছরের অন্যতম পাওয়ারফুল পারফরম্যান্স দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। নিয়মিত ভারতীয় সিরিজে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। সামনে 'জওয়ান'খ্যাত পরিচালক অ্যাটলির সিনেমায় ইতোমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি।

রিধি ডোগরা : ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় টিভি সিরিজ 'অসুর' দিয়ে আলোচনায় আসেন অভিনেত্রী রিধি ডোগরা। এ বছরও অসুর-এর দ্বিতীয় সিজনে দেখা গেছে তাকে। এছাড়া কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র 'জওয়ান' ও টাইগার ৩' দিয়েও বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন অভিনেত্রী। আগামী দিনে বলিউডের উঠতি তারকাদের মধ্যে অন্যতম একজন হতে যাচ্ছেন রিধি, তা অনুমান করাই যায়।

সুহানা খান : বলিউডের তারকা সন্তানদের অভিষেক নিয়ে বরাবরই চর্চা থাকে। এ বছর বেশ কয়েকজন স্টারকিড বলিউড অঙ্গনে পা রেখেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খান। জোয়া আখতারের দ্য আর্চিস- এর মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে সুহানার। এজন্য বছরের শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন তিনি। এছাড়াও পর্দায় অভিষেকের আগেই নামিদামি ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর হয়েও বেশ চর্চায় ছিলেন সুহানা। বাবার মতোই আগামীতে পর্দায় নিজের আধিপত্য রাখতে চলেছেন সুহানা, সে অনুমেয়।

তৃপ্তি দিমরি : কালা'র মতো চলচ্চিত্র দিয়ে আলোচনায় এলেও এ বছর অ্যানিমেল-এ অভিনয় করে তুমুল চর্চায় ছিলেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। নিজের চিরাচরিত ইমেজ ভেঙে অ্যানিমেলে বেশ খোলামেলাভাবেই হাজির হয়েছেন তিনি। অ্যানিমেলের ঐতিহাসিক সাফল্যের পর 'টক অফ দ্য টাউন' হয়ে উঠেছেন তৃপ্তি। বর্তমানে তাকে ভারতের জাতীয় ক্রাশ বলেও ডাকা হচ্ছে। অ্যানিমেল দিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয়তা পাওয়া তৃপ্তিকে ইতোমধ্যেই 'আশিকি ৩'তে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামীতে বলিউডে নিজের আধিপত্য বিস্তার করবেন তৃপ্তি, তা অনুমান করাই যাচ্ছে।

ভুবন অরোরা : বছরের সবচেয়ে আলোচিত ও সফল সিরিজ 'ফারজি'-তে শাহিদ কাপুরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করে ভুবন অরোরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছেন এ বছর। ফারজি'র ব্যাপক সাফল্য ভুবন অরোরাকে স্পটলাইটে এনেছে। অভিনয়েও দ্যুতি ছড়িয়েছেন ভুবন। একজন উঠতি তারকা হিসেবে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন আগামীতে।

বরুণ সোবতি : এ বছর অসুরের দ্বিতীয় সিজন দিয়ে নতুন করে আলোচনায় উঠে আসেন বরুণ। এর আগেও অসুরের প্রথম সিজনে নজর কেড়েছিলেন এই অভিনেতা। অসুর ছাড়াও এ বছর 'কোহরা' দিয়ে দর্শক হৃদয় জয় করেছেন বরুণ। আগামীতে বেশ কিছু প্রজেক্টে দেখা যাবে এই অভিনেতাকে।

এছাড়াও এ বছর বলিউডে অভিষেক হয়েছে শাহরুখ খান কন্যা সুহানা খানের। নিজের প্রথম চলচ্চিত্র 'দ্য আর্চিস' দিয়ে বলিউডে পা রেখেছন সুহানা। তাঁর অভিনয় নিয়ে দর্শকমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও আগামী দিনে তিনি বলিউডে শক্ত অবস্থান রাখতে যাচ্ছেন তা বলাই বাহুল্য। নতুনদের তালিকায় আরো রয়েছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। তিনিও 'দ্য আর্চিস' দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন। সালমান খানের ভাগ্নি আলিজেহ অগ্নিহোত্রিও পর্দায় নিজের অভিষেক ঘটিয়েছেন 'ফ্যারে'র মাধ্যমে। এছাড়াও শ্বেতা তিওয়ারির মেয়ে পলক তিওয়ারি, বণি কাপুর ও শ্রীদেবি কন্যা খুশি কাপুর, আভনিত কৌরসহ এক ঝাঁক নতুন তারকার অভিষেক ঘটেছে বলিউডের পর্দায় যারা এ বছর দর্শকদের নজর কেড়েছেন এবং আগামীতেও বেশ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে।



ফিরে দেখা-২০২৩

বিশ্ব কাঁপিয়েছে সাউথের যে ১০ সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক: শেষ হতে চলেছে ২০২৩ সাল। প্রতি বছরের মতো এ বছরও অসংখ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে ভারতীয় সিনে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে। বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী অঞ্চল হিসেবেই গণ্য করা হয় দক্ষিণকে। টলিউড, কলিউড, মলিউডসহ অনেক দক্ষিণের ছোট বড় অনেক ইন্ডাস্ট্রি দারুণ সব চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছে চলতি বছর। দক্ষিণী তারকারা শুধু ভারতই নয়, বিশ্ব মাতিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ বছরও দক্ষিণের অনেক চলচ্চিত্র বিশ্ববাজারে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। ভারতীয় বক্স অফিস সূত্র ও আইএমডিবির রিপোর্ট অনুসারে, চলুন দেখে নেওয়া যাক এ বছর বক্স অফিসে আয়ের তালিকায় কোন কোন চলচ্চিত্র দক্ষিণকে এনে দিয়েছে আর্থিক সাফল্য। সবচেয়ে বেশি আয় করা চলচ্চিত্রগুলোর তালিকা দেখে নিন একনজর-

ভিরা সিমহা রেড্ডি : নান্দামুর্তি বালাকৃষ্ণা অভিনীত সিনেমাটি এ বছর ব্যবসাসফল ছিল। ৭৫ কোটি বাজেটের অ্যাকশন প্যাকড সিনেমাটি ভারতে ৯০ কোটি ও বিশ্বব্যাপী ১১৯.৫ কোটি রুপি আয় করেছে।

২০১৮ : মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির চমৎকার চলচ্চিত্রটি দর্শক ও সমালোচক উভয় মহলে দুর্দান্ত প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ বছর ভারত থেকে অস্কারের মঞ্চে লড়াইয়ের জন্য নির্বাচিত হয় এটি। যদিও অস্কারের শর্টলিস্ট থেকে বাদ পড়েছে তারকাখচিত '২০১৮।' বক্স অফিসেও সিনেমাটি ছিল অনবদ্য। প্রথম মালয়ালম চলচ্চিত্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী ২০০ কোটি আয়ের মাইলফলক গড়েছে এটি।

থুনিভু : বিজয়ের ভারিসুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় অজিতের থুনিভুর। অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রটি বেশ ভাল সাড়া পায় বক্স অফিসে। ভারতে ১২২ কোটি আয়ের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ১৯৬ কোটির উপরে আয় করে।

ওয়াল্টেয়ার ভিরাইয়া : এই বয়সে এসেও এমন মাস মুভি উপহার দেওয়া চিরঞ্জীবির পক্ষেই সম্ভব। শ্রুতি হাসান ও চিরঞ্জীবির চলচ্চিত্রটি ভারতে ১৫৬ কোটি আয়ের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ২১০ কোটি আয় করে নেয়।

ভারিসু : এ বছর বিজয়ের প্রথম চলচ্চিত্র ভারিসু। অজিতের থুনিভুর সঙ্গে বক্স অফিসে লড়াই হলেও সিনেমাটি চালকের আসনেই ছিল। ১৭৫ কোটি বাজেটের ভারিসু ভারতে ১৭৭ কোটি আয়ের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী আয় করে ২৯২ কোটির মতো।

পোন্নিয়ান সেলভান ২ : মণি রত্নমের মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র 'পোন্নিয়ান সেলভান'-এর সিকুয়েল মুক্তি পেয়েছে ২০২৩ সালে। প্রথম কিস্তির মতো এটিও কাঁপিয়েছে বক্স অফিস। চিয়ান বিক্রম ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন অভিনীত চলচ্চিত্রটি ভারতে ১৭৬ কোটির পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ৩৪৩ কোটির বেশি আয় করে নিয়েছে।

আদিপুরুষ : বছরের সবচেয়ে প্রত্যাশিত চলচ্চিত্রগুলোর একটি আদিপুরুষ। ওম রাওতের পরিচালনায় শ্রী রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেগাস্টার প্রভাস। তবে সিনেমাটি দর্শক প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ হয়। এমনকি তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে এটি। সিনেমার নির্মান, ভিএফএক্স ও সংলাপ নিয়ে তোপের মুখে পড়েন নির্মাতারা। ৪৫০ কোটির বেশি বাজেটে নির্মিত সিনেমাটি ভারতে ২৮৮ কোটি ও বিশ্বব্যাপী ৩৯৩ কোটি আয় করতে সক্ষম হয়।

সালার : পার্ট ১- সিজফায়ার : প্রভাসের দুর্দান্ত অ্যাকশন ড্রামা সালার মুক্তির পরপরই ঝড় তুলে ফেলে বক্স অফিসে। শাহরুখ খানের ডানকির সাথে লড়াই করে মাত্র ছয়দিনেই বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে আয় করে নেয় ৫০০ কোটি রুপির বেশি (এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত)। বছর শেষে সিনেমাটি দক্ষিণের সবচেয়ে বেশি আয় করা চলচ্চিত্রের তালিকায় শীর্ষে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এতে প্রভাসের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ও শ্রুতি হাসান।

জেলার : চলতি বছর সর্বাধিক আয় করা দক্ষিণী চলচ্চিত্রের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সুপারস্টার রজনীকান্তের জেলার। ১৯০ কোটি বাজেটে নির্মিত সিনেমাটি ভারতে ৩৩৭ কোটির মতো আয় করেছে। বিশ্বব্যাপী তুলে নিয়েছে ৬০৭ কোটির বেশি।

লিও : এ বছর দক্ষিণের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে থালাপতি বিজয়ের 'লিও'। লোকেশ কানাগারাজের ইউনিভার্সের অংশ চলচ্চিত্রটি বছরজুড়েই ছিল দর্শক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। মুক্তির পর সেই ছাপ দেখা গেছে বক্স অফিসেও। থালাপতি বিজয় ও তৃষা কৃষ্ণান অভিনীত 'লিও' এ বছর ভারতীয় বক্স অফিসে আয় করেছে ৩৪১ কোটির মতো। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ৬১৫ কোটির বেশি আয় করে নেয় 'লিও।'

ফিরে দেখা-২০২৩

আলোচিত ঘটনা

চায়ে চিনি কম দেওয়ার অভিযোগে শুটিং সেটে রাব্বী নামের প্রোডাকশন বয়কে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠে অভিনেতা শামীম হাসান সরকারের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন অভিনেতা।

শুটিংয়ে নির্মাতা ও সহশিল্পীদের সঙ্গে বাজে আচরণ করে সমালোচিত হন অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। নিরাপত্তার অজুহাতে সেটে পুলিশ ডাকেন তিনি। এমনকি সহশিল্পী আরশ খানের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বের বেশি সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ করেন চমক। শেষ পর্যন্ত চমকের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে তিন মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় তাঁকে।

এ বছর নাট্যাঙ্গনে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল 'রুচির দুর্ভিক্ষ' শব্দটি। দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের করুণ দশার বর্ণনা দিতে গিয়ে শব্দটি ব্যবহার করেন অভিনেতা ও নাট্যজন মামুনুর রশীদ। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে নানা চর্চা হয়। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে রুচির দুর্ভিক্ষ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় ভারতেও।

বছরের শেষ ভাগে খবর ছড়িয়ে পড়ে, মুশফিক ফারহানের সঙ্গে প্রেমের কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করে হাসপাতালে ভর্তি অভিনেত্রী তানজিন তিশা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এক সাংবাদিককে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিশা। ডিবি অফিসে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। অভিনেত্রীর অপেশাদার আচরণ ও বক্তব্যের কারণে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন বিনোদন সাংবাদিকেরা। পরে ডিবি অফিসে বসে সমঝোতায় এসে পুরো ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিশা।

ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আয়োজন করা হয় সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগ (সিসিএল)। মাঠে নামার আগে ফান-ফুর্তি, গেট টুগেদার বললেও, খেলতে নেমে নিজেদের মধ্যেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তারকারা। বন্ধ হয়ে যায় আয়োজন।

ফিরে দেখা-২০২৩

বছর কেটেছে গানে গানে

বিনোদন ডেস্ক: বছরটা ছিল চলচ্চিত্রের গানের। সিনেমার বেশ কিছু গান জনপ্রিয় হয়েছে এবার। এ বছর ছন্দে ফিরেছে কনসার্ট; কোক স্টুডিও বাংলার পাশাপাশি শিল্পীদের একক গানও ছিল বছরের আলোচনায়। বিতর্কও পিছু ছাড়েনি শিল্পীদের।

চলচ্চিত্রের গান

এ বছর মুক্তি পেয়েছে চার ডজনের বেশি চলচ্চিত্র। সে হিসাবে জনপ্রিয়তা পাওয়া গানের সংখ্যা এক ডজনেরও কম। 'প্রিয়তমা' সিনেমার টাইটেল গান 'ও প্রিয়তমা' এ বছরের অন্যতম জনপ্রিয় গান। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বালাম ও কোনাল। রিয়াদের গাওয়া একই সিনেমার 'ঈশ্বর' গানটিও জনপ্রিয় হয়েছে। সোমেশ্বর অলির কথায় গানটির সুর করেছেন প্রিন্স মাহমুদ। সিনেমার আরও যেসব গান জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলো হলো নাভেদ পারভেজের সুরে, জাহিদ আকবরের লেখা, ইমরান ও কোনালের গাওয়া 'লিডার: আমিই বাংলাদেশ' সিনেমার 'সুরমা সুরমা', আসিফ ইকবালের লেখা, ইমরানের সুর ও ইমরান-কোনালের গাওয়া প্রহেলিকা সিনেমার 'মেঘের



নৌকা', জাহিদ আকবরের লেখা, শান্তনু মৈত্রর সুরে, রথিজিতের গাওয়া 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমার 'অচিন মাঝি', তানজীব সারোয়ারের কথা ও সুরে তানজীব-অবন্তী সিঁথির গাওয়া 'সুড়ঙ্গ' সিনেমার 'গা ছুঁয়ে বলো' ইত্যাদি।

একক ও দ্বৈত গান

এ বছর নতুন গান উপহার দিয়েছেন জেমস। 'সবই ভুল' শিরোনামের গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বিশু সিকদার ও জেমস। এ বছরের জনপ্রিয় গানগুলোর মাঝে রয়েছে মুজা ও জেফার রহমানের 'ঝুমকা', ব্যান্ড অ্যাশেজের অন্তঃসারশূন্য অ্যালবামের 'আমার দিকে তাকিয়ে সে', র ্যাপার আলী হাসানের 'বাজার গরম', ঈশান মজুমদারের 'নিঠুর মনোহর', আহমেদ হাসান সানির 'আমরা হয়তো', তসিবার 'কালাচান' ইত্যাদি।

কোক স্টুডিও বাংলার দ্বিতীয় মৌসুম

কোক স্টুডিও বাংলার দ্বিতীয় মৌসুমে এ বছর প্রকাশিত হয়েছে এক ডজন গান। এর মধ্যে 'মুড়ির টিন', 'বন-বিবি', 'দেওরা', 'কথা কইয়ো না', 'দাঁড়ালে দুয়ারে' ও 'দিলারাম' আলোচিত এবং প্রশংসিত হয়েছে।

বছরজুড়ে কনসার্ট

এবার বছরজুড়েই ছিল কনসার্ট। আর্মি স্টেডিয়ামে 'জয় বাংলা কনসার্ট' থেকে বছরের শেষে 'কোক স্টুডিও বাংলা লাইভ'-এর মতো বড় কনসার্টে মানুষের ঢল নেমেছিল। এ ছাড়া ছিল 'দ্য স্কুল অব রক', 'চলো বাংলাদেশ কনসার্ট', 'দ্য নাইট অব প্রীতম হাসান', 'রক ইন দ্য সিটি', 'টু গাজা ফ্রম ঢাকা', 'ভালোবাসি জ্যোৎস্নায়'সহ আরও অনেক কনসার্ট। এসব কনসার্টে নগরবাউল জেমস, চিরকুট, ওয়ারফেজ, শিরোনামহীন, আর্টসেলের মতো বড় ব্যান্ডকে দেখা গেছে। এ বছর ঢাকা মাতাতে এসেছিলেন বিদেশের অনেক সংগীতশিল্পী। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অঞ্জন দত্ত, নচিকেতা চক্রবর্তী, অনুপম রায়, অনুভ জৈন, দর্শন রাওয়াল ঢাকায় গান করে গেছেন। ঢাকা মাতিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দু, ফসিল্‌স ও তালপাতার সেপাই।

আলোচিত ঘটনা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'কারার ওই লৌহকপাট' গানটি পিপ্পা সিনেমার জন্য নতুন করে সংগীতায়োজন করেন এ আর রাহমান। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক, নেটিজেন থেকে কাজী পরিবার সবাই এ আর রাহমানের এই কাজে ক্ষুব্ধ হন। গানের স্বত্ব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শাফিন আহমেদ ও হামিন আহমেদের লড়াই ছিল সারা বছরের আলোচনায়। ধারণক্ষমতার চেয়ে অধিক টিকিট বিক্রি করে ব্যাপক অব্যবস্থাপনার কারণে সমালোচিত হয়েছে 'দ্য স্কুল অব রক ভলিউম ১' নামের কনসার্ট। সংগীতশিল্পী এসআই টুটুল ও অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদের ২৩ বছরের সংসারজীবনের ইতি ঘটে এ বছর।

ফিরে দেখা-২০২৩

ভালো-মন্দে কাটল বছর

বিনোদন ডেস্ক: কয়েক বছর ধরে নাটক হয়ে পড়েছে ইউটিউব চ্যানেলনির্ভর। প্রায় প্রতিটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে নাটক প্রচার করছে। টেলিভিশনের তুলনায় নাটকে বেশি বাজেট বরাদ্দ রাখে এসব চ্যানেল। ফলে নির্মাতা থেকে শুরু করে অভিনয় শিল্পী সবাই অধিক আগ্রহ দেখান এসব নাটকে কাজ করতে। টেলিভিশন অ্যান্ড ডিজিটাল প্রোগ্রাম প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টেলিপ্যাব) দেওয়া তথ্যমতে, এ বছর দেড় হাজারের বেশি নাটক নির্মিত হয়েছে, যার ৬০ শতাংশের বেশি মুক্তি পেয়েছে ইউটিউবে। নতুন করে নাটকভিত্তিক প্রায় অর্ধশত ইউ-টিউব চ্যানেল কার্যক্রম শুরু করেছে এ বছর। প্রচারিত নাটকের সংখ্যা বেশি থাকলেও মানসম্মত নাটকের সংখ্যা ছিল কম।

মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, জিয়াউল ফারুক অপূর্ব, আফরান নিশো ও মেহজাবীনের মতো ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতারা এ বছরও নাটকে তেমন সময় দেননি। তবু মোশাররফের 'জায়গায় খায় জায়গায় ব্রেক', 'আড়াই তালাক', অপূর্বর 'পথে হলো দেরি' মেহজাবীনের 'কাজলের দিনরাত্রি', 'অনন্যা'সহ বেশ কিছু নাটক আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া নিলয় আলমগীর, খাইরুল বাসার, ইয়াশ রোহান, তানিয়া বৃষ্টি, সাদিয়া আয়মান, তটিনী, আইশা, শাশ্বত দত্ত, জান্নাতুল সুমাইয়া হিমিসহ অনেকে টিভি নাটকে ব্যস্ত ছিলেন।

বছরজুড়ে নাটকের চেয়ে বরং দর্শকদের বেশি আগ্রহ ছিল ওয়েব কনটেন্ট নিয়ে। ওয়েব প্যাটফর্ম চরকি প্রচার করেছে 'গুটি', 'ইন্টার্নশিপ', 'ওভারট্রাম্প', 'মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন', 'মারকিউলিস', 'ভাইরাস' ও 'প্রচলিত' ওয়েব সিরিজ। এ ছাড়া এ প্যাটফর্মে প্রচারিত ওয়েব ফিল্মের তালিকায় ছিল 'উনিশ ২০', 'আন্তঃনগর', 'পুনর্মিলনে' ও 'সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি'। দেশের আরেক ওয়েব প্যাটফর্ম বিঞ্জ এ বছর তাদের কার্যক্রম অনেকটা বাড়িয়েছে। প্রচার করেছে ওয়েব সিরিজ 'সাইলেন্স', 'সদরঘাটের টাইগার ২', 'ইনফিনিটি ২', 'অগোচরা' ও 'বাবা সামওয়ানস ফলোয়িং মি' এবং ওয়েব ফিল্ম 'ফ্রাইডে' ও 'কুহেলিকা'।

এ ছাড়া বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিরিজ 'মহানগর ২' ছাড়াও হইচই প্রচার করেছে 'মিশন হান্টডাউন', 'সাড়ে ষোল', 'বুকের মধ্যে আগুন' 'অদৃশ্য' ও 'মোবারকনামা'। বঙ্গ বিডির 'হোটেল রিল্যাক্স' ও 'পাফ ডেডি' ছিল আলোচনায়, তবে নেতিবাচক সংলাপ ও দৃশ্যের অভিযোগে পাফ ডেডির প্রচার বন্ধের আইনি নোটিশ পায় বঙ্গ। আইস্ক্রিনে এসেছে 'রক্তজবা', 'পুনর্জন্ম অন্তিম পর্ব', 'আমি কি তুমি' ও 'নীল জলের কাব্য' ওয়েব ফিল্ম। দীপ্ত প্লে প্রচার করেছে ওয়েব ফিল্ম 'নিকষ'। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ওটিটিতে কনটেন্ট এসেছে বেশি। তবে জনপ্রিয়তার নিরিখে বছরটা ওয়েব প্যাটফর্মের জন্য তেমন সুখকর ছিল না। মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন, মহ-ানগর ২, আমি কি তুমি ও সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি ছাড়া অন্য কনটেন্টগুলো তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি।



বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষে একগুচ্ছ কবিতা

সিকস্তির ডাক

খুব সাদামাটা নদী সিকস্তির বাঁক যেন ডাকে
এসো হে বালক তুমি মোহনায় মায়ামুগ্ধময়
জ্যোৎস্নাধোয়া মুগ্ধ বিভাবরী ঋদ্ধ সেটুকু সময়;
যদিও এখনো ঈর্ষা মৃত্যুভয় প্রতিহিংসা থাকে।

তবুও অচেনা ঢেউয়ে মেতে ওঠে পুরনো মাতাল
ফেলে দ্বন্দ্ব ফেলে ক্রোধ ফেলে বহুল সংশয়
বিপ্রতীপ কোণ থেকে জেগে ওঠে লাল সূর্যোদয়
প্রজন্ম প্রজন্ম থেকে ভালোবাসা উথাল-পাতাল।

কী করে উপেক্ষা করি সেই চেনা সিকস্তির ডাক
যদিও পলির পাঁকে ঠেসে গেছে যৌবনের হাঁক।

আশাহত পাখি উড়ে যায়

উড়ে যাচ্ছে ক্রান্তিকালের পাখি
ডানায় তার অপরিমেয় ক্লান্তি
চোখে চোখে বিষাদ

উড়ান পথে শীতসন্ধ্যার কুয়াশা
তার অনুজ্জ্বল ম্লান মুখ
ডানা শ্লথ, উড়ার ক্ষমতায় ভাটা

মর্মতলে যক্ষের আভাস
পাখিটি কাঁপছে
শরীরে জ্বরের তাপ

আশাহত পাখি উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের পানে ।

নীল পাখি

বারান্দায় বসে আছে এক নীল পাখি
এই পাখি আগে আর কখনো দেখিনি
গলায় অচেনা সুর, যেন কোনো অনবদ্য রাগ
আগে তো শুনিনি এমন মনকাড়া আকুল সংরাগ।

পাখি তার নীল ঠোঁটে নীল পান করে
নীল কি বিষের চিহ্ন! তা কি হেমলক!
শিরা থেকে তুলে নেবে পাপ
কিংবা অভিশাপ !

জানি না কিছুই তার। শুধু দেখি বিরল এ পাখি
আঁধারে ছড়াবে বুঝি হঠাৎ জোনাকি!



হাতে তার অপূর্ব খঞ্জনী

কে যায় আঁধার রাতে, সোনার মোহর হাতে নিয়ে
নদী সিকস্তির পার থেকে উঠে আসে সুরধ্বনি
শীতের পরশ গায়ে, কে আসে র‍্যাপার গায়ে দিয়ে!
অন্ধ গায়ক যায়, হাতে তার অপূর্ব খঞ্জনী।

স্মৃতির ভেতর থেকে লাফ দেয় মরানদী সাঁকো
অঘ্রাণের হিম-হিম হাওয়া, ঘাসের মদির ঘ্রাণ
তুমিতো ছিলেই স্থিত, এখনো কি শীতে স্থিত থাকো ?
আমাদের সেইসব দিন, রাত্রি, নিশ্চিন্ত সপ্রাণ ।

শীতের অরণ্য থেকে উঠে আসে 'স্মৃতিকণ্ডুয়ন'
শীত হাওয়ায় ধ্বনিত হয় সব আনন্দপ্রবণ।

এই শীতেও

ভেবেছিলাম এই শীতেও থাকবে পাখি ও লালচেপাতা
হাওয়ার মর্মরধ্বনিতে কান পেতে ঝরাব দুঃখসমূহ
আবারো বুনবে তুমি কাঁটায় কাঁটায় লাল সোয়েটার

অথচ দেখো অনিচ্ছুক মায়াবী পতন
ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে যাচ্ছে অবিরাম
পাখিরাও বিষাদ শরীরে মেখে পরিযায়ী

মানুষ বিস্রস্ত
মানুষের কাঁধের উপর পা দিয়ে মানুষ চলে যায়

কী যে দিন ছিল

কী যে দিন ছিল!
অনবদ্য সুর শুনে আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে
মগডালে বসে থাকা পাখিটিকে আবিষ্কার করে ফেলতাম
বলতাম ওটি কোকিল
পেখম মেলা দেখেই বলে দিতাম, ওটি ময়ূর

সময়ের ফেরে আমরা এখন কাককে বলছি কোকিল কিংবা ময়ূর
অথবা কোকিল ও ময়ূরকে বলছি কাক

তেমনি দিনকে বলছি রাত আর রাতকে বলছি দিন
এ কি আমাদের দৃষ্টিভ্রম
নাকি সবকিছু বদলে গেছে রাতারাতি, আমাদের অজান্তে!

সবাই যে যার মতো বিবরেই

সবাই যে যার মতো বিবরেই। অথচ কোমল চাঁদ
এখনো ছড়াচ্ছে জ্যোৎস্না অবিকল। শুধু বালির ভেতর
মুখ গুঁজে পড়ে আছে উটপাখি। কখনো দেখে না
সে, 'হাজার এক রাত্রি' থেকে উঠে আসে দৈত্যের আকৃতি।

ধুলোয় ছড়িয়ে যায় রক্ত, ঠান্ডা চোখ নির্লিপ্তির
ভান বুনে, বিশ্বকেন্দ্রে জরায়ুর মতো কুঁকড়ানো ভ্রূণ
যেন, শুধু ইতিউতি মরু র ্যাটলের ফণা উঠে আসে;
শিল্পের উপরে ফেলে দাগ দর্পে হাঁটে সাজোঁয়া বাহিনী।

ক্ষেপণাস্ত্রের ভাষায় উপ্ত হয়ে ওঠে নিদাগ নিলীমা
মানুষ কুঁকড়ে যায়, পার হয় দূরত্বের সীমা, পরিসীমা।



সয়ে যাবার পর

প্রবাদের মতো মাছটির দেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যাবার পর
দেখা গেল মাছটির মগজ পচে গেছে তারও আগে
অথচ কারো কারো নাকে এখন আর দুর্গন্ধ ঢুকছে না
তারা বরং সৌগন্ধে নাক টানছে বার বার

আসলে সয়ে যাবার পর দুর্গন্ধ আর দুর্গন্ধ থাকে না
সৌরভে ম ম করে চারপাশ !

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

ফিরে দেখা-২০২৩

মেসি-রোনালদোর ইউরোপ ছাড়ার বছরে ম্যানসিটির দাপট, চুমুকান্ডে উত্তপ্ত বিশ্ব



জাকারিয়া সোহান: ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত আরও একটি বছর। ২০২৩ সালকে বিদায় করে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত পুরো বিশ্ব। বিশ্ব ফুটবলে বেশ ঘটনাবহুল ছিল বছরটি। মেসি-রোনালদোর ইউরোপ ছাড়া থেকে শুরু করে ম্যানচেস্টার সিটির দাপট ও মাঠের বাইরে রুবিয়ালের চুমুকান্ডে বেশ উত্তপ্ত ছিল ফুটবল বিশ্ব। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কেমন ছিল বিশ্ব ফুটবল।

বছরের শুরুতেই নিজের ক্যারিয়ারের ইউরোপ পর্ব শেষ করেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। আর বছরের মাঝামাঝিতে রোনালদোর দেখানো পথে হাঁটেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি।

ইউরোপ ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে পাড়ি জমান রোনালদো। আর মেসি আপন করেন আমেরিকার মেজর সকার লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে। ইউরোপ ছাড়লেও নিজেদের চেনা ছন্দ ছাড়েননি সময়ের এই দুই সেরা ফুটবলার।

সৌদিতে একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন রোনালদো। অন্যদিকে নিজের ক্লাবকে তাদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা এনে দিয়েছেন মেসি। নিজেদের উপস্থিতি প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছেন এই দুই ফুটবলার।

সৌদি প্রো লিগের উত্থান

কিছুদিন আগেও সৌদি আরবের ফুটবল লিগ সম্পর্কে জানাশোনা ছিল খুব কম মানুষের। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে দেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ তারকার আল নাসরে যোগদানের পর সৌদি প্রো লিগের খবর রাখেন বিশ্বের অনেক ফুটবলভক্তই।

বিশ্বকাপের আগে বিস্ফোরক এক সাক্ষাৎকার দিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন রোনালদো। ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাব থেকে বাদ পড়ার পর ৩৭ বছরের পর্তুগিজ তারকা ইউরোপের ফুটবল ছেড়ে যোগ দেন সৌদি লিগে।

রাজসিক অভ্যর্থনা জানানো হয় সিআর সেভেনকে। শুধু অর্থের জন্যই রোনালদো সৌদি আরব গিয়েছিলেন এমন সমালোচনাও করেন অনেকে। কিন্তু রোনালদোর ইম্প্যাক্ট ছিল লক্ষণীয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় চলে আসে সৌদি প্রো লিগ। হু হু করে বাড়তে থাকে আল নাসরের জনপ্রিয়তা।ইউরোপের তুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলেও সৌদি লিগে যোগ দিয়ে রোনালদো বদলে দিয়েছিলেন অনেক সমীকরণ। নিজেদের সেরা সময় পার করে ফেলা তারকাদের এখন নতুন ঠিকানা হচ্ছে সৌদি প্রো লিগ। করিম বেনজেমা, সাদিও মানে, এনগোলো কান্তে, ইয়াসিন বোনো, ফ্যাবিনহোর মত প্রতিষ্ঠিত তারকারাও যোগ দেন সৌদি আরবের লিগে। আর সেই তালিকার সর্বশেষ বড় নাম ব্রাজিলিয়ান সেনসেশন নেইমার। রেকর্ড ট্রান্সফার ফি তে পিএসজি থেকে সৌদি ক্লাব আল হিলালে যোগ দেন ৩১ বছর বয়সই নেইমার।

মেসির অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়

ক্যারিয়ারের অষ্টম ব্যালন ডিঅর নিজের করে নেন লিওনেল মেসি। মূলত কাতার বিশ্বকাপ জয়ের কারণে শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের মুকুট জেতে এই আর্জেন্টাইন তারকা। এর আগে সাতবার ব্যালন ডি'অর জয়ের পর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রোনালদোর থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন মেসি।

২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর অষ্টম ব্যালন ডিঅর জয় অনেকাংশেই নিশ্চিত করে ফেলছিলেন এই ফুটবল জাদুকর। সেটার জন্যেই দীর্ঘ প্রায় ১১ মাসের অপেক্ষার পর কাঙ্খিত সোনালি বলটি উঠলো মেসির হাতে। পিএসজি থেকে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েই এনে দিয়েছেন ক্লাবটির ইতিহাসের প্রথম শিরোপা।

মেসির অষ্টম ব্যালন ডিঅর জয়ে ফিকে হয়ে যায় নরওয়ের স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডের স্বপ্নের মতো কাটানো মৌসুমটি। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ট্রেবল জয়ের পাশাপাশি ইউরোপের গোল্ডেন বুটও ছিল তাঁর ঝুলিতে। গত মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ৫৩টি গোল করেছেন নরওয়ের এই তারকা। কিন্তু এক বিশ্বকাপের কাছে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যায়।

ম্যানচেস্টার সিটির দাপট

২০২৩ এ বছর জুড়ে দাপট দেখিয়েছে ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা ও এফএ কাপ জয়ের পাশাপাশি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জয়ের স্বাদ পায় পেপ গার্দিওলার দল। ট্রেবল জিতে পুরো মৌসুমে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন হালান্ড-এডারসনরা।

নগর প্রতিদ্বন্দী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জেতে সিটিজেনরা। প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ জেতার পর থেকেই ম্যানচেস্টার সিটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই দাবি করেছিলেন, পেপ গুয়ার্দিওলার দল যে রকম ছন্দে রয়েছে, তাতে তারা সহজেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জিতে চলতি মৌসুমে ট্রেবল জয় করবে।

সিটির ভক্তদের নিরাশ করেননি গার্দিওলার শিষ্যরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইতিহাস লিখে ফেলে ম্যানসিটি। দলের হয়ে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন রদ্রি।

নাপোলি ৩৩ বছর পর কথা রাখলো

শেষবার যখন সিরি 'আ' শিরোপা জিতেছিল নাপোলি, তখন দলটার স্কোয়াডে ছিলেন ডিয়াগো ম্যারাডোনা। এই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তীর নামের আগে এখন প্রয়াত যোগ হয়েছে। শিরোপা জয়ের পর কেটে গেছে ৩৩ বছর। অথচ কেউ কথা রাখেনি! ১৯৯০ সালের পর আর কেউই যে নাপোলিকে এমন উল্লাসের মঞ্চ তৈরি করে দিতে পারেনি।

অবশেষে প্রায় তিন দশকের সেই শিরোপা খরা এবার ঘুচেছে। ম্যারাডোনার হাত ধরে শিরোপা জয়ের ৩৩ বছর পর আবারও ইতালিয়ান লিগের ট্রফিটি নিজেদের করে নেয় নাপোলি। উদিনেসের মাঠে ১-১ ড্র করে নাপোলি। এই ড্রয়ের ফলে ৩৩ ম্যাচে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা নিশ্চিত করেছিল লুসিয়ানো স্পাল্লেত্তির দল।

রুবিয়ালেসের চুমুকান্ড

চলতি বছরে অনুষ্ঠিত হয় নারী ফুটবল বিশ্বকাপ। ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন। এই দিন ঘটে এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা। শিরোপা জয়ের পর দলের ফুটবলার জেনি হারমোসোর মাথায় দুহাত রেখে চুমু দিয়ে বসেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস।

নারী ফুটবলারকে তার অসম্মতি ছাড়া চুমু দেওয়ার ঘটনায় তোপের মুখে পড়েন দেশটির ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান। তার পদত্যাগ ও শাস্তির দাবি উঠে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। যদিও নিজেকে নির্দোষ দাবি করে পদ আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন রুবিয়ালেস। তবে ধর্মঘটের ডাক দেন স্পেনের ফুটবলাররা। একপর্যায়ে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির পদ ছাড়তে বাধ্য হন রুবিয়ালেস। পরে ফিফাও তাকে ফুটবল থেকে বরখাস্ত করে।



সাকিবের চোখে স্ত্রী শিশিরের বয়স মাত্র ২০!

স্পোর্টস ডেস্ক: সাকিবরে স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরের জন্মসাল ১৯৮৯। শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) ৩৪ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন শিশির। কিন্তু স্বামী সাকিব আল হাসানের চোখে তার বয়স সবে মাত্র ২০। বউয়ের জন্মদিনে সন্তানদের তাদের মায়ের সম্পর্কে এমনটাই নাকি বলেছেন সাকিব।

ফেসবুকে এক পোস্টে মজার এ তথ্যটি নিজেই জানিয়েছেন শিশির। সাকিবপত্নী এ বিষয়ে লেখেন, 'আমার স্বামী বাচ্চাদের বলেছে, আজকে আমি ২০ বছরে পা রেখেছি। যেটা আমি প্রশংসা হিসেবেই নিব।'

তবে বিশেষ এ দিনে স্ত্রীর পাশে থাকতে পারেননি সাকিব। সন্তানদের নিয়ে শিশির যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করলেও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কাজে দেশে ব্যস্ত সাকিব। খেলার মাঠ রেখে এবার তিনি নাম লিখিয়েছেন রাজনীতির মাঠে। মাগুরা-১ আসনের আওয়ামীলীগ প্রার্থী বাংলাদেশ জাতীয় দলের এ ক্রিকেটার। আপাতত নির্বাচনী প্রচারণায় মাগুরাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। তবে জন্মদিনে স্ত্রীর পাশে না থাকতে পারলেও পাঠিয়েছেন বিশেষ ভালোবাসা। তার পাঠানো ফুল ও কেক পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিশির।

সামাজিক মাধ্যমে কেক ও ফুলের ছবি পোস্ট করে শিশির লেখেন, 'আমাকে বিশেষ অনুভব করাতে সে (সাকিব) কখনো ব্যর্থ হয়নি। এমনকি ব্যস্ত সময়েও সে জন্মদিনের কিছু ভালোবাসা পাঠিয়েছে। কাউকে বিশেষ অনুভব করানোর জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই।'

২০১২ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ সাকিব-শিশিরের ঘর আলো করে পৃথিবীতে এসেছে তিন সন্তান। এর মধ্যে বড় মেয়ে আলাইনা আল হাসানের বয়স পেরিয়েছে ৮ বছর। আলাইনার পর জন্ম হয় মেয়ে ইরাম হাসানের। ২০২০ এর এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করে ইরাম। এরপর ২০২১ এর মার্চে ছেলে ইজাহ আল হাসানের জন্ম হয়।

ফিরে দেখা-২০২৩

জোকোভিচের অমরত্বের বছর

রানা শেখ: আরেকটি বছর যখন শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখন কালের কণ্ঠ স্পোর্টস তুলে আনার চেষ্টা করছে পেছনে ফেলে আসা মণি-মুক্তা। ২০২৩ সালে সারা বিশ্বের জনপ্রিয় সব খেলার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব মেলানোর পালায় আজ থাকছে ক্রিকেট, ফুটবলের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অন্যান্য খেলার সালতামামি:

আগ্রাসন, আধিপত্য, অপ্রতিরোধ্য, সাফল্য। আগ্রাসনের নিরিখে, আধিপত্যের ধারাবাহিকতা আর সাফল্যের খতিয়ানে কেউ যে সব কিছুকে ছাপিয়ে যেতে পারেন সেটা টেনিস বিশেষজ্ঞ থেকে সমর্থক, ভেবে দেখেনি কেউই। কিন্তু সেটাই করে দেখিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ।

মনে রাখার মতো আরেকটি বছর পার করেছেন সার্বিয়ান এই তারকা। শুধু মনে রাখা বললে নিখাদ ভুলই হবে। ২০২৩ সালে এই কিংবদন্তি এমন কিছু করেছেন, যা আপনার মনে গেঁথে থাকবেই। ৩৬ বছর বয়সে এসেও যেন টেনিস কোর্টে দুর্বার তিনি।

এই বছর চার গ্র্যান্ড স্লামের তিনটিই জিতে গড়েছেন অনন্য রেকর্ড। ২২ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা রাফায়েল নাদালকে ছাড়িয়ে ছেলেদের টেনিসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জিতে ছুঁয়েছেন সাবেক নারী টেনিস তারকা মার্গারেট কোর্টের কীর্তি।

জোকোভিচ বছরের শুরুটা করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে। ফাইনালে স্তেফানো সিসিপাসকে হারিয়ে রাফায়েল নাদালের কীর্তি ছুঁয়ে ফেলেন। এরপর ফ্রেঞ্চ ওপেনেও আধিপত্য ধরে রাখেন তিনি। ফাইনালে ক্যাস্পার রুডকে সরাসরি ৩-০ সেটে হারিয়ে ছাড়িয়ে যান নাদালকে। বছরের শেষে এসে জিতেছেন ইউএস ওপেন। সেই সঙ্গে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো এটিপি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে থেকে বছরও শেষ করেছেন।

জোকোভিচের রাজত্বে বছরে অপার সম্ভাবনা নিয়ে উত্থান হয়েছে কার্লোস আলকারাজ নামের এক তরুণের। য়স ২০ না পেরোনো এই স্প্যানিয়ার্ড এ বছর জিতেছেন উইম্বলডনের শিরোপা। সেটাও আবার একের পর এক রেকর্ড গড়তে থাকা নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে। জুলাইয়ে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টের ঘাসের পিচে চার ঘণ্টা ৪২ মিনিটের স্নায়ুযুদ্ধের লড়াইয়ে জোকোভিচকে হারিয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জেতেন আলকারাজ।



ছেলেদের টেনিসে একক আধিপত্য থাকলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটেছে এর উল্টোটা। চার গ্র্যান্ড স্লাম ভাগাভাগি করে নিয়েছেন চারজন। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতেন বেলারুশ তারকা আরিয়ানা সাবালাংকা। ফ্রেঞ্চ ওপেনের মুকুট পরেন পোল্যান্ডের ইগা শিয়াতেক। উইম্বলডন জেতেন উন্মুক্ত যুগে প্রথম অবাছাই হিসেবে খেলতে আসা চেক প্রজাতন্ত্রের মারকেতা ভনদ্রোসোভা। র‍্যাংকিংয়ের ৪২ নম্বর হিসেবে খেলতে এসে ফাইনালে হারিয়ে দেন উনস জাবেউরকে। আর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন জিতেছেন কোকো গফ। মাত্র ১৫ বছর বয়সে উইম্বলডনে অংশ নিয়ে হৈচৈ ফেলে দেওয়া গফ ১৯ বছর বয়সে জিতে নেন ইউএস ওপেন শিরোপা।

বিশ্ব অ্যাথলেটিকস পেয়েছে নতুন দ্রুততম মানব। উসাইন বোল্টের পর অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাকে ঝড় তোলার মতো গত কয়েক বছরে সে রকম কারোর আগমন হচ্ছিল না। এ বছর তেমনই একজনকে পাওয়া গেছে। তিনি নোয়াহ লাইলস। ট্র্যাকে ঝড় তুলে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটারের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট নিজের করে নেন। শুধু তা-ই নয়, ২০০ মিটারের পাশাপাশি ৪ বাই ১০০ মিটার রিলের সোনাও জিতে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই দৌড়বিদ। মেয়েদের আথলেটিকসও পেয়েছে নতুন দ্রুততম মানবী। ১০০ মিটারের শ্রেষ্ঠত্ব জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শাকারি রিচার্ডসন। ফর্মুলা ওয়ানে রাজত্ব ধরে রেখেছেন মাক্স ভেরস্টাপেন। বছরের ২২টি গ্রাঁ প্রি র ১৯টিতেই প্রথম হয়েছেন নেদারল্যান্ডসের নাম্বার ওয়ান এই তারকা। ১৯তম এশিয়ান গেমসে দাপট ছিল স্বাগতিক চীনের। ২০১ সোনা, ১১ রুপা এবং ৭১টি ব্রোঞ্জ জিতে পদক তালিকার শীর্ষে থেকে আসর শেষ করে চীন।

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)

নব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি ২০২৪-২০২৫



President
Mohammed Salim (Haroun)
Karnafully Travel Inc.



Vice President
Mohammed K. Rahman
Rahamania Travel



Treasurer
Md. Shamsuddin (Bashir)
World Tours & Travel



Join Secretary
Mohammad Abul Kalam Azad
Nabila Travel



General Secretary
Masud Morshed
Skyland Travel



Organizing Secretary
ASM Mainuddin Pinto
Ankhor Travel Inc.



Cultural & Educaiton Secretary
Shamol Talukder
SS Travel



Executive Members
Nazrul Islam
Digital Travel Astoria



Executive Members
Mohammed Farhad Uddin
Jannat Travel



Executive Members
Mohammed K Zaman (Ranju)
Express Air Travel



Executive Members
Rupak Barua
Belal Travel, Brooklyn

আটাবের (ATAAB) শপথ গ্রহণ ২৬শে ডিসেম্বর

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (ATAAB) এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি হলে। উক্ত অনুষ্ঠানে নব নির্বচিত কমিটিকে শপথ নামা পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাং এম রহমান, স্বত্বাধিকারী (মেঘনা ট্রভেলস)।

শপথ গ্রহণ শেষে নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদকের সঞ্চালনায় বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ কে রহমান স্বত্বাধিকারী (রহমানীয়া ট্রভেলস্) বক্তব্য রাখেন এবং বিগত বৎসরের কিছু কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন তার বক্তব্যে নব নির্বাচিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে কিছু পরামর্শ মূলক উপদেশ দেন এবং বলেন, কিভাবে আটাবকে (ATAAB) আরোও গতিশীল করা যায় সেই দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

নবনির্বচিত সভাপতি মোহাং সেলিম (হারুন) স্বত্বাধিকারী (কর্ণফুলি ট্রাভেলস্) তার বক্তব্যে বলেন, ঐকের কোন বিকল্প নেই, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাই। যাতে যাত্রী সেবার মান আরও উন্নত করা যায়, সেই সাথে ভ্রমনের নিশ্চয়তা এয়ারপোর্টে যাতে কোন যাত্রীর বিড়ম্বনার শিকার হতে না হয়, সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যাত্রীর আস্থাই হবে সংগঠেনের মূল লক্ষ্য। তিনি আরোও বলেন, আমরাই যাত্রীদের শতভাগ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। অনলাইন থেকে আমাদের তথা ট্রাভেল এজেন্সির টিকেটের মূল্য অবশ্যই কম থাকবে এবং যাত্রীদের ভ্রমনের ক্ষেত্রে কিভাবে টিকেট নিলে সহজ ভাবে গন্তব্যে পৌছানো যায় সেদিকে তিনি আলোকপাত করেন।

তিনি উপস্থিত সাংবদিক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা যদি থাকে, ইনশাল্লাহ্ ATAAB এর ভবিষ্যত পরিকল্পপনা বাস্তবায়ন হবে। আপনাদের মাধ্যমেই গ্রাহকদের কাছে সকল সংবাদ পৌছানো সম্ভব, পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যই নিজ নিজ মতামত পেশ করেন এবং এরই ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ সহ আগামীতে করনীয় বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করা হয়। সবশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

Happy
NEW YEAR
2024

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা



GIASH AHMED

প্রেসিডেন্ট
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন, জেবিবিএ
FORMER SENATOR CANDIDATE
New York State Senate, District 13, Queens
MEMBER
National Executive Committee BNP
FORMER PRESIDENT
America Bangladesh Chamber of Commerce
CHAIRMAN / CEO
Immigrant Elder Home Care. LLC
MEMBER
Central Committee of Golden Jubilee of Bangladesh Independence
CHAIRMAN
FOBANA

OFFICE : 37-05 74 ST. 2ND FLOOR, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 CONTACT: 917-744-7308

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার
আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি
মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র এর প্রধান উপদেষ্টা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আতিকুর রহমান সালু'র স্মরণে



নাগরিক শোকসভা

৭ই জানুয়ারী ২০২৪ রোববার, বিকাল ২টা

স্থানঃ গুলশান টেরেস

59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377

একে অপরকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিন।
আপনারা সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
টিপু সুলতান
৯১৭-২৯১-৬২৮৯

সদস্য সচিব
মোঃ আলী ইমাম সিকদার
৩৪৭-৭৭৪-৬৪৬৯

সার্বিক সহযোগিতায়: মোহাম্মদ হোসেন খান (৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬), গিয়াস আহমেদ (৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮), আবদুর রহিম হাওলাদার (৯১৭-৩০১-২০৬৩), মোহাম্মদ আলী (৯১৭-৩০২-০৪৪৩), কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন (৩৪৭-৭২৮-৭৪৪৪), বেলাল মাহমুদ (৬৪৬-৬৪২-৮৯৯৪), কাজী আজম (৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮), শাহ্ নেওয়াজ (৬৪৬-৫৯১-৮৩৯৬), ইমরান আনসারী (৩৪৭-৮৬৬-৭৩৬৫), আমিন মেহেদী (৯১৭-৬০১-১৬৫০), নূর আমিন (৭১৮-৫৫৯-২৪২১), মঈনুদ্দীন নাসের (৯১৭-৪৪৬-৩৬৩২)।



নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
NARSINGDI ZILLA SOMITY USA INC

নতুন বছর
উজ্জল
হয়ে উঠুক
নতুন আলোয়
নতুন আশায়

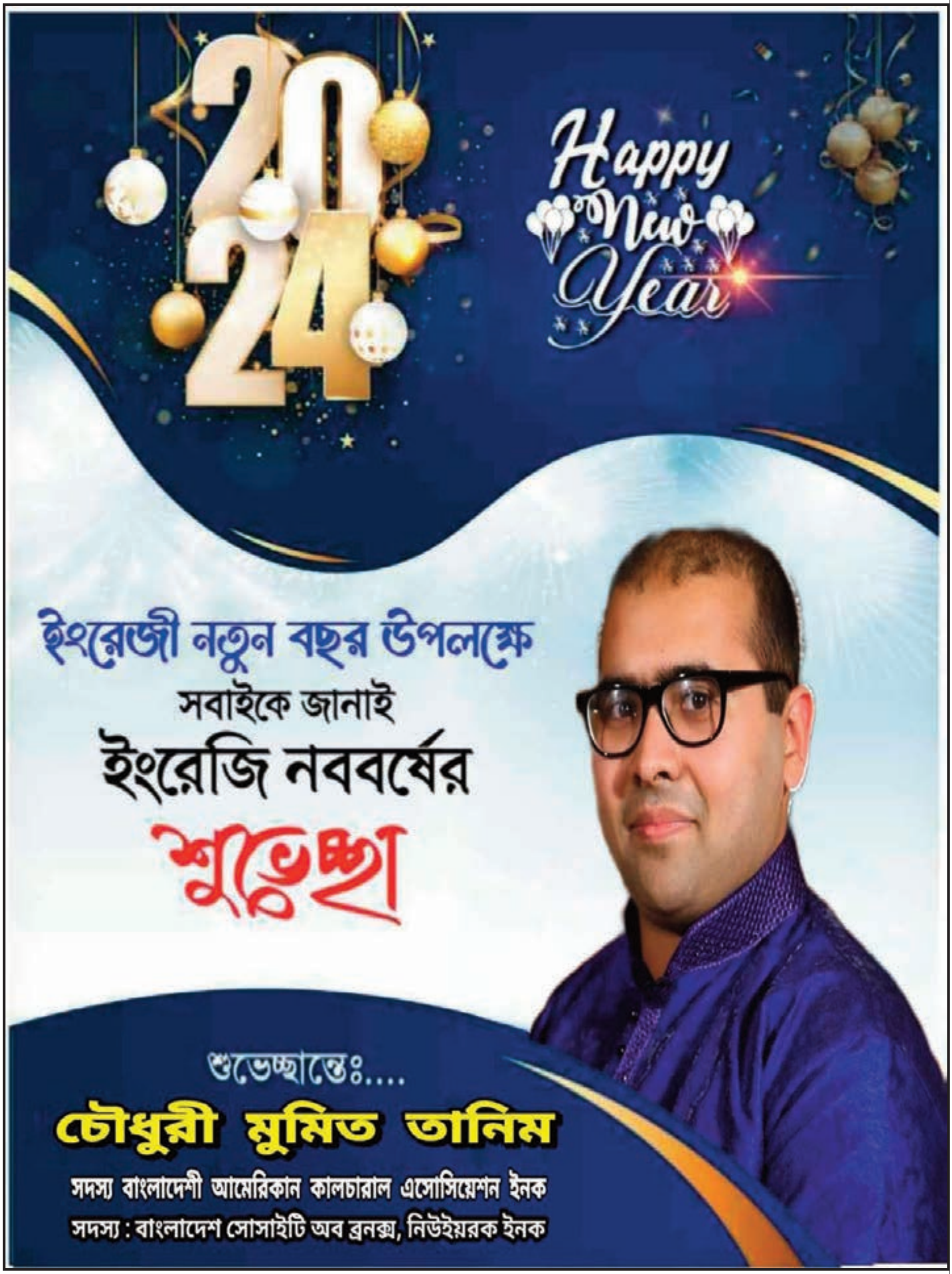
Happy
New Year
2024



মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সভাপতি
917-543-1892



ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
646-250-9997


2024
Happy New Year
ইংরেজী নতুন বছর উপলক্ষে
সবাইকে জানাই
ইংরেজি নববর্ষের
শুভেচ্ছা
শুভেচ্ছান্তেঃ....
চৌধুরী মুমিত তানিম
সদস্য বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক
সদস্য : বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রনক্স, নিউইয়রক ইনক

ZAKIR CPA PLLC
Certified Public Accountants

2024

HAPPY NEW YEAR



Zakir Choudhury, CPA
929-207-1516
info@zakircpa.com
www.zakircpa.com
2152B Westchester Ave, Bronx, NY - 10462

ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

BACA

শুভ নববর্ষ

HAPPY NEW YEAR

2024



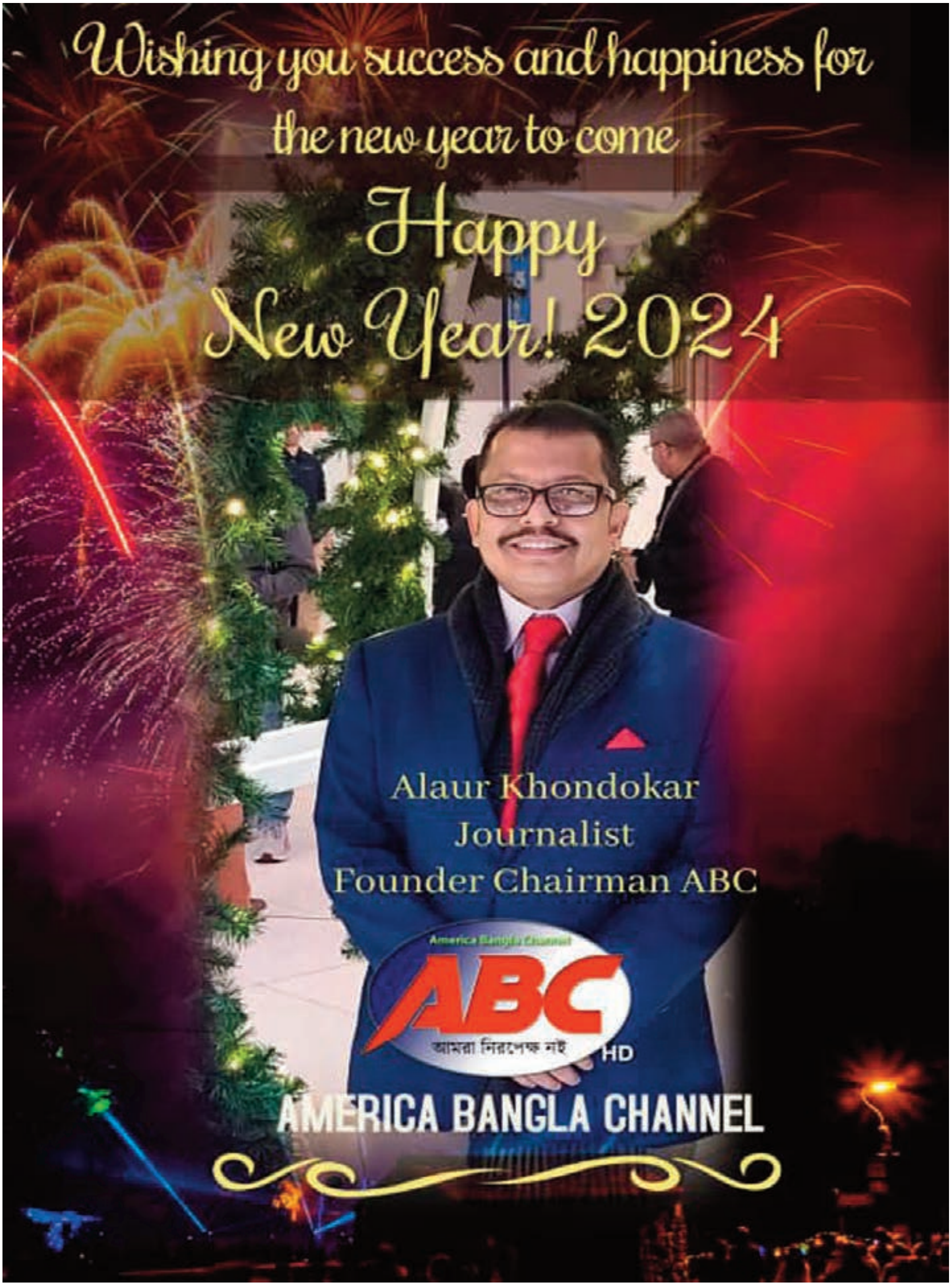
May the New Year
bring you joy, peace,
and fulfilment.
Happy New Year 2024!



Sarwar Chowdhury
President

Badruzzaman Rohel
G. Secretary

Bangladeshi American Cultural Association Inc. (BACA)


Wishing you success and happiness for
the new year to come
Happy
New Year! 2024
Alaur Khondokar
Journalist
Founder Chairman ABC
ABC
আমরা নিরপেক্ষ নই
HD
AMERICA BANGLA CHANNEL


HAPPY NEW YEAR
2024
সামসুদ্দীন আজাদ
সহ সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ


Happy New Year
2024
Courtesy:
IJ CREATIVE
EDITORIAL
NEW YEAR
NEW HOME
Thinking of making a move in the new year?
We Can Help!
EXIT REALTY PRIME
Sultana Rahmna
NYS Licensed Realtor
646-520-7559
Shomirul Islam (Bablu)
NYS Licensed Realtor
347-829-0630
Call us:
929-372-7445
info@ijcreative.solutions
www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Avenue
Jamaica, New York 11432
DESIGN
PRINTING
MARKETING
MAILING



এম ফজলুর রহমান

সিনিয়র সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

সাবেক সাধারণ সম্পাদক

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, যুক্তরাষ্ট্র



মো: আমিনুল হোসেন

সাবেক সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্ক সিটি যুবলীগ

সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ



আইরিন পারভীন

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ





Bumbula Enterprise Inc.

Auction House, Buying & Selling



Investor

Moynu Zaman Chowdhury

Cell: 718-791-3372

BD: 0170 3847216

Email: moynuc@gmail.com


2024
HAPPY NEW YEAR
Mohammed F Islam Delwer
Member, NRB World
Community Activist & Businessman
Member
Community Board #8 Queens
Founder & President
Jamaica Bangladesh Friends
Society, Inc. New York
President
American Bangladeshi Business Alliance
Founder & President, Bangladeshi
Americans United For Progress


BACA
ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা
HAPPY NEW YEAR
2024
May the New Year bring you joy, peace, and fulfilment.
Happy New Year 2024!
Ahbab Chowdhury
Former President & Executive Member
Bangladeshi American Cultural Association Inc. (BACA)


Happy New Year
2024
MAY THE COMING YEAR BE A CANVAS OF BEAUTIFUL MOMENTS, A PALETTE OF VIBRANT EXPERIENCES, AND A MASTERPIECE OF PERSONAL ACHIEVEMENTS. HAPPY NEW YEAR!
MOYNU ZAMAN CHOWDHURY
COMMUNITY ACTIVIST

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দেশে এবং প্রবাসে সকলকে

ইংরেজী নববর্ষের

শুভেচ্ছা



প্রেসিডেন্ট
সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ

সাবেক মেম্বার সেক্রেটারী
ফোবানা ২০১৯

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ

সাবেক নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক

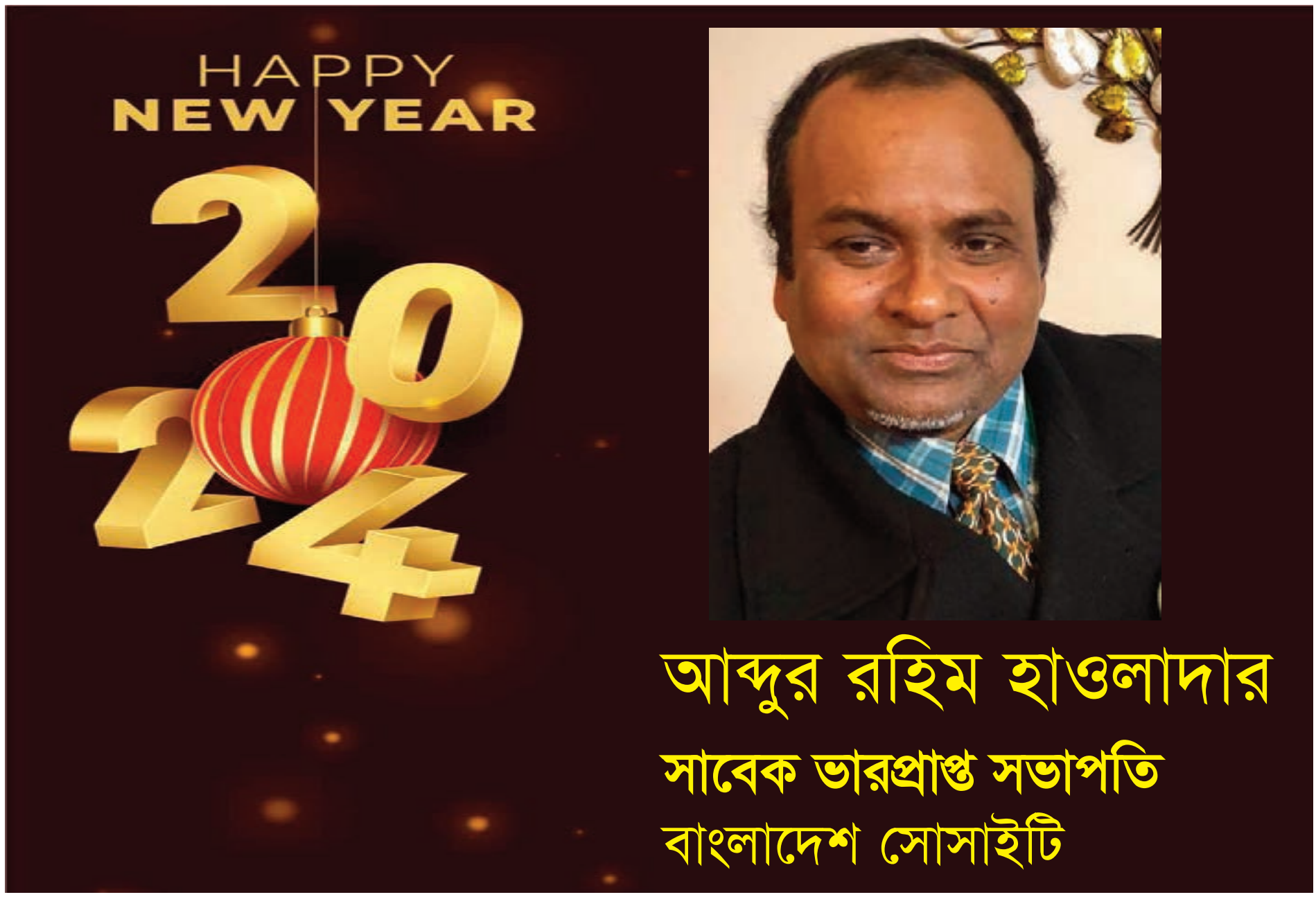
সদস্য স্টিয়ারিং কমিটি
ফোবানা

প্রেসিডেন্ট
হ্যারিটেজ কনষ্ট্রাকশন

ফিরোজ আহমেদ
FIROZ AHMED

Community Activist, Politician & Businessman

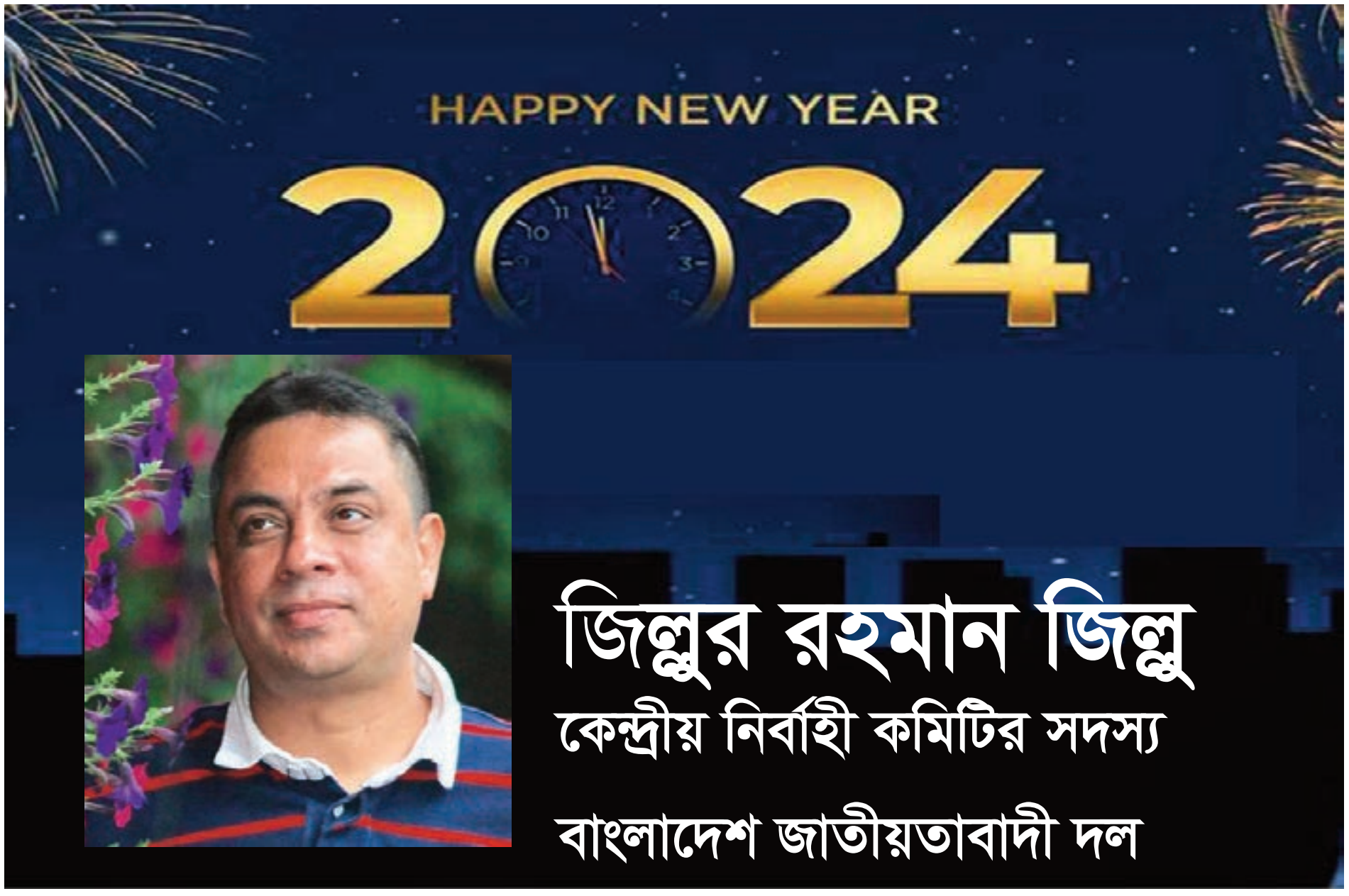
917-400-1176 Firozus@gmail.com



আব্দুর রহিম হাওলাদার

সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

বাংলাদেশ সোসাইটি



জিল্লুর রহমান জিল্লু

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

Happy new Year 2024



HAPPY
NEW YEAR
2024



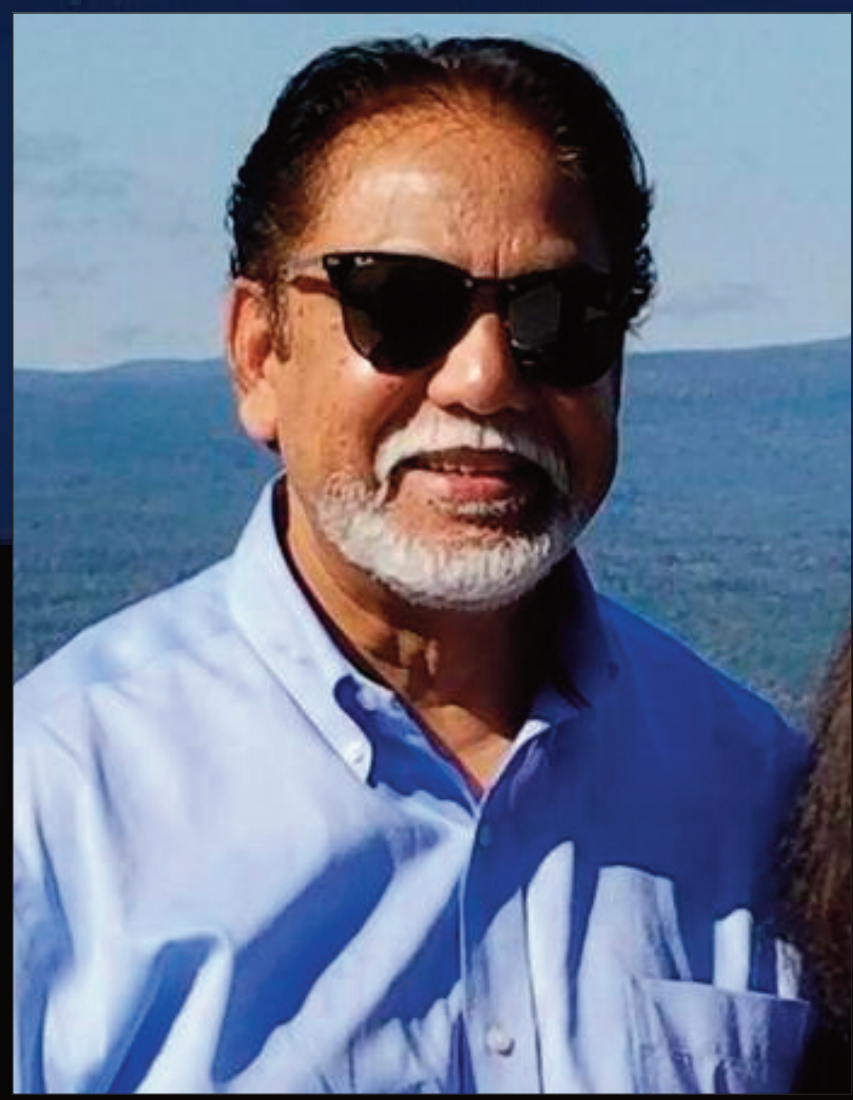
কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

HAPPY NEW YEAR

2024



জান ফাহিম

বিশিষ্ট্য রিয়েলটর

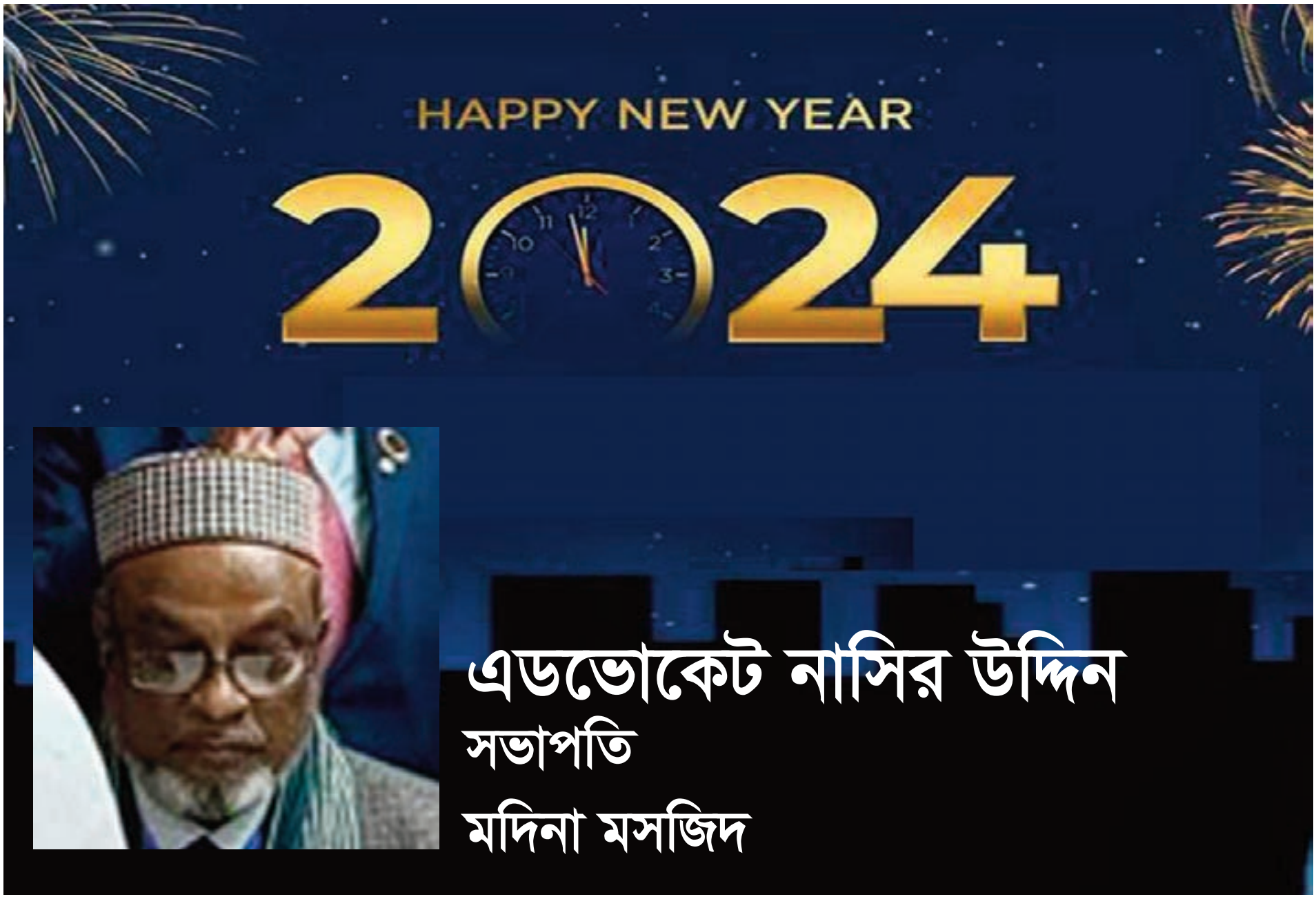

HAPPY
NEW
YEAR

Happy New Year 2024



রফিক পাটোয়ারি

বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী


HAPPY NEW YEAR
2024
এডভোকেট নাসির উদ্দিন
সভাপতি
মদিনা মসজিদ


ZAKIR CPA PLLC
Certified Public Accountants
2024
HAPPY NEW YEAR
Zakir Choudhury, CPA
929-207-1516
info@zakircpa.com
www.zakircpa.com
2152B Westchester Ave, Bronx, NY - 10462

Happy New Year 2024



MOHAMMAD KAMRUZ ZAMAN (KAMRUL)

Khaamar Baari
Khaamar Baari Super Market
Island Fresh Super Market
CK Frozen Fish & Food
Deshi Distributors
Reliable Home Care

Happy New Year 2024



হারুন ভূভূইয়া

বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী, জ্যাকসন হাইটস

ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে ‘হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ’, নানা প্রশ্ন

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ব্রিটেনে ‘হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ’ আছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে টাকা নেয়া জটিল প্রক্রিয়া হলেও ভূমিমন্ত্রী কিভাবে বিদেশে এতো সম্পদ গড়ে তুলেছেন সেটি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। তবে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সম্প্রতি তার নির্বাচনী এলাকায় এক জনসভায় দাবি করেছেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন তিনি। মন্ত্রী বৈধ নাকি অবৈধ উপায়ে এ অর্থ আয় করেছেন সেটি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, বিদেশে তিনি এতো টাকা নিয়ে গেলেন কিভাবে?

গত ২৬ ডিসেম্বর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, এক মন্ত্রীর বিদেশে দুই হাজার ৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। তবে তিনি নির্বাচনী হলফনামায় এ তথ্য দেননি। ওই সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি ওই মন্ত্রীর নাম প্রকাশ করেনি। এর একদিন পরে দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্ট হয় যে নাম প্রকাশ না করা সেই মন্ত্রী হচ্ছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

বেশ কয়েকটি পত্রিকায় মন্ত্রীর পরিচয় প্রকাশ হবার পরে বিষয়টি জানতে চাওয়াও হয় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান-এর কাছে। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, তারা যে মন্ত্রীর সম্পদের বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেছিলেন তিনি ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীই ছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অর্থ নেয়ার সুযোগ থাকলেও তা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এছাড়া মন্ত্রী যে খাতে যে পরিমাণ অর্থ নিয়েছেন তা এই প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত নয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান ‘রিয়েল এস্টেট খাত, যে ক্ষেত্রে এই ইনভেস্টমেন্টগুলো, এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো কোন অনুমোদন দেয়নি।’

ভূমিমন্ত্রী কী বলছেন?

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সাথে বিবিসি বাংলার তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলেও তার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নাম প্রকাশিত হবার পর চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন তিনি। তিনি বলেন, ‘আমি এক টাকাও দুর্নীতি করেছি কেউ বলতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। এমপি, মন্ত্রী হলেও আমি ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। ব্যবসা করেছি, ব্যবসা না করে আমি উপোস করে থাকব? চুরি করবে নাকি আমি? মানুষের হক খেয়ে তো আমি চলতে পারব না। হারাম পয়সার আমার দরকার নেই। আমার পদ বেচে আমি ব্যবসা করি না, আমার এই পদের অনেক আগে, আমার বাবাও ব্যবসায়ী ছিলেন, আমিও ব্যবসায়ী ছিলাম।’ চৌধুরী বলেন, ‘আমি মনে করি রাজনীতি এবং এই এমপি-মন্ত্রী এগুলো আল্লাহর রহমত। মানুষকে দেয়ার মন-মানসিকতা থাকতে হবে, দেশের মানুষের জন্য করতে হবে, সেবা করতে হবে।’

সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, এসব সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য দুই হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি। ভূমিমন্ত্রী নিজে এবং তার স্ত্রী মিলে বিদেশী অন্তত ছয়টি কোম্পানি পরিচালনা করছেন বলে তথ্য দেয়া হয়। যেগুলোর মূল্য ১৬ দশমিক ৬৪ কোটি পাউন্ড বা দুই হাজার ৩১২ কোটি টাকা বলে জানানো হয়।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে গিয়ে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নামে অন্তত ছয়টি কোম্পানি পাওয়া যায় যার সবগুলোই আবাসন ব্যবসার সাথে যুক্ত। এগুলো হচ্ছে, জেডটিজেড প্রোপার্টি ভেনচার্স লিমিটেড, আরামিট প্রোপার্টিজ লিমিটেড, রুখমিলা প্রোপার্টিজ লিমিটেড, সাদাকাত প্রোপার্টিজ লিমিটেড, জেবা প্রোপার্টিজ লিমিটেড এবং জারিয়া প্রোপার্টিজ লিমিটেড। এই সবগুলো কোম্পানিরই পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। এরমধ্যে শুধু রুখমিলা প্রোপার্টিজ লিমিটেডের পরিচালক পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কোম্পানিটির ঠিকানা লন্ডনের ওয়ারউইক লেন। বাকি সবগুলো কোম্পানির ঠিকানা লন্ডনের ডেভনশায়ার স্কয়ার উল্লেখ করা হয়েছে।



মন্ত্রী টাকা কীভাবে নিয়েছেন?

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, বিদেশে বিনিয়োগ করার নিয়ম নেই। এমনটি একজন ব্যক্তি বৈধভাবে বছরে ১২ হাজার ডলারের বেশি নিয়ে যেতেও পারেন না। এমন অবস্থায় সরকারি একজন মন্ত্রীর বিদেশে এতো সম্পদের মালিক হওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে। ভূমি মন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ থাকার বিষয়টি সামনে আনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যে উৎসগুলো থেকে তারা মন্ত্রীর এসব সম্পদের বিষয়ে জানতে পেরেছেন তা উন্মুক্ত ওয়েবসাইট। সেখানে শুধু সম্পদের হিসাব রয়েছে। কিন্তু এসব সম্পদ গড়তে মন্ত্রী কোনো উপায়ে অর্থ নিয়েছেন তা বলা হয়নি। যার কারণে মন্ত্রী কীভাবে অর্থ নিয়ে গেছেন সেটি তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো চাইলে সেটা তদন্ত করে বের করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। এক্ষেত্রে দরকার হলে বিদেশি সহায়তাও নেয়া যেতে পারে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য-দুদেশই জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনের সদস্য। ফলে এই দুই দেশ চাইলে যৌথভাবে কাজ করতে পারবে। সেই সুযোগ ছাড়াও আইনি কাঠামো আছে। তিনি বলেন, ‘সরকার চাইলে বিএফআইইউ (বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট)-এর নেতৃত্বে, দুর্নীতি দমন কমিশন, সিআইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এ ধরণের সংস্থাগুলো যদি সঠিকভাবে চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই সবকিছুই বের করা সম্ভব।’

টিআইবির এই নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, নিয়ম অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ১২ হাজার ডলারের বেশি দেশ থেকে বিদেশে নিতে পারেন না। সেই বিবেচনায় ভূমিমন্ত্রী যে পরিমাণ অর্থ নিয়েছেন তা এই সীমার চেয়ে অনেক বেশি। তাই এই বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট কিছু খাতে অর্থ নেয়ার অনুমোদন দিলেও সেই শ্রেণিতেও ভূমি মন্ত্রীর অর্থ নেয়ার সুযোগ নেই বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ‘রিয়েল এস্টেট খাত। যে ক্ষেত্রে এই ইনভেস্টমেন্টগুলো। এটার জন্য আমাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো কোনো অনুমোদন দেয়নি।’ এ বিষয়ে সাবেক ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘যে পরিমাণ অর্থ নেয়া হয়েছে তা মূলত অবৈধ উপায়ে পাচার করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’

এ বিষয়ে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আইন কী বলে?

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি অনুযায়ী, ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশের বাসিন্দারা প্রতি বছর মাথাপিছু সর্বোচ্চ ১২ হাজার ইউএস ডলার নিতে পারবেন। বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হলে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে আরো ১০ হাজার ডলার নেয়ার বিধান রয়েছে। এর বেশি পরিমাণ অর্থ দরকার হলে আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশের বাসিন্দারা দেশের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠানোর নিয়ম নেই।

এছাড়া বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাংলাদেশীদের জন্য উন্মুক্ত নয়। কারণ বাংলাদেশী টাকা মূলধনী খাতে রূপান্তরযোগ্য ঘোষিত নয়। যার কারণে বাংলাদেশী মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করে পাঠানোর সুযোগ নেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান জানান, সাম্প্রতিক সময়ে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুমতি দেয়। তবে সেটা সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক। তিনি বলেন, ‘বিদেশে ইন্ডাস্টি গড়তে চায় এমন ব্যক্তিদেরকে (অনুমতি দেয়)। তবে সেটার সুনির্দিষ্ট খাত আছে এবং সুনির্দিষ্ট অনুমোদন লাগে।’

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বাইরে বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়। তবে কোনো সম্পত্তি কেনার জন্য অনুমতি দেয়া হয় না। এই অনুমোদন মিলিতভাবে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-বিডা।

মনসুর বলেন, ‘এই দুই প্রতিষ্ঠান এক সাথে বসে, সেটা অ্যাপ্রুভ করে। তখন সেই টাকা বাইরে নিয়ে সেই ইন্ডাস্টি তারা করতে পারে। সেটা সিলেকটিভলি এবং একেবারে কেস বাই কেস দেয়া হয়। সেটা এক্ষেত্রে পড়বেই না।’ উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, গার্মেন্টস শিল্প হয়তো ইথিওপিয়াতে কোনো শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের অনুমোদন দেয়া হতে পারে। আবার কোনো কোম্পানি যদি অন্য কোনো দেশে আউটলেট বা দোকান করতে চায় তাহলে সেটা হতে পারে। একইভাবে হতে পারে দেশের কোনো ফার্নিচার কোম্পানি যদি মালয়েশিয়াতে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়তে চায় সেক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে। এই ধরণের বিশেষ ও বাছাই করা কিছু ক্ষেত্রে দেশের বাইরে বিনিয়োগ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয় যেগুলো মোটেই সহজ নয় বলে জানান তিনি। মনসুর বলেন, ‘সেখানে তাদের নিয়মিত রিপোর্টিং করতে হয়, তাদের ডিভিডেন্ড আনতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।’ সূত্র : বিবিসি

মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিদেশে ২৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা

ঢাকা ডেস্ক: বিদেশে ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী হলফনামায় তা উল্লেখ করেননি একজন মন্ত্রী। গত ২৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার এমন তথ্য প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি। তবে মন্ত্রীর নাম প্রকাশ করেনি সংস্থাটি। টিআইবি’র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল- যদি সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ ওই তথ্যসূত্র জানতে চায় তাহলে প্রকাশ করা হবে। দুর্নীতি বিরোধী এই সংস্থার দেয়া তথ্যের সূত্র ধরেই নাম জানা গেছে সেই মন্ত্রীর। তিনি ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

প্রকাশিত তথ্যমতে, মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি কোম্পানি এখনো বিদেশে সক্রিয়ভাবে আবাসন নির্মাণ (রিয়েল এস্টেট) ব্যবসা পরিচালনা করছে। সেগুলোর মূল্য ১৬ দশমিক ৬৪ কোটি পাউন্ড বা ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। মন্ত্রী তার হলফনামায় বিদেশে থাকা সম্পদের ব্যাপারে তথ্য দেননি।

মঙ্গলবার টিআইবি’র সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মন্ত্রী ২০১০ সালে প্রথমে একটি কোম্পানি খোলেন, যার বর্তমান সম্পদ মূল্য ১ দশমিক ৭৩ কোটি পাউন্ড। এরপর ২০১৬ সালে আরেকটি কোম্পানি খোলেন, যার বর্তমান সম্পদ মূল্য ৭ দশমিক ৩১ কোটি পাউন্ড।

২০১৯ সালে তৃতীয় কোম্পানি খোলেন, যার বর্তমান সম্পদ মূল্য দশমিক ৭৯ কোটি পাউন্ড। তিনি ২০২০ সালে চতুর্থ কোম্পানি চালু করেন, যার সম্পদ মূল্য ২ দশমিক ১৫ কোটি পাউন্ড এবং ২০২১ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ কোম্পানি খোলেন, যেগুলোর বর্তমান সম্পদ মূল্য ৩ দশমিক ২২ কোটি পাউন্ড।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রীর নাম জানতে চাইলে টিআইবি’র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যেহেতু তথ্য গোপনের ব্যাপার রয়েছে এবং তিনি (মন্ত্রী) নিজে তা প্রকাশ করেননি। সে কারণে তার নাম প্রকাশ করা টিআইবি’র এখতিয়ারবহির্ভূত।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য আখতারুজ্জামান চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে উপনির্বাচনে বাবার আসনে এমপি হন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। পরে দশম ও একাদশ সংসদেও আনোয়ারা আসন থেকে এমপি হন তিনি। গত ৫ বছর ধরে তিনি ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগের ৫ বছর একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।



বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমানের মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান এর মমতাময়ী মা সখিনা খাতুন (৮৬) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বার্ধক্য জনিত কারনে গত ২৪ ডিসেম্বর, রোববার রাজধানী ঢাকার একটি হসপতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি ১০ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।



জানা যায়, মরহুমার ৮ পুত্র ও ২ কন্যা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এবং এক পুত্র ও এক কন্যা বাংলাদেশে বসবাস করেন। মরহুমার মরদেহ পরদিন কুমিল্লায় তার গ্রামের বাড়ীতে স্বামীর কবরের পাশে দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ: বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান এর মায়ের মৃত্যুতে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা গভীর শোক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এক শোকবার্তায় সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল উদ্দিন জনি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং সকল প্রবাসীদের কাছে দোয়া কামনা করে বলেছেন যাতে মরহুমাকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন। আমিন।

যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম বানাবে ভারত-রাশিয়া

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ ডিসেম্বর : রাশিয়া ও ভারত যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করবে। ইতোমধ্যে এ উদ্যোগে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। মস্কো সফররত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা জানান তিনি।

বুধবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের স্বার্থে এ ধরনের সহযোগিতা স্বাভাবিক কৌশলের অংশ। এটি ইউরেশিয়ান অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

ল্যাভরভ আরও বলেন, সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে বৈচিত্র্য আনতে ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে রাশিয়া সম্মান জানায়। নয়াদিল্লি ভারতের জন্য দরকারি যেসব সরঞ্জাম তৈরি করতে চায়, সে বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত মস্কো।

সফরকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও জয়শঙ্কর বৈঠক করেন বলে জানিয়েছেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ।

এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আগামী বছর রাশিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুতিন। ক্রেমলিনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠককালে এ আমন্ত্রণ জানান রুশ প্রেসিডেন্ট।





কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরি ও জামাল বওম্যানের সাথে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) কমিটির নেতৃবৃন্দ গত ২৫ ডিসেম্বর কুইন্সে ডেমক্রেটিক পার্টির মাইনোরিটি গ্রুপের নেতা কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরি ও কংগ্রেসম্যান জামাল বওম্যান এর সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত করেন। নেতৃবৃন্দ দুই কংগ্রেসম্যানের সাথে স্বাক্ষাতকালে বাংলাদেশে বিরাজমান অগণতান্ত্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলে ধরে দলের পক্ষ থেকে একটি চিটি তাদের নিকট হস্তান্তর করেন।

কংগ্রেসম্যান জামাল বওম্যান চিটিটি গ্রহণ করে পরবর্তীতে এর অগ্রগতি জানাবেন বলে তাদেরকে অবহিত করেন এবং হেকিম জাফরির পক্ষে চিটিটি গ্রহণ করেন তার অফিসের ডাইরেক্টর অব অপারেশন্স মিস মেরি ফিগুরেয়া। এসময় নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, যুগ্ম আহবায়ক এ জি এম জাহাঙ্গীর হোসাইন, আনোয়ার জাহিদ ও আহবায়ক কমিটির সদস্য লিয়াকত আলী উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ-এর সভায়

নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তরকালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের এক সভায় বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে অতীতের মত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। নিউইয়র্কের ফ্লোরাল পার্কের একটি রেস্তোরাঁয় গত ২৩ ডিসেম্বর শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত ঐক্য পরিষদের এক সভায় এ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের অন্যতম সভাপতি রণবীর বড়ুয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য দেন শিতাংশু গুহ, প্রদীপ মালাকার, অসীম সাহা, চন্দন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু গোপ, রিণা সাহা, পরেশ সাহা, রণজিৎ ভাদুড়ী, দিলীপ চক্রবর্তি, সুশিল সিনহা, সুকান্ত দাস টুটুল, হরিগোপাল বর্ম্মণ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ইতিমধ্যে বরিশাল নেত্রকোনা ও অন্যান্য স্থানে সংখ্যালঘু প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর হামলা, বাড়িঘর আক্রমণের খবর মিডিয়ায় আসছে, যা উৎকণ্ঠার কারণ। নির্যাতনের এই ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং নির্বাচনের পরও অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেন। তাই, কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদ নির্বাচনের পরেও তিনি সপ্তাহ সেনাবাহিনী মাঠে রাখার যে অনুরোধ জানিয়েছে এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে জোর সমর্থন জানানো হয়। বক্তারা বলেন, অতীতে বারবার নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিরও বিচার হয়নি, যার ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি নির্ভয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন করে। বক্তারা দু:খের সঙ্গে বলেন যে, ২০১৮ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও সংখ্যালঘু কমিশন বিলটি পাশ হলে সংখ্যালঘু নির্যাতকরা সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় লিপ্ত হতে সাহস পেত না; এবং আওয়ামী দলীয় জোট সরকার বিলটি পাশ করেনি বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা এ' ব্যাপারে দৃঢ়মত প্রকাশ করেন যে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত কোন প্রার্থীকে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ভোট দেওয়া উচিৎ হবে না।

সভায় হিজলায় পঙ্কজ দেবনাথের নির্বাচনী অফিস ভেঙ্গে ফেলা ও তাঁর সমর্থকের মারধরের সংবাদটি বিশেষ গুরুত্ব পায়; তা'ছাড়া, বরিশাল, নেত্রকোনা, ও মুন্সিগঞ্জে সংখ্যালঘু বিরোধী বক্তব্যের নিন্দা জানানো হয়। সভার পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় অগ্রীম ব্যবস্থা গ্রহন করতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান, বি.জি.বি. প্রধান, র‍্যাব প্রধান ও পুলিশের আইজিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়। বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, পঙ্কজ দেবনাথ ও অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হলে সংসদ অধিকতর গণতান্ত্রিক হবে, বিশ্বের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে এবং তা দেশের জন্যে মঙ্গলময় হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং সংখ্যালঘু প্রার্থীদের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহবান জানানো হয় সভায়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিনায় ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC



আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea NYSSCPA e-file

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন





নিউইয়র্ক থেকে আরজ মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়

নিউইয়র্ক: দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী নিউইয়র্কে উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা আরজ আলী মাতব্বরের মতাদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে জ্যাকসন হাইটসে ওপেন আইজ আয়োজিত এ অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় বাঙালী জনসমাজের প্রায় অর্ধশত মুক্তমনা ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

কমিউনিটি অ্যাকটিভিষ্ট মুজাহিদ আনসারীর সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক ও নাট্যকর তোফাজ্জল লিটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ আয়োজনের সংগঠক সঞ্জীবন কুমার সরকার। তিনি বলেন, ২০১৮ সাল থেকে নিউইয়র্কে আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে আজ যারা এখানে এসেছেন, তাদের পক্ষেই সম্ভব আরজ আলী মাতুব্বরের মতাদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ বলেন, তিনি সক্রেটিসের মতো প্রশ্ন করেছিলেন আমি কে? আমি কেন? আত্মার সঙ্গে আমার দেহের সম্পর্ক কি? পরকাল বলে কি কিছু আছে? নিজেকে জানার জন্যই তার এসব প্রশ্ন। তিনি সত্যের সন্ধানে সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন। যে সত্য জেনেছেন তা জীবনে ধারণ করে সবার মাধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি আরো বলেন, সত্য সার্বজনীন নয়। সত্য আপেক্ষিক, সত্যের চেহারা সবার কাছে একরকম নয়। তবে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, আমাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, উত্তর খোঁজাই সত্য সন্ধান।

অনুষ্ঠানে গবেষক জুয়েল মালিক বলেন, বাংলাদেশের বাঙালীর এক জীবনধর্মী দার্শনিক আকর কথা বলে গেছেন। সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মৃত্যুকে গীতকে মিথকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বিজ্ঞানমনস্কতার জয় গান গেয়েছেন। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বাস করে বিজ্ঞানের সকল সুবিধা গ্রহণ করে চেতনায় মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ধারণ করে আমরা গুজামিল ও সমঝোতা করে পদে পদে বিপদ ডেকে আনছি। আরজ আলী মাতব্বর গণিতকে বিজ্ঞানকে বিবর্তন কে প্রাধান্য দিয়েছেন আজ তার সৎ কর্মঠ চিন্তাশীল বিজ্ঞানমনস্ক এই চিন্তক প্রকৃতি ধারণ করে গড়ে ওঠা মন মননের চর্চা করেছেন যা আজ আমরা করতে বিব্রত হই তাই আসুন আরোজিও চেতনায় দীপ্ত হয়ে প্রশ্ন করতে শিখি বিজ্ঞানকে মেনে নিই মিত এবং গল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বাস্তব জীবনে প্রকৃতির জ্ঞান ধারণ করি।



অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠক ও রাজনীতিবিদ জাকির হোসেন বাচ্চু, সাংবাদিক আমানউদ্দৌলা, মাহমুদ মেনন, সাগর লোহানি, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, মাহবুব রহমান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান লিটন, ব্লগার শুভ ডি কষ্টা ও বেঙ্গলি ক্লাবের সভাপতি দিনেশ চন্দ্র মজুমদার। আবৃত্তি করেন ক্লারা রোজারিও।

দীলিপ কুমার মোদক বলেন, বিশ্বাস কখনও উত্তর দেয় না, বরং প্রশ্ন করাকে বন্ধ করে দেয়। যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে জীবনকে জানা ও চেনাই ছিলো তাঁর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। যা আমাদের আজকের সমাজের জন্য খুবই অপরিহার্য।

তানভীর কায়সার বলেন, আরো জওয়ালি মাতব্বরের অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে সেই বিষয়ে শুধু আলোচনা না করে আমাদের উচিত তার মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী সংকল্প গ্রহণ করা। তার জীবনে ধারণ করা অসাম্প্রদায়িকতা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের মুক্তি অভিসম্ভাব্য। তবে কোন নির্দিষ্টের ধর্মের অনুসারীর পক্ষে পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব নয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হাড় চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হাড় চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইভ কাটকিল, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, ফ্লাউন্ডার, ব্রিম, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফাইল	$ 17.99
আমিদ স্যালমন ফাইল	$ 17.99
আমিদ স্যালবাকেলো ফাইল	$ 9.99
ফোলার স্যালমন ফাইল	$ 18.99
পাতার স্যালমন ফাইল	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফাইল	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

প্রার্থীদের সম্পদ বৃদ্ধির রেকর্ড

১০ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ১৩৩-১০৬৩%

ঢাকা ডেস্ক: আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র হিসাবে যেসব প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন তাদের মধ্যে ১৮ জনের ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে) রয়েছে। কোটিপতি প্রার্থী রয়েছেন ৫৭১ জন। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সম্পদ গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে এক হাজারের বেশি থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী। রাজনীতিবিদ প্রার্থীর সংখ্যা একেবারেই কম। কোটিপতি প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগে রয়েছে ২৩৫ জন ও স্বতন্ত্র ১৬৩ জন।

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে 'নির্বাচনি হলফনামার তথ্যচিত্র : জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে?'-শীর্ষক প্রতিবেদনে এই বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়।

পাশাপাশি জনগণের জানার জন্য টিআইবি 'হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি' শীর্ষক একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছে। এই ড্যাশবোর্ডে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ছয় হাজার হলফনামার আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক-তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এই ড্যাশবোর্ড থেকে ঘরে বসেই ভোটাররা নিজ এলাকার প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। এর ফলে প্রার্থীদের ঘোষিত তথ্য সম্পর্কে একটি ধারণাও পাবেন।

টিআইবির তৈরি করা নির্বাচনি হলফনামার তথ্যচিত্র বিশ্লেষণী প্রতিবেদনটি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করেন গবেষণা দলের প্রধান মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন টিআইবির চেয়ারপারসন সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা (নির্বাহী ব্যবস্থাপনা) অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, পরিচালক শেখ মনজুর-ই-আলমসহ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তাদের কাছে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, সরকারের মন্ত্রিসভার অন্তত একজন সদস্যের নিজ নামে বিদেশে একাধিক কোম্পানি থাকার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু হলফনামায় তা দেখা যায়নি। এই মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি কোম্পানি এখনো বিদেশে সক্রিয়ভাবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনা করছে, যার মূল্য ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। এই মন্ত্রী তার হলফনামায় বিদেশে থাকা সম্পদের ব্যাপারে তথ্য দেননি।

উল্লিখিত মন্ত্রীর নাম জানতে চাইলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যেহেতু তথ্য গোপনের ব্যাপার রয়েছে এবং তিনি (মন্ত্রী) নিজে তা প্রকাশ করেননি, তাই টিআইবি তার নাম প্রকাশ করছে না। তবে সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ যদি টিআইবির কাছে জানতে চায়, তাহলে তারা তথ্যপ্রমাণসহ তা দেবেন।

টিআইবি ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের দেওয়া হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। এর মধ্যে সম্পদের যে ঘোষণা দিয়েছে তার আলোকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রার্থীরা হলফনামায় সম্পদ অর্জনের সময়ের মূল্য উল্লেখ করেছেন। সে আলোকে সম্পদের মূল্য অনেক কম। বাজার মূল্য ধরা হলে এ সম্পদের মূল্য আরও অনেক বেশি হতো। টিআইবি প্রার্থীদের ঘোষিত সম্পদ মূল্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

তথ্যচিত্র অনুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে ১৮ প্রার্থীর ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে) রয়েছে, তাদের মধ্যে ১০ জন আওয়ামী লীগ মনোনীত, ৮ জন স্বতন্ত্র। এই ১৮ জনের মধ্যে সবার ওপরে আছেন গোলাম দস্তগীর গাজী। তিনি বর্তমান বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী।



হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, তার সম্পদের (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে) মূল্য ১ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকার বেশি। এই তালিকায় আরও আছেন, এস এ কে একরামুজ্জামান, তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী। আওয়ামী লীগের ঢাকা-১ আসনের প্রার্থী সালমান ফজলুর রহমান। কুমিল্লা-৮ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন।

ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, তিনি আওয়ামী লীগের কুমিল্লা-৩ আসনের প্রার্থী। দিলীপ কুমার আগরওয়াল, তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী। আব্দুল মমিন মন্ডল, তিনি আওয়ামী লীগের সিরাজগঞ্জ-৫ আসনের প্রার্থী।

গাজী গোলাম মূর্তজা, তিনি নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী। মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, তিনি নরসিংদী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী। মোহাম্মদ সাঈদ খোকন তিনি ঢাকা-৬ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী। উল্লেখ্য, এবার দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করছেন। তথ্যচিত্রে বলা হয়, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগে কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন ২৭ শতাংশের কিছু বেশি। ১৫ বছরের ব্যবধানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ শতাংশ।

কোটিপতি প্রার্থী ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় ছিল ২৭৪ জন, ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় ছিল ২০২, ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় ছিল ৫২২ জন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭১ জনে। বছরে এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থী ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় ছিল ৪৩ জন, ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় ৬২ জন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় ১৪৩ জন ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৪ জনে।

এবারের নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগে রয়েছে ২৩৫ জন, স্বতন্ত্র ১৬৩ জন, জাতীয় পার্টির ৪৭ জন, জাতীয় পার্টি (জেপি) ১৭ জন, জাসদ ৭ জন, তৃণমূল বিএনপি ৬ জন, ওয়ার্কার্স পার্টির ৫ জন।

চলতি নির্বাচনে সম্পদের বিভাজনের দিক থেকে ১ কোটির বেশি থেকে ১০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে ২১ দশমিক ২২ শতাংশ প্রার্থীর। ১০ কোটির বেশি থেকে ৫০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে ৪ দশমিক ৬২ শতাংশ প্রার্থীর, ৫০ কোটির বেশি থেকে ১০০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে ১ দশমিক ০৭ শতাংশ প্রার্থীর, ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে ১ দশমিক ০৭ শতাংশ প্রার্থীর। মোট প্রার্থীদের মধ্যে বছরে ১ কোটি টাকার কম আয় ৭২ দশমিক ০৯ শতাংশ প্রার্থীর।

তথ্যচিত্র অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনেও নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ খুব কম। এই হার মাত্র ৫ দশমিক ১০ শতাংশ। অন্যদিকে পুরুষ প্রার্থী ৯৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। এবারের প্রার্থীদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। এর মধ্যে স্নাতক ২৯ দশমিক ৪১ শতাংশ, স্নাতকোত্তর ২৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ। স্বশিক্ষিত ১৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক ১১ শতাংশ ও মাধ্যমিক ৯ শতাংশের কিছু বেশি।

এবারের প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ব্যবসায়ী। অর্থাৎ ৫৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ ব্যবসায়ী (মূল পেশা বিবেচনায়)। অন্যদিকে রাজনীতিকে পেশা হিসাবে দেখিয়েছেন মাত্র ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ প্রার্থী। আই-নজীবী রয়েছেন ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। শিক্ষক ৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ। চিকিৎসক ২ দশমিক ১৯ শতাংশ। ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা কৃষি-অকৃষি মিলিয়ে ১০০ বিঘা পর্যন্ত। প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হলফনামায় অনেক প্রার্থীর নামেই বড় আকারের ভূমির মালিকানা রয়েছে।

প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৫ বছরে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের সম্পদ বেড়েছে বহুগুণ। ১০ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, একজন মন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে এক হাজার শতাংশের বেশি। চারজন মন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ২০০ শতাংশের বেশি, বাকিদের বেড়েছে ১০০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর ২৮৭ শতাংশ, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর ২৪২ শতাংশ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের ২৪০ শতাংশ, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খানের ১৯৭ শতাংশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানের ১৯৬ শতাংশ, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের ১৭২ শতাংশ, প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদের ১৪০ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৫ বছরের ব্যবধানে আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষে রয়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি। তার আয় বেড়েছে ২ হাজার শতাংশের বেশি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের আয় বেড়েছে ২৭৬ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের আয় বেড়েছে ২২৮ শতাংশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানের আয় বেড়েছে ২২৭ শতাংশ, শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির আয় বেড়েছে ২০৪ শতাংশ, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের ১৬৪ শতাংশ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের ১৪৯ শতাংশ, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর ১২২ শতাংশ আয় বেড়েছে।

দায় ও ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর সংখ্যা এবার কমেছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ঋণগ্রস্ত প্রার্থী ছিল ৩৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় এমন প্রার্থী বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় তা কমে দাঁড়ায় ২৯ দশমিক ০২ শতাংশ। এবারের নির্বাচনে তা আরও কমে দাঁড়ায় ২৬ দশমিক ৮২ শতাংশ। প্রার্থীদের ব্যাংক ঋণ ১১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। ব্যক্তিগত ও অন্যান্য ঋণ ৪ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহীতা প্রার্থী হচ্ছেন এস এ কে একরামুজ্জামান। তার ঋণের পরিমাণ ২ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় মোহাম্মদ মনজুর আলম ২ হাজার ৭ কোটি টাকা। ঋণ গ্রহীতা প্রার্থীদের ৪৯ দশমিক ৩০ শতাংশই আওয়ামী লীগের।

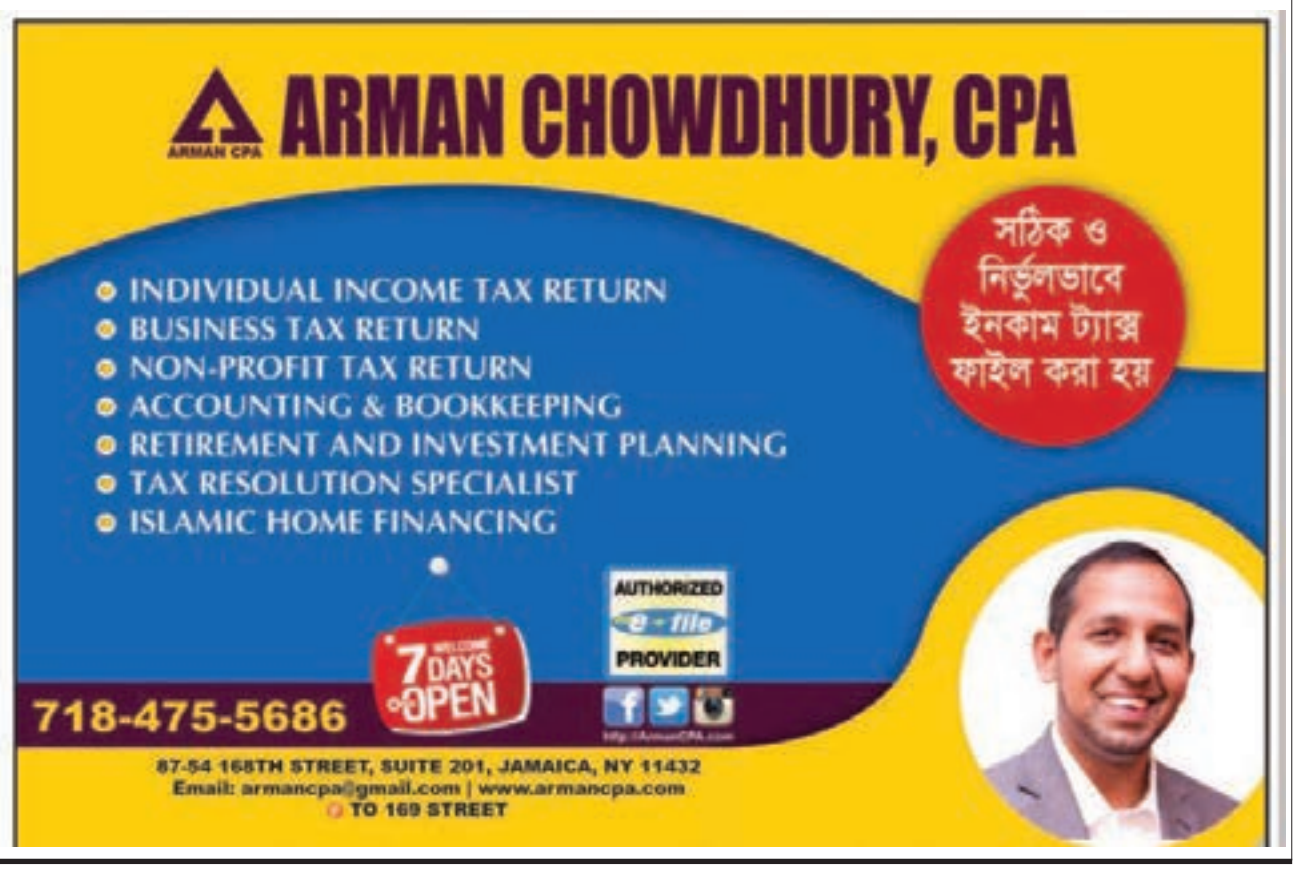
প্রতিবেদনে বলা হয়, একাদশ জাতীয় সংসদের এমপিদের ৩৭ জনের আয় কমেছে ১ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। ১০৭ জনের আয় অপরিবর্তিত রয়েছে। বাকি ৬০ জনের আয় ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এমপির স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের মধ্যে ২৪ জনের আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশ এবং ৪৮ জনের আয় অপরিবর্তিত রয়েছে। ৫০ শতাংশের বেশি অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৬৭ জনের।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয় না। নির্বাচন কমিশন, রাজস্ব বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশন কাজটি করতে পারে। কিন্তু কেউই তা করে না। এখানে দায়সারাভাবে তথ্য দেওয়ার জন্যই দেওয়া হয়।

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, হলফনামার তথ্য রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও উদ্বেগজনক। প্রার্থীদের হলফনামা দেখে ভোটার যদি মনে করেন, তিনি এই প্রার্থীকে ভোট দেবেন না, কিন্তু এই যে ভোট দেবেন না, সেই বিকল্প প্রার্থী তার সামনে নেই। জনগণের যে বিচারের ক্ষমতা ছিল, সেই বিচারের ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির চেয়ারপারসন সুলতানা কামাল বলেন, সমাজে দুটি শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। এক শ্রেণি অতি সম্পদশালী, আরেক শ্রেণি দিন আনে দিন খায়। অল্প কিছু লোকের আগ্রাসী সংস্কৃতির মধ্যে চলে গেছে দেশ। এটা বিপজ্জনক।





সিলেট-১ আসনের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের সমর্থনে নিউইয়র্কে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

কমিউনিটি উন্নয়নে ময়নুজ্জামান চৌধুরীর ভূয়শী প্রশংসা



বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সমর্থনে নিউইয়র্কে সভা হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া জালালাবাদ ভবনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটবাসীর আয়োজনে সভায় আগামী ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের জন্য ভোট চাইতেই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সভায় বক্তারা কমিউনিটি উন্নয়নে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ময়নুজ্জামান চৌধুরীর ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন সহ কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকন্ডে তার নেপথ্য ভূমিকারও প্রশংসা করেন।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইয়ামিন রশীদের সভাপতিত্বে এবং জালালাবাদ এসাসিয়েশানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ ও সিলেট সদর সমিতির হুমায়ূন চৌধুরীর পরিচালনায় প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত মিজানুর রহমান শেফাজ। এরপর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ড. মোমেনের বড় ভাই ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি শেলী মুবদী, এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবুল মোমিত ফুয়াদ, অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম, এমাদ চৌধুরী, সৈয়দ ফজলুর রহমান, আব্দুল মালেক খান (লায়েক), মইনুজ্জামান চৌধুরী, গোলাম রব্বানী খান, মঞ্জুর চৌধুরী, মাসুক মিয়া, দুরুদ মিয়া রনেল, হাস-নাতসহ প্রবাসী সিলেটবাসীর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তরা উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে আবারো নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানান। বক্তারা আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সারাবিশ্বের কাছে বিস্ময় ও রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার

জন্য নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বাংলাদেশে পদ্মা সেতু, মেটেধারেল, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বড় বড় মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। কয়েকজন বক্তা প্রবাসীদের জন্য একটি দিবস সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের ভুমিকারও প্রশংসা করেন।

সভার বক্তা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোলাম রব্বানী খান জালালাবাদ ভবনে তাঁর প্রথম আগমন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তিনি ভেবেছিলেন জালালাবাদ ভবন নামে যা শুনেছেন তা হয়তো কোন গুদামঘর জাতীয় কিছু হবে, কিন্তু জালালাবাদ ভবন যে এতো উপযোগী এবং সুন্দর হবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তিনি বলেন, নানা অপপ্রচার শুনে তিনি কিছুটা হতাশ ছিলেন তবে এদিন স্বচক্ষে দেখে তাঁর ধারনা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তিনি ভবনকে একটি 'গোল্ডমাইন' হিসেবে বর্ণনা করে এটি প্রবাসী জালালাবাদবাসীর অত্যন্ত উল্লেখযাগ্য অর্জন বলে মন্তব্য করে আগামীতে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অপর এক বক্তা এডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলামও জালালাবাদ ভবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ভবনটি জালালাবাদবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন এবং এই অর্জনের পেছনে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। আরেকজন বলেন, ময়নুজ্জামান চৌধুরীর নেপথ্যের ভুমিকার কথাও উল্লেখ করে তাঁকে উপস্থিত সকলের মাঝে 'দাদাভাই' হিসেবেও পরিচয় করিয়ে দেন।



কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র জন্মদিন ১ জানুয়ারী

(শেষের পাতার পর)

তবে কবিতায়ই তিনি অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন।

বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক কবি তমিজ উদ্ দীন লোদীর কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে সমালোচকরা বলেছেন-'তমিজ উদ্দীন লোদী আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবেই চিহ্নিত। জীবন যাত্রার পরিবর্তন, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার সমাজ রাষ্ট্রধারণার পরিবর্তন-এর সাথে কাব্য ভাষার পরিবর্তন ঘটে গেছে এটি তাঁর কবিতা ধারণ করেছে। তাঁর কবিতা কেবল মাত্র অর্থহীন শব্দ কতগুলো ধ্বনির সমাহার কাব্য বলে রোচ্য নয়, যুক্ত হয়েছে নির্মাণ মনস্তত্ত্ব। শুধু মনতুষ্টিতে তন্ময়ী নয়, বরং তাঁর কবিতা লাভ করেছে এক নতুন গদ্যলিরিক এবং নিরেট গদ্যবিস্তার। নানা তত্ত্বের সংমিশ্রণে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস চেতনা এবং সমাজ রাষ্ট্র মানব হিতৈষী, ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করছে দ্ব্যর্থহীন। তাঁর কবিতার একটা বড়গুন যে তিনি বিষয়ের অনুভব পাঠকের দিকে ঠেলে রাখেন এবং নিজে বসে থাকেন তার সৃষ্টির সামনে- শিল্পী যখন কোন ব্যক্তির চিত্র চিত্রণে যত্নবান হয় তখন সেই ব্যক্তিটি আবিষ্কারের অপেক্ষায় কম্পমান এক অনাবিষ্কৃত জগতের মতো।

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী থেকেছেন বাস্তবে, সে বাস্তবতা তাঁর আকাঙ্খার ভেতর লড়াইরত, জিতবার আনন্দ আছে অনুদ্ধারের বিষাদ আছে এবং এসব নিয়ে তাঁর কবিতার পঙক্তি ছড়িয়ে গেছে বিমূর্ত শিল্পে ধারক বাহকদের শিল্পবোধ পর্যন্ত।

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদীর জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯৫৯। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার ম্যাথিউরা গ্রামে। পেশায় প্রকৌশলী। দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেলওয়েতে কাজ করার পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে নয়টি কাব্যগ্রন্থ, একটি নির্বাচিত কবিতা, তিনটি গল্পগ্রন্থ ও একটি নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ এবং একটি অনুবাদ রয়েছে।

কবির জন্মদিনে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র পক্ষ থেকে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও দীর্ঘজীবন কামনা।





অ্যাটাব'র নতুন কমিটির শপথ

(শেষের পাতার পর)

ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক-অ্যাটাব'র দুই বছর মেয়াদী ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কর্নফুলী ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মাসুদ মোরশেদ। একই দিন সন্ধ্যায় নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেঘনা ট্রাভেলস'র স্বত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ এম রহমান।

অভিষিক্তরা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ সেলিম হারুন (কর্নফুলী ট্রাভেলস), সহ সভাপতি- মোহাম্মদ কে. রহমান মাহমুদ (রহমানিয়া ট্রাভেলস), সাধারণ সম্পাদক- মাসুদ মোরশেদ (স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস), কোষাধ্যক্ষ- সামসুদ্দিন বশির (ওয়ার্ল্ড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এ কালাম আজাদ (নাবিলা এয়ার ট্রাভেলস), সাংগঠনিক সম্পাদক- এএসএম উদ্দিন (এ্যাংকর ট্রাভেলস), শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক- সত্ত্বাধিকারী শ্যামল তালুকদার (এসএস ট্রাভেল্স)। কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে নজরুল ইসলাম (ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া), মোহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন (জান্নাত ট্রাভেলস), মোহাম্মদ কে জামান রঞ্জু (এক্সপ্রেস এয়ার ট্রাভেলস) এবং রূপক বড়ুয়া (বেলাল ট্রাভেল স্কাই)।

শপথ গ্রহণ শেষে নব নির্বাচিত সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংগঠনকে আরো এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং গ্রহণ সেবা আরো বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসময় নব নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম হারুন বলেন, আমাদের প্রথম কাজই হবে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা। সাধারণ সম্পাদক মাসুদ মোর্শেদ বলেন, অ্যাটাবের সদস্যভূক্ত কোন ব্যবসায়ির বিরুদ্ধে টিকিট বিক্রিতে কোন অনিয়মের অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ কে. রহমান (মাহমুদ)।

উল্লেখ্য, ট্রাভেল এজেন্সী মালিকদের স্বার্থ রক্ষা, গ্রাহক সেবা নিশ্চিত, সম্প্রীতি বৃদ্ধিসহ কমিউনিটির সকলের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-অ্যাটাব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মানবতার মুক্তির জন্য আলেম-ওলামাদের ঐক্য

(শেষের পাতার পর)

জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও। যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।" (সুরা আন নিসা ঃ ৭৫,৭৬)

মানবতার বন্ধু রাসুল সাঃ এর উত্তরাধিকারীগণ! উল্লেখিত আয়াতের আলোকে হৃদয়ের কান পেতে শুনুন বিশ্বব্যাপী অসহায় শিশু, নারী ও দুর্বল বনী আদমের বুক ফাঁটা আত্মচিৎকার কিভাবে পৃথিবীর আকাশ বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। রাতের ইতারে কান দিয়ে শুনুন তো কাশ্মির, ফিলিস্থিন, আফগানিস্থান ও গাযার পাশবিক নির্যাতনের বলি আমার মা ও বোনের নিরব কান্না শুনতে পান কি না। পিতা-মাতা হারা রক্তাক্ত অনাথ শিশুটির অসহায় চাহনি কি বিবেকের অন্তরকে একটু আহত করে না ? তীক্ষ্ণ ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করুন কিভাবে অনিশেষ এক ঘোর অমানিশা এ জাতিকে গ্রাস করার নিমিত্তে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সর্বগ্রাসী দানবের এ তান্ডব থেকে আপনারাও রেহাই পাবেন না। আপনাদের বিবেককে আর একটু অনুরোধ করব যেন পৃথিবীটা এক চক্কর দেখে আসে। কিভাবে সমঅধিকারের এ পৃথিবীটা মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

নবী সাঃ এর উত্তরসুরী হিসাবে আপনাদেরই দায়িত্ব ছিল এ গুলোর প্রতিপাদন করা। কিন্তু তা না করে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিরত নিত্য নতুন ভাঙ্গনের গান শুনিয়েই যাচ্ছেন। মৃত্যু পথযাত্রী ইমার্জেন্সী রোগীকে বেডে শুইয়ে রেখে নিজেদের শ্রেষ্টত্বের অহংকারে লিপ্ত আছেন। আপনারা দ্বীনের যে ইলম অর্জন করেছেন এটি আল্লাহর নিয়ামত। আর এটি আল্লাহর নিয়ামত হওয়ার দরুনই নবী সাঃ তাঁর মিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার আপনাদের মত ইলম ওয়ালাদের স্কন্ধে দেয়ার উপযুক্ত পাত্র হিসাবে বাচাই করে গেছেন। কিন্তু আল্লাহর দেয়া এ ইলমের মাধ্যমে যদি মানবতার কোন কল্যাণ সাধিত না হয় তবে এ ইলমকে আল্লাহর গযব বলাই শ্রেয়।

এ নিয়ে ব্যাথিত মানবের প্রিয় দরদী নবীসাঃ এর সামনে কিভাবে কি নিয়ে দাঁড়াবেন ? যিনি বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যেবদ্ধ করার নিমিত্তে পৃথিবীর তাবত শক্তির মোকাবেলা করে গেছেন। এজন্য তাঁকে জীবনের চরম মুল্য দিতে হয়েছে। মানব ইতিহামের শ্রেষ্ট ব্যক্তিদের তথা সাহাবায়ে কেরামের মুল্যবান জীবন এ রাস্তায় উৎসর্গ করতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন লোকগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন আল কুরআন ও ইসলামকে ঘিরে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে তো কখনো বিভেদ সৃষ্টি করেনি। তাঁদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।"(সুরা আল ফাতাহ্ ঃ ২৯) প্রকৃত ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য তো এমনটি হওয়াই উচিৎ যে, তারা পারস্পরিক বিনম্র,দয়া পরবশ,স্নেহশীল,সমব্যাথী ও দুঃখের সাথী। নীতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা, সাযুজ্য ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) সকলে দলবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।' (সুরা আল ইমরান ঃ ১০৩) এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিষেশভাবে লক্ষ্যণীয় প্রথমতঃ 'হাবলুন, শব্দটি একবচন, এর অর্থ 'একটি রশি' অর্থাৎ দ্বীনের রূপক অর্থ। তার মানে দ্বীন হবে একমাত্র একটি। দ্বিতীয় কোন দ্বীনের অস্থিত্বই থাকবে না। দ্বিতীয়ত ঃ 'জামিয়া' অর্থ 'সকলে মিলে', 'ঐক্যবদ্ধভাবে', 'দলবদ্ধভাবে'। তার মানে একা একা পথ চলা হবে না। অর্থাৎ এ কথা বলা যাবেনা যে, আমি এ সমস্ত ঝুট-ঝামেলার কাজে নাই, বরং একা একা নামাজ কালাম, আল্লাহর কাজ করে যাচ্ছি এটিই যথেষ্ট। না, তা যথেষ্ট নয়। বরং এটাকে ঝুট-ঝামেলার কথা বলে দ্বিগুণ গুনাহের কাজ করছেন। আল্লাহ "জামেয়া' শব্দের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা বা বনে-জঙ্গলে একা একা ইবাদাত করার সুযোগ খতম করে দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ 'ওলা তাফার্‌রাকু' (বাবে তাফায়ুল এর শব্দ, যা 'পরস্পর' এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে) অর্থ 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। অর্থাৎ নিজেরা বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ হয়ো না আর লোকদেরকে ফতোয়া দিয়ে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার গান শুনাবার চেষ্টা করো না। তাছাড়া এ আয়াতের শেষের দিকে ইসলাম নামক নিয়ামতের মাধ্যমে একটি নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা বলেন:- 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরে শুত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। (তোমাদের অবস্থা এমনটি হয়েছিল যে,) তোমরা একটি অগ্নীকুন্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন। এ ভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমুহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন। হয়ত এ নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা পথ দেখতে পাবে।' (সুরা ইমরান ঃ ১০৩)

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জামায়াতবদ্ধ হওয়াকে ফরজ করেছেন । সুতরাং যে সমস্ত আলেম নিজেদের খেয়াল খুশিমত মুসলমানদেরকে ভাঙনের গান শুনান, তারা অবশ্যই আল্লাহর এ ফরজের লঙ্ঘন করছেন। আল্লাহ তা'আলা বিচ্ছিন্ন হওয়াকে হারাম করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধতাকে তিনি পছন্দ করেন। আল্লাহ বলেন 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা শৃংখলার সাথে কাতার বন্দী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, এমন ঐক্যবদ্ধ যেন তা সীসা ঢালা প্রাচীর।' (সুরা আস্ সফ ঃ ৪)

মুসলিম জাতিকে ঘোর অমানিশা থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যের কোন বিকল্প নাই। বর্তমান মুসলমানদের তাহযীব-তমুদ্দন ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পথে অনৈক্যই প্রধান প্রতিবন্ধক। খুব দু:খ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয় ওলামায়ে কেরাম শতভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটু স্পষ্টভাবে যদি বলি, আহলে হাদীসের ভাইয়েরা অন্য আলেম ও ওলামাদের আকিদা ও মানহায নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, তাদের বিচ্ছিন্নতার বিষবৃক্ষ হচ্ছে আলাদা মসজিদ-আলাদা মাদ্রাসা ও আলাদা সমাজ ব্যবস্থা। কওমী বা দরসে নিযামী আলীয়াকে খালিয়া বলছেন, দেশে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠাকারীদের বিরুদ্ধে হরহামেশা ফতোয়া দিচ্ছেন। এছাড়া ব্যক্তি ব্যক্তিকে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। দেশের ঐতিহ্যবাহী ওয়াজ মাহফিলগুলো হয়ে উঠেছে এক একটি সমালোচনার মাহফিল।

আলেম সমাজকে আল কুরআনের দোহাই, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের মতকে কুরবানী দেয়ার চেষ্ঠা করুন এবং সকল দলকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ পলিসিগুলো নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ইস্যুসহ ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যমত গঠণ করুন। আলাহ তা'আলা বলেন:- '(হে ঈমানদার লোকেরা) সৎকাজে ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে কারো সাহায্য করোনা।' (সুরা মায়েদা ঃ ২)

গর্ব, অহংকার,আত্মভিমান ও নিজের শ্রেষ্টত্বের প্রকাশ ইত্যাদি মানুষের বদ গুণের অর্ন্তভুক্ত। পৃথিবীর নিয়ম হলো, গর্ব ও অহংকার করে কেউ সামনের দিকে এগুতে পারেনা। বেফাঁশ কথা বলে সাময়িক তার বিশাল কর্মী বাহিনীকে উত্তেজিত করতে পারবে ঠিকই। কিন্তু অহংকারেরপদঘাতে জমিনটাকে তো ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না অথবা ঐ পাহাড়টিকে সরিয়ে ফেলতে পারব না। শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা জোর করে আদায় করা যায় না। এ গুলো অর্জনের জন্য আল্লাহর দেয়া নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

যারা নিজেদের শ্রেষ্টত্ব, জেদ ও আত্মাভিমানের বশবর্তি হয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টি করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন 'তোমরা যেন তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এ নীতি (ভাঙ্গন ও মতবিরোধ সৃষ্টির নীতি) অবলম্বন করেছে তারা সেদিন বিশাল শাস্তি পাবে।' (সুরা আল-ইমরান ঃ ১০৫)

মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য বা ভাঙ্গন সৃষ্টি করা প্রকান্তরে ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মন্যবাদী ইসলামের চরম দুশমনদের সাথে আপোষকামীতার শামিল। যা আল্লাহর রাসুল সাঃ ও তাঁর সাথীদের বৈশিষ্ট্যের সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী। একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন, বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ মারাত্মক ০৫টি অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যথা:- (ক) একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করা, (খ) নিজের দোষত্রুটির দিকে লক্ষ্য না করে অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো, (গ) প্রতিপক্ষকে গালি দেয়া ও মন্দ উপাধিতে তিরস্কার করা, (ঘ) ধারনাবশতঃ কারো উপর প্রমাণ ব্যতীত অভিযোগ আনা,(ঙ) আত্মগর্ব, অহংকার যে, আমার মত ও পথই হলো শ্রেষ্ট, যে ব্যক্তি বা গোষ্টি এর বিরোধীতা করে সেই ভ্রান্ত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন ও শুত্রু। তিনি সত্যিই আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলোর বাস্তব চরিত্র ও আচরণকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আর এ গুলো ইসলামের দৃষ্টিতে বদ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ সব কটিই নিষিদ্ধ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: 'হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অপর পুরুষের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্রুপ করোনা। এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহনের পর গোনাহের কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম। হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমাণ গোনাহ। দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।"(সুরা হুজরাত ঃ ১১-১২) বুখারী ও মুসলিমে হযরত সাহল ইবনে সাদ সায়েদী নবী (সাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সাথে সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। (মুসনাদে আহমাদ) অপর এক হাদীসে এ বিষয়বস্তুর ঠিক অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী সাঃ বলেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মু'মিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে।"'

জাতির শ্রেষ্ট সন্তান আলেম সমাজের কাছেও আবারো অনুরোধ, পৃথিবীর দিকে দিকে থাকান, মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা চিন্তা করুন। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে মুসলমানগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ট অবস্থানের অধিকারী। তবু তাদের এ দৈন্যদশা কেন ? এর একটিই কারন তা হলো, নিজেদের মধ্যে অনৈক্য আর এ অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র আল-কুরআনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য। অথচ আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও আমাদের সৃভাগ্য যে, আজো অবিকৃত অবস্থায় আল-কুরআন আমাদের কাছে আছে যা অন্য কোন জাতি বা সমপ্রদায়ের কাছে নাই। আমরা মুখে শ্লোগান তুলি 'সব সমস্যার সমাধান, দিতে পারে আল-কুরআন'। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের আচরণে এ শ্লোগানের সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আল কুরআনের আলেমগণ আল-কুরআনের কাছে আসুন এবং আল-কুরআনকে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ হন। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন ও কবুল করুন। আমীন।

বসারও রয়েছে নিয়ম

(শেষের পাতার পর)

শিক্ষা ক্লাস থাকত। শারীরিক শিক্ষা ক্লাসে ম্যাডাম আমাদের সোজা হয়ে বসার জন্য নানাভাবে উত্সাহিত করতেন। সোজা হয়ে বসার নানা উপকার সম্পর্কেও বলতেন নিয়মিত। কিন্তু এসব কথায় আমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সময় বদলেছে; আমার পড়ার পরিমাণ যদিও কিছু কমেছে কিন্তু চেয়ারে বসে থাকার সময় বেড়েছে, কমেনি। আগে শুধু বেঞ্চ বা পড়ার টেবিলে বসতাম কর্মজীবনে প্রবেশের পরে বই বদলে কম্পিউটার এসেছে। কাজের ধরনও বদলেছে। কিন্তু বসার ভঙ্গিতে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ফলে আমরা নানামুখী সমস্যায় ভুগছি। বসার সময় ঘাড় ব্যথা পিঠ ব্যথাসহ নানা সমস্যায় আমরা পড়িএসব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে বসার সময় আমাদের কিছু নিয়ম মেনে বসতে হবে।

চেয়ারে বসার সঠিক নিয়ম

চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন। ঘাড় বা পিঠ বাঁকিয়ে বসবেন না। টেবিলটি চেয়ার থেকে একটু দূরে রাখতে হবে যাতে বাহুগুলিও মেরুদন্ডের সমান্তরাল হয়। নিচের পিঠ এবং চেয়ারের মধ্যে কোনো জায়গা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। আপনি আপনার কম্পিউটার বা নোটবুকের সাথে যাই করেন না কেন, জিনিসগুলিকে সুবিধাজনক দূরত্বে রাখুন। চেয়ার এবং টেবিলের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব থাকা উচিত নয়। লেখার সময় এবং কিবোর্ড বা মাউস দিয়ে কাজ করার সময় আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত পুরো জায়গাটি টেবিলে রাখুন। দুই পা আরামে মেঝেতে রাখুন। শরীরের কোনো অংশই নড়বড়ে বা অসমর্থিত অবস্থায় রাখা যাবে না।

কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার ব্যবহারের বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম

আপনি যদি ওপরে বা নিচে দেখতে চান তবে আপনাকে মনিটরের উচ্চতা সামঞ্জস্য করতে হবে। এতে চোখের ওপর চাপ কমবে। পাশাপাশি সামনের দিকে ঝুঁকে বসার প্রবণতাও কমে যাবে। প্রাথমিক নিয়মটি হলো আপনার কনুইগুলি টেবিলে সম্পূর্ণ সমতল হওয়া উচিত। এটি হাতের স্ট্রেস থেকে মুক্তি দেয় এবং কব্জির ব্যথা রোধ করে।

পড়ার টেবিল ও চেয়ার ব্যবহারের নিয়ম

আপনি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী অবস্থান বজায় রাখতে বাধ্য হন তবে আপনাকে অবশ্যই অবতরণের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। এটি অঙ্গবিন্যাসের সেটিং, পাশাপাশি বাহু এবং পাগুলির অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনার পিছনে কাত হয়ে যাওয়ার সময় টেবিলের শীর্ষে যাওয়া অগ্রহণযোগ্য। এ অবস্থানটি অনিবার্যভাবে স্লুচিং এবং পিঠে ব্যথার দিকে পরিচালিত করে। পড়ার সময় প্রবণতার কোণটি প্রায় ৩০ ডিগ্রি হতে হবে।

হাত-পায়ের অবস্থান

অবস্থান ঠিক রাখতে অনেকেই শক্ত হয়ে বসেন। তবে বসার সময় কাঁধ ও পিঠ শিথিল রাখতে হবে। টেবিলে কব্জি আরামদায়কভাবে রাখা উচিত। ফলস্বরূপ, কৈশিক টানেল সিন্ড্রোম বা কব্জিতে নালীগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। পা বাঁকা না করে মেঝেতে সমতল রাখতে হবে। মাঝেমধ্যে চেয়ার ছেড়ে একটু হাঁটাহাঁটি এবং শরীর টানটান করে নিতে ভুলবেন না।

ভালোভাবে চেয়ারে বসায় করণীয়

আপনার একটি আরামদায়ক অবস্থান নিতে হবে, তবে যতই আরামদায়ক কায়দায় বসেন না কেন দীর্ঘ সময় বসে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে ওঠে একটু হেঁটে নেওয়া উচিত। এতে ঝিমুনি আসে না। আর রক্ত-সঞ্চালন সঠিকভাবে হয়। নিজের কাজের সুবিধার্থে সঠিক পদ্ধতিতে বসতে হবে। তাছাড়া বসার চেয়ারও সঠিকভাবে বানাতে হবে। কারণ চেয়ারের আকার সঠিক না হলেও অনেক সময় বসা ঠিক হয় না।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিল্লু ভাণ্ডারী
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



টাইম টিভি'র পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু'র মায়ের

(শেষের পাতার পর)

ইলিয়াস খসরু-এর মমতাময়ী মা ফাতেমা বেগম-এর নামাজে জানা শেষে তার মরদেহ নিউজার্সী রাজ্যের মার্লবরো মুসলিম মেমোরিয়াল কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। এতে সর্বস্তরের শত শত প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও নিউজার্সী, কানেকটিকাট ও মিশিগান রাজ্য থেকেও একাধিক প্রবাসী এই জানাজায় অংশ নেন।

জেএমসি পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় জানাজা নামাজের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের ও জেএমসি'র সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান। খবর ইউএনএ'র।

জানাজা শেষে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মরহুমা ফাতেমা বেগম-এর মরদেহ নিউজার্সী রাজ্যের পেটারসনের একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়। এসময় সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও তার পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হলিসস্থ বাসায় ফাতেমা বেগম মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় হার্ট অ্যাটাকের শিকার হলে তাকে সাথে সাথে লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজি) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুার এক পুত্র ও ২ কন্যা নিউইয়র্কে, এক পুত্র লন্ডন এবং অন্যান্যরা বাংলাদেশে বসবাস করেন। মরহুমার দেশের বাড়ী মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়ন।





কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক মেনন মাহমুদ ও হাসানুজ্জামান সাকী, টাইম টিভি'র হেড অব নিউজ ইকবাল মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক একেএম ফজলে রাব্বী ও আতোয়ার রহমান, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, লীগ অব আমেরিকার'র সাবেক সভাপতি বেদারুল ইসলাম বাবলা, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকারসভাপতি ফজলুর রহমান, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাবেদ উদ্দিন, কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব, বাংলাদেশ সোসাইটির জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ সহ শত শত প্রবাসী মরহুমা ফাতেমা বেগমের জানাজায় অংশ নেন।

টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকায় দোয়া

এদিকে টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়ার খসরুর মাতা ও ব্রডকাষ্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মাতার ইন্তেকালে রোববার (৩১ ডিসেম্বর) মিডিয়া হাউজটিতে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের। দোয়ার আগে সম্পাদক আবু তাহের ছাড়াও স্মৃতি চারণ করেন বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, টাইম টিভি'র বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক মেনন মাহমুদ ও দিদারুল ইসলাম, টাইম টিভি'র আইটি বিভাগের প্রধান ও অফিস এডমিন ফারুক হোসাইন ও মাসুদ রহমান এবং সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সামিউল ইসলাম।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

অপরদিকে মায়ের ইন্তেকালের পর কমিউনিটির যারা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, শোক প্রকাশ করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সামিউল ইসলাম।

(শেষের পাতার পর)

- ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটে ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফের মালিকানাধীন আমেরিকার বাংলাদেশী মালিকানাধীন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির ভূয়সী প্রশংসা। ৪০ জন স্টেট সিনেটর দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান আবু হানিফকে।
- আমেরিকার বিখ্যাত ভোগ ম্যাগাজিনে বাংলাদেশী ডাক্তার রোকসানা আকতারের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ।

ফেব্রুয়ারী-২০২৩

- নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্টিটের নাম 'বাংলাদেশ স্ট্রিট' বিল পাশ।
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফসহ ১৬ জন কাউন্সিল সদস্যের স্পন্সরে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'মাদার ল্যাংগুয়জ ডে' ঘোষণার রেজুলেশন গ্রহন।
- বিশ্বখ্যাত ওয়াল স্ট্রিটে নিউইয়র্ক সিটি লাইভ ফ্যাশন উইকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ফ্যাশন ডিজাইনার নুসরাত জাহান এলিনের দেশী ফ্যাশন উপস্থাপিত।
- নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে এলমহার্স্টের কুইন্স বুলোভার্ড ও ৫৫ এভেন্যুর কর্ণারের নামকরণ বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত তরুণ আসিফ রহমানের নামে করার বিল পাশ।
- ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং এর ২১ ফেব্রুয়ারী 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে' হিসাবে হাউজে পুনরায় রেজুলেশন।

মার্চ-২০২৩

- নিউইয়র্কের মূলধারায় বাঙালী নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক ও অভিনয়-শিল্পীদের অংশগ্রহণে অফ বডওয়েতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার নাটক পাবলিক অবসিনিটিজের মধ্যয়ন শুরু।
- মূলধারার বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদের নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বাসভবনে কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের উপস্থিতিতে ফান্ড রেইজিং।
- নিউইয়র্কের জ্যামাইকার বাসায় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী নারমিন রহমানের আকস্মিক মৃত্যু।
- ওজোন পার্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় 'লিটল বাংলাদেশ ওয়ে' নামে রাস্তা উদ্বোধন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ-এর প্রসিডেন্ট জো বাইডেনের ভলান্টিয়ার অ্যাওয়াড লাভ।
- আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে এথিকস আরোপ করে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত তরুণী রুমান চৌধুরী প্রশংসিত।
- নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া ১০টি ভাষার মধ্যে 'বাংলা' অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত।
- খান'স টিউটোরিয়ালের সিইও ডা. ইভান খানের প্রেসিডেন্টের গোল্ড মেডেল লাভ।
- মেয়রের অফিশিয়াল রেসিডেন্স গ্রেসিম্যানসনে বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে উদযাপন।
- জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ ষ্ট্রীট-কে 'বাংলাদেশ ষ্ট্রিট' নামে উদ্বোধন।

এপ্রিল-২০২৩

বিদায় বছরে কমিউনিটির আলোচিত ঘটনা

- ম্যানহাটানের বাউলিং গ্রিনে মেয়র এরিক এডামস-এর বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।
- সাউথ ক্যারোলাইনা থেকে নির্বাচিত, হাউজে বাংলাদেশ ককাসের কো-চেয়ার কংগ্রেস সদস্য জো. উইলসনের বিবৃতিতে বাংলাদেশের প্রশংসা।
- বিভিন্ন সংগঠনের এবং মসজিদে আয়োজিত ইফতার পার্টিতে টুপি পরে সিনেট মেজোরিটি লিডার চাক শুমার এবং মেয়র এরিক এডামস-এর যোগদান।
- বিশ্বখ্যাত টাইমস স্কয়ারে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ।
- শিকাগোর রাইটউড ৬৫৯ গ্যালারিতে শহীদুল আলমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী।
- টরন্টোয় কবি ইকবাল হাসানের পরলোকগমন।
- ম্যানহ্যাটানে এইলি সিটি গ্রুপ থিয়েটারে নীলা ড্যান্স একাডেমির প্রধান ড. নীলা জেবিনের নৃত্য পরিবেশন।
- নিউইয়র্ক টাইমসে গুরুত্বের সাথে জ্যাকসন হাইটসে চাঁদরাত উদযাপনের খবর প্রকাশ।
- বাংলাদেশী সহ ৫০০ ট্যাক্সি ড্রাইভারের নিউইয়র্ক সিটির টিএলসির সম্মাননা লাভ।

মে-২০২৩

- বিশিষ্ট অথনীতিবিদ, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৬ দফার অন্যতম লেখক প্রফেসর নুরুল ইসলামের ইন্তেকাল।
- পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে ড. নিনা আহমদের জয়।
- ৫ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীকে জাতিসংঘের সম্মাননা।
- এটনি মঈন চৌধুরীকে নিউইয়ক স্টেট অ্যাসেম্বলী কর্তৃক 'প্রবাস বন্ধু' খেতাব প্রদান।

জুন

- ডিজনি প্লাস টিভির মিনি সিরিজে বাংলাদেশী-আমেরিকান ফাহদিন মাহির অভিনয়।
- জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জন উদ্দিনের ইন্তেকাল।
- কুইন্স মিউজিয়মে কুইন্স বরো আর্ট এক্সিবিশনে চারুলতা সৈয়দের আঁকা ছবি

প্রদর্শিত। চারুলতা লেখক আদনান সৈয়দ ও তামান্না গাজির কন্যা।

- প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান জজ হিসেবে নুসরাত চৌধুরীর নিউইয়র্কে ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে জজ মনোনীত।
- ব্রুকলীনের বাংলাদেশী কমিউনিটি নিয়ে দ্যা নিউইয়র্ক টাইমসে প্রতিবেদন প্রকাশ।
- এলমহার্স্টে লেখক লিজি রহমানের পুত্র আসিফ রহমানের নামে 'আসিফ রহমান ওয়ে' উদ্বোধন ৫৫ এভেনু ¨ও কুইন্স বুলোভার্ডেও কর্ণারে।

জুলাই-২০২৩

- দ্যা নিউইয়র্ক টাইমসে মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ।
- লং আইল্যান্ডের আইল্যান্ড হার্ভেস্ট ভবনের নাম জাকি এন্ড রাহাত ক্যাম্পাস। ক্ষুধার্তদের জন্য সৈয়দ জাকি হোসেন ও রাহাত হোসেনের ৩ মিলিয়ন ডলার অনুদান।
- গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডর হলেন খানস টিউটোরিয়ালের চেয়ারপার্সন নাঈমা খান।
- ড. জীবন বিশ্বাসের মাইক্রোসফট অ্যাওয়ার্ড লাভ।

আগস্ট-২০২৩

- ব্রুকলীনে পাওয়ার ওয়ান হানড্রেডে নিউইয়ক সিটি কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ।
- ভিয়েতনামে মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের সম্মাননা লাভ।
- কমিউনিটির সেবার জন্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার নিউইয়ক স্টেট অ্যাসম্বলির বিশেষ সম্মাননা লাভ।

সেপ্টেম্বর-২০২৩

- নিউইয়র্ক সিটির মসজিদে প্রতি শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কেবল জুমার নামাজের আগে এবং রমজান মাসে কেবল মাগরিবের নামজের আগে ৩০ দিনই মাইকে আজান প্রচার করা যাবে বলে ঘোষণা মেয়র এরিক এডামস এবং পুলিশ কমিশনার-এর।
- বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুলের 'বারী এস্টেটে' মেয়র এরিক এডামসের ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে মেয়রের অংশগ্রহণ।
- বিশ্ববিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞ হিসাবে ১০০ জন সেরার তালিকায় অন্যতম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত রুমান চৌধুরী।
- 'বাংলাদেশে কাঠগড়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ' শিরোনামে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন প্রকাশ।
- নিউইয়র্কের পলি সাহার কেনিয়ার মাউন্ট কিলিমানজারের চূড়ায় আরোহন।
- কুইন্স থিয়েটারে আয়োজিত কুইন্স বরো ড্যান্স ফেস্টিভ্যালে নীলা জেরিনের কথক পরিবেশন।
- নিউইয়র্ক স্টেট এন্ড সিটি আয়োজিত সিটির লেবার পাওয়ার তালিকায় ১০০ জনের একজন লেবার নেতা মাফ মিসবাহউদ্দিন।
- নিউইয়র্কে নতুন কনসাল জেনারেল হিসাবে মোহাম্মদ নাজমুল হুদার যোগদান।

অক্টোবর-২০২৩

- কানাডার টরন্টোয় কবি আসাদ চৌধুরীর চিরবিদায়।
- স্থপতি ইকবাল হোসেনের ইন্তেকাল।
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত তানিয়া রশিদের মূলধারায় উত্থান। তিনি এনপিআর রেডিওসহ

সিএনএন, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ফোর টিভিতে হিউম্যান রাইটস ও উইমেন্স ইস্যু নিয়ে-

কাজ করে প্রশংসিত।

- সোনালী এক্সচেঞ্জের সিনিয়র স্টাফ মফিজ সারোয়ার জাকিরের ইন্তেকাল।
- সড়ক দুর্ঘটনায় উবার চালক রফিকুল হাসান নিহত।
- লং আইল্যান্ডের লেভিটটাউন স্কুল ডিস্ট্রিক্টের ২০২৩ সালের ক্যালেন্ডারে মৌনামী আহমেদের আঁকা ছবি। মৌনামী মৃদুল আহমেদ ও সাঈদা উদিতার কন্যা।

নভেম্বর-২০২৩

- আন্তর্জাতিক শেফ উৎসবে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত খলিলুর রহমানের যোগদান।
- স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে সেরা ১০০ জন পাওয়ারফুল ব্যক্তির তালিকায় শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ করিম চৌধুরী।
- নিউইয়র্ক শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের বিল সিটি কাউন্সিলে পাশ। বিলটির উপস্থাপক কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ।
- নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ দ্বিতীয় মেয়াদে পুনর্নির্বাচিত।
- ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল সদস্য হিসাবে ড. নিনা আহমদ প্রথমবারের মত জয়ী।
- ইসরাইল ও হামাসের যুদ্ধবিরতির দাবিতে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের বিক্ষোভ সমাবেশ।
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সাদ্দাম সেলিম ভার্জিনিয়ায় স্টেট সিনেটর নির্বাচিত।
- জ্যামাইকার কুইন্স হসপিটালের লবিতে- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শিল্পী জিহান ওয়াজেদের

ম্যুরাল উদ্বোধন। অপর একটি ম্যুরাল উদ্বোধন হয় জেএফকে এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ফোরএ।

- ক্যালিফোর্নিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী তরুণ আরিফ মোহাম্মদ নিহত।

ডিসেম্বর-২০২৩

- বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসে মাইনোরিটি ডেমোক্যাটিক পার্টি নেতা হেকিম জাফরীস, সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও কংগ্রেসম্যান বওম্যান সহ বিপুল সংখ্যক জনপ্রতিনিধির যোগদান।
- মূলধারার রাজনীতিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদের লং আইল্যান্ড বাসভবনে মেয়র এরিক এডামসের উপস্থিতিতে ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত।
- মোহাম্মদ এন. মজুমদার কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর (ব্রঙ্কস) চেয়ারম্যান নির্বাচিত।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক আতিকুর রহমান সালুর ইন্তেকাল।
- পেনসিলভেনিয়া স্টেটের ডেলাওয়ার কাউন্টির মিলবানের একটি রাস্তার নামকরণ হলো 'বাংলাদেশ এভেন্যু'। উল্লেখ্য মিলবার্নেও মেয়র বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মাহবুবুল আলম তৈয়ব।
- ওজনপর্কে ভাড়া না দেওয়ায় ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করতে নিজ বাড়ী অগ্নিসংযোগেল ঘটনায় বাংলাদেশী বাড়িওয়ালা রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার'র চার্জ গঠন।
- টেক্সাসে দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশী গবেষক-শিক্ষক শেখ আবির হোসেন নিহত।

আল আমিন জামে মসজিদের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

(শেষের পাতার পর)

বজলুর রশীদ সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন । নতুন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন: সভাপতি শাহাবুদ্দীন, সহ সভাপতি ডা. আহসান উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আমিন হোসাইন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ রহমান, কোষাধ্যক্ষ মো. সাফায়েত খান, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ এম হোসাইন মোতাহার, প্রকল্প সংগঠক আব্দুস সালাম মিয়া আজম, যুগ্ম প্রকল্প সংগঠক মোহিত পারভেজ এবং নির্বাহী সদস্য আব্দুল হান্নান, জসিম আহমদ সাদেক ও মো. মফিজুল ইসলাম । গত ১৭ ডিসেম্বর প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে আগামী ৪ বছরের (২০২৪-২০২৭) জন্য নতুন এ কমিটি নির্বাচিত হয় ।





এক স্লিপ

(শেষের পাতার পর)

সম্প্রচারিত হচ্ছে। মিডিয়ার প্রধান আয় হচ্ছে বিজ্ঞাপন। আবার এই বিজ্ঞাপনের বাজার ছোট হয়ে আসছে। এরই মধ্যে নিউইয়র্কের এক সম্পাদক মহোদয় ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন- একটি গ্রাফিক্স প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি সংগঠনের এক অনুষ্ঠানের নামে একটি অনুরোধ পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে-'এই এ্যাড বিজ্ঞাপনের জন্য নহে, শুধুমাত্র অবহিতকরণের জন্য। নিউজ আকারে প্রকাশের জন্য। যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে পোষ্টারের মধ্যে নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।' ঐ সম্পাদক মহোদয়ের প্রশ্ন বিজ্ঞাপন দেখে কি নিউজ হতে পারে? আর দাওয়াত নয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে অবহিত করা করা হয়েছে, তাও আবার নিউজ করার জন্য। সাংবাদিকদের এমন কেমন সম্মান।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

নিউইয়র্কে আন্তধর্মীয় সম্প্রতির বন্ধনে ক্রিসমাস উদযাপন

নিউইয়র্ক: প্রিয় নবী হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের পবিত্র জন্মদিন-মীলাদে ঈসা বা বড়দিন, যাকে বিশ্বব্যাপী ক্রিসমাস বলা হয়ে থাকে, নিউইয়র্ক এবার তা পালিত হলো তুষার পাত ছাড়াই। প্রবাদ আছে যে, স্নো এন্ড ক্রিসমাস কাম টুগেদার ইন নিউইয়র্ক। সাদা সাদা থোকা থোকা তুষারে আবৃত হবার কারনে যাকে হোয়াইট ক্রিসমাসও বলা হতো। মূলধারার সংবাদে এসেছে, 'সান্তা সেইজ নো হোয়াইট ক্রিসমাস'। অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মমতে ক্রিসমাস উদযাপনে সান্তার যে প্রভাব রয়েছে, সেই সান্তাই নাকি নিউইয়র্কে এবার হোয়াইট ক্রিসমাস চান নিই, তাই তুষারপাত হয়নি।

খৃষ্টান বিশ্বাস মতে মধ্যপ্রাচ্যের জেরুজালেম শহরের ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পবিত্র শহর বেথেলহেমে, আজ যেখানে চার্চ অব নেটিভিটি বিদ্যমান, সেখানেই শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (সা) জন্মের অন্তত ৫৩৩ বছর পূর্বে নবী ঈসা আলাই-হিস সালামের জন্ম হয়। নবী মোহাম্মদের (সা) জন্ম যেভাবে হিজরী চন্দ্রমাস রবীউল আউয়ালের ১২ তারিখ বলে প্রসিদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে, তদরূপ ভাবে ২৫ ডিসেম্বরই নবী ঈসার জন্মদিন ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে ও ব্যাপক ধুম আয়োজনে তা পালিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশত ও দু:খজনকভাবে যদিও নবীদের জন্মদিন পালনে অনীহা প্রকাশকারী কিছু চরমপন্থী ১২ রবিউল আউয়াল কি সত্যি সত্যিই নবী মোহাম্মদের (সা) জন্মদিন ছিল বলে বিভেদ ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করতে চান, তদ্রুপভাবে তথা কথিত এসব অতি উৎসাহীরা ২৫ ডিসেম্বর কি সত্যিই ঈসা আঃ এ দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন বলে সোসাল মিডিয়া ও বয়ান-বক্তৃতায় প্রশ্ন উত্থাপন করে বিবেদ সৃষ্টি করার পঁয়তারা করে থাকেন। আন্তধর্মীয় বিজ্ঞজনরা মনে করেন, ধর্মে ধর্মে এরাই ধর্মীয় লেবাসধারীরা বিভেদ সৃষ্টিকারীর দল। যাদের থেকে কেবলই সাবধান থাকা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। ক্রিসমাস পালনকারী খৃস্টান ও মিলাদুন্নবী উদযাপনকারী মুসলমান এদেরকে বয়কট করে চলা মানেই হলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত থাকা। কেননা, নবী মোহাম্মদের জন্মের দিন শয়তান দু:খ করে যেভাবে কেঁদেছিল, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সময়ও ইবলীস তাঁর মা হজরত মারইয়ামের (আ) প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। ধর্মে বিভ্রান্তি ও লেবাসধারী ভদ্রবেশী বিবেদ সৃষ্টিকারীদের সকল ষড়যন্ত্রকে পিছনে ফেলে পবিত্র মাহে রবীউল





আউয়াল আগমনের সাথে সাথে মাসটির ১২ই তারিখ সহ মাসব্যাপী নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী ও যুগোপযোগী ও উন্নত মানানুযায়ী বিবেকবান ও সত্যিকারের শান্তি-প্রয় নবীর উম্মত দাবীদার মুসলমানরা যেভাবে মীলাদের আয়োজন করে থাকেন, হজরত ঈসার (আ) অনুসারী খৃস্টান জাতি ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকেই নিজ নিজ বাড়িঘর ও গীর্জাগুলোতে মনোরম ও দৃষ্টি নন্দন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে থাকেন। কেননা এ মাসেই একদিন আসবে সেই আনন্দের 'বড়দিন' ২৫শে ডিসেম্বর। যেভাবে মুসলমানদের কাছে আসে 'মহাদিন' ১২ রবীউল আউয়াল। বড়দিন ও মহাদিনের আনন্দ উদযাপনের ধুম ছাড়া যেনো ধর্ম দুটোর আধ্যাত্মিকতা সচলই থাকনা।

নিউইয়র্কে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শহরের উডসাইড-কুইন্সে অনুষ্ঠিত এখানের বাংলাদেশী-আমেরিকান খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত ইউনাইটেড বেংগলী লুথারান চার্চ অব আমেরিকায় গত ২৫ ডিসেম্বর, '২৩ সোমবার ব্যাপক আডম্বরে বড়দিনের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। চার্চের স্বনাম ধন্য পাদ্রী রেভা. মি. জেমস রয় কমিউনিটির আন্তধর্মীয় ইমাম, পন্ডিতসহ বিশিষ্টজনদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা কন্যা মেহ-জাবিনও বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী অর্থাৎ মহাদিনে আমেরিকায় অবস্থিত ৩.৫ মিলিয়ন মুসলমানের পক্ষে ক্রিসমাসের মত করে ১২ই রবিউল আউয়ালের ইংরেজি তারিখ মে মাসের ১ম সোমবার ফেডারেল হলিডে কেম্পেইনের প্রস্তাবক ও অগ্রদূত মোহাম্মদী সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম কাজী কায়ূম নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী মুসলিম কম্যিউনিটির পক্ষে সেখানে ছিলেন বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথির একজন।

ইমাম কায়ূম বলেন, ২৫ ডিসেম্বরের শুষ্ক ক্রিসমাস হলেও এই দিনই নবী মোহাম্মদেরও (সা) জন্মের দিন ছিল। আমি নিউইয়র্কের বাংলাদেশী-আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমার বাংলাদেশী-আমেরিকান খৃস্টান ভাইবোনদের মিলাদে ঈসার (আ) শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। তিনি বলেন, ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মে মাসের ১ম সোমবার মক্কায় বিশ্ব শান্তির দূত হিসেবে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (সা) শুভাগমন ঘটেছিল। আজ ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে আমরা যাঁর জন্মদিন পালন করছি, তিনিই নবী মোহাম্মদের (সা) আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

ইমাম কাজী কায়ূম বলেন, ইনশাল্লাহ, বড়দিনের মত করে আমরাও আমেরিকার ৩.৫ মিলিয়ন মুসলমান সরকারী ছুটিতে একদিন ঈদে মিলাদুন্নবী তথা 'মহাদিন' পালন করবো। তিনি বলেন, আমরা যারা মহানন্দে আমেরিকায় আজ ক্রিসমাস উদযাপন করছি, ঠিক এই সময়ে হজরত ঈসার (আ) জন্মভূমি পার্শ্ববর্তি শহর মুসলমানদের রক্তে হচ্ছে রঞ্জিত। আমরা সেসব হানাহানির অবসান চাই।

কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদাও একই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সবাইকে দিনটির শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে আজ এই দিন পালিত হচ্ছে মহা সমারোহে। ধর্মে ধর্মে সহাবস্থানের মডেল রাষ্ট্র হিসেবে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির শীর্ষে অবস্থান করছে আজকের বাংলাদেশ, যা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কনে প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনার সুপ-প্রসারিত দূরদৃষ্টির বদৌলতে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির মধ্যে ড. থমাস দুলু রায় ও ব্রুকলীন সেন্ট পিটার্স চার্চের আমেরিকান পাদ্রী রেভা. বেংকী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সহ সকলেই চার্চের পাদ্রী রেভা. জেমস রায় ও চার্চ সদস্যদের আন্তরিক ও বন্ধু সুলভ আতিথেয়তার প্রশংসা করেন। শিশুদের মধ্যে ক্রিসমাস গিফট বন্টন করেন অনুষ্ঠানে সান্তা হয়ে আসা মি. রোজারিও। বিকেল ২ঃ৩০ টা থেকে অনবরত ৭ঃ৩০ টা পর্যন্ত চলমান অনুষ্ঠানে স্ন্যাক, লাণ্চ ও ডিনার পরিবেশন করেন চার্চের স্বেচ্ছাসেবকগণ। বড়দিনের একটি বড় ক্রিসমাস কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স – একাউন্টিং – নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

- সম্পূর্ণ হালাল খাবার
- ক্যাটারিং
- লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট $ 7.00	ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট $ 8.00	ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট $10.00	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট $11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের সানিসাইডের ৪৮ স্ট্রীট ও স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেসমেন্ট স্টুডিও বাসা ভাড়া হবে। কাছেই ৭ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬
ডি-১৮/২৫

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

পাত্র-পাত্রী চাই

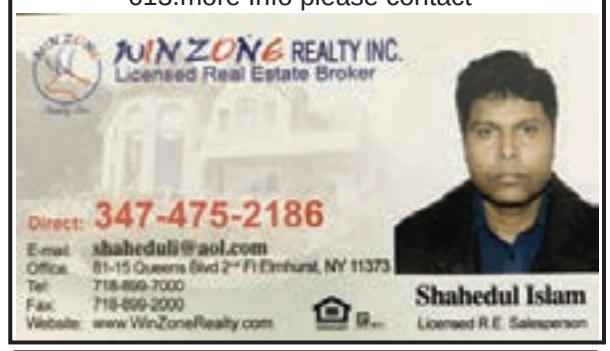
(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

দেশের ক্রিকেটে হ-য-র-ল-ব

(শেষের পাতার পর)

একটি বছর ছিল ২০২৩। হঠাৎ তামিম ইকবালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিশ্বকাপ দল থেকে তামিমের বাদ পড়া, বিশ্বকাপের আগে তামিম ও সাকিবের দ্বনন্দ্ব। শেষ দিকে যুবা টাইগারদের এশিয়া কাপ জয়। একাধিক ঘটনায় উত্তপ্ত ছিল দেশের ক্রিকেট। চলুন এক নজরে দেখে নেই ২০২৩ সাল কেমন ছিল দেশের ক্রিকেটে।

বিপিএল

বছরের শুরুতেই মাঠে গড়ায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) অষ্টম আসর। পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে জায়গা করে নেয় মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বাধীন সিলেট সিক্সার্স। অন্যদিকে টুর্নামেন্টে ভালো শুরু না হলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাইনালে জায়গা করে বিপিএলের সফলতম দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। ফাইনালে সিলেটকে ৭ উইকেটে হারিয়ে চুতুর্থ শিরোপা ঘরে তোলে কুমিল্লা।

ইংল্যান্ড সিরিজ

এরপর ঘরের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নামে বাংলাদেশ।প্রথম দুই ম্যাচে ৩ উইকেট ও ১৩৭ রানের জয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে ইংলিশরা। তবে তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৫০ রানে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়ায় বাংলাদেশ। ২-১ সিরিজ হারে টাইগাররা। ওয়ানডে সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে নামে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড। ওয়ানডে সিরিজ হারলেও টি-টোয়েন্টিতে ইংলিশদের ধবলধোলাই করে টাইগাররা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারে মতো টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ।প্রথম দুই ম্যাচে ৬ ও ৪ উইকেটের জয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। এরপর শেষ ম্যাচে ১৬ রানের জয়ে ইংলিশদের হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ।

আয়ারল্যান্ড সিরিজ

এরপর পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসে আয়ারল্যান্ড। এই সিরিজে ব্যাটে-বলে বেশ দাপট দেখান বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সিরিজের একমাত্র টেস্ট আয়ারল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। এরপর ২-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে টাইগাররা।প্রথমে ম্যাচে ১৮৩ রান ও শেষ ওয়ানডেতে ১০ উইকেটে জয় পায় বাংলাদেশ। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৪৯ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। ৬০ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডেতে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক হন মুশফিকুর রহিম। ওয়ানডের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজও নিজেদের করে নেয় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। প্রথম দুই ম্যাচে ২২ ও ৭৭ রানের জয় পায় বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আইরিশদের কাছে ৭ উইকেটে হারে বাংলাদেশ।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের অ্যাওয়ে সিরিজ

এরপর মে মাসে ইংল্যান্ডের চেমসফোর্ডে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলে বাংলাদেশ। এই সিরিজ ২-০ তে জয়লাভ করে বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ উইকেট ও তৃতীয় ম্যাচে ৫ রানে জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় টাইগাররা।

আফগানিস্তান সিরিজ ও তামিমের অবসর

এরপর এক পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ আসে আফগানিস্তান দল। সিরিজের একমাত্র টেস্টে ৫৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় বাংলাদেশ। এরপর ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নামে দুদল।প্রথম ওয়ানডেতে বৃষ্টি আইনে বাংলাদেশকে ১৭ রানে হারায় আফগানিস্তান। এই ম্যাচের পর ৬ জুলাই চট্টগ্রামে হঠাৎ এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তামিমের সাক্ষাৎ

এরপর সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন তামিম। এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একদিনের মধ্যে ৭ জুলাই অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফেরার ঘোষণা দেন তামিম। এই সময় এক মাসের ছুটিতে যান দেশসেরা এই ওপেনার।

তামিমের অনুপস্থিতিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেন লিটন দাস। এই ম্যাচে আফগানদের কাছে ১৪২ রানে হেরে সিরিজ হাতছাড়া করে বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ৭ উইকেটে জিতে হোয়াইটওয়াশ এড়ায় টাইগাররা।ওয়ানডে সিরিজ শেষে দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে নামে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। প্রথম ম্যাচে ২ ও শেষ ম্যাচে ৬ উইকেটে জিতে আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ।

পাপনের সঙ্গে তামিমের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

এরপর ৪ আগস্ট বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন তামিম। বৈঠক শেষে অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তামিম। সেইসঙ্গে এশিয়া কাপেও না খেলার কথা জানান এই ওপেনার। তামিমের সরে দাঁড়ানোয় নতুন অধিনায়ক হিসেবে সাকিব আল হাসানকে দায়িত্ব দেয় বিসিবি।

এশিয়া কাপ

সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া কাপ। সাকিবের নেতৃত্বে এশিয়া কাপ খেলতে যায় বাংলাদেশ।শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেটের হার দিয়ে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করে বাংলাদেশ। এরপর নিজেদের বাঁচা-মরার ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮৯ রানে হারিয়ে সুপার ফোরে জায়গা করে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

এই ম্যাচে শতকে দেখা পান নাজমুল হাসান শান্ত ও মেহেদি হাসান মিরাজ

সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ৭ উইকেটে হারে বাংলাদেশ। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে ২১ রানে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নেয় বাংলাদেশ। তবে শেষ ম্যাচে ভারতকে ৬ রানে হারিয়ে তৃতীয় হয়ে এশিয়া কাপ শেষ করে বাংলাদেশ।

নিউজিল্যান্ড সিরিজ

এশিয়া কাপ শেষ দরজায় কড়া নাড়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে তিনটি ওয়ানডে খেলতে বাংলাদেশে আসে নিউজিল্যান্ড দল। এই সিরিজ দিয়ে দলে ফেরেন তামিম।প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে কিউইদের কাছে ৮৬ রানে হারে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে ব্যাট হাতে ৫৮ বলে ৪৪ রান করেন তামিম। তৃতীয় ওয়ানডের আগে গণমাধ্যমে খবর চাউর হয় বিশ্বকাপে মাত্র ৫ ম্যাচ খেলতে চান তামিম। যা নিয়ে সাকিবের সঙ্গে শুরু হয় তামিমের দ্বন্দ্ব।

তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরে সিরিজ হারে বাংলাদেশ। এই ম্যাচ চলাকালীন বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করে বিসিবি। তবে দল ঘোষণার আগেই গণমাধ্যমে খবর চাউর হয় বিশ্বকাপ দলে নেই তামিম। রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিওর মাধ্যমে বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করে বিসিবি। সত্যিই বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয় না তামিমের।

তামিমের ভিডিওবার্তা

বিশ্বকাপের উদ্দেশে বাংলাদেশ রওনা দেওয়ার পর ফেসবুকে এক ভিডিওবার্তা দেন তামিম। ভিডিওবার্তায় তামিম বলেন, 'আমি কোনো সময় কোনো মুহূর্তে বলি নাই যে, আমি পাঁচটা ম্যাচের বেশি খেলতে পারব না। এ কথা কোনো সময় হয় নাই। এটা মিথ্যা ও ভুল কথা। কে করছে এটা আমি জানি না। এটা মিথ্যা কথা।'

সাকিবের বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার

তামিমের ভিডিওবার্তার পাল্টা জবাব দেন সাকিব। দেশের একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তামিমের ব্যাপক সমালোচনা করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপের আগে এমন ঘটনায় বেশ বিব্রত হয় দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

প্রত্যাশার বিশ্বকাপে হতাশার বিচ্ছুরণ

সেমিফাইনালে খেলার লক্ষ্য নিয়ে সাকিবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে ধরাশায়ী হয় বাংলাদেশ। স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ কাটায় বাংলাদেশ। ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২ ম্যাচে জয় পায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

আফগানিস্তানের সঙ্গে ৬ উইকেটের জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর পর টানা ষষ্ঠ হারের তেঁতো স্বাদ পায় বাংলাদেশ। এমনকি শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকা নেদারল্যান্ডসের কাছে ৮৭ রানে হেরে হতাশার ষোলকলা পূর্ণ করে সাকিব আল হাসানের দল। শ্রীলঙ্কা সঙ্গে ৩ উইকেটের জয়ে কোনো রকমে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বাংলাদেশ।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলের এশিয়া জয়, নারী দলের সাফল্য

জাতীয় দলের হতাশার মাঝে ক্রিকেটে স্বস্তির বাতাস বয়ে দেয় অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল।প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে যুবা টাইগাররা।

এছাড়া বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সমতা, পাকিস্তানকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সিরিজ হারানো, এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জয় করে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। শুধু তাই নয় দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম বারের মতো ম্যাচ জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে বাংলার বাঘিনীরা।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট জয়

বিশ্বকাপের পর দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে বাংলাদেশের আসে নিউজিল্যান্ড। সিরিজটি ১-১ ড্র করে বাংলাদেশ। সিরিজে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে কিউইদের ১৫০ রানে হারায় টাইগাররা। দুই ইনিংস মিলে ১০ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচসেরা হন স্পিনার তাইজুল ইসলাম। এরপর ঢাকার মিরপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে সফরকারীদের কাছে হারে বাংলাদেশ। ৪ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা আনে নিউজিল্যান্ড।

নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশের অ্যাওয়ে সিরিজ

তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ডে যায় বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের কাছে ২-১ এ ওয়ানডে সিরিজ হারে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ৪৪ রানে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরে সিরিজ হাতছাড়া করে বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় ওয়ানডেতে ৯ উইকেটের দাপুটে জয় পায় বাংলাদেশ। ওয়ানডেতে এইটাই বাংলাদেশের নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম জয়। এরপর প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে কিউদের ৫ উইকেটে হারায় বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। আর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ১৭ রানে হেরে সিরিজ হাতছাড়া করে বাংলাদেশ। হার দিয়েই বছর শেষ করে বাংলাদেশ দল।



সিডিপ্যাপ রক্ষায় আইনগত উদ্যোগ, পাশে

(শেষের পাতার পর)

অন্যতম মানবিক কার্যক্রম ক্ষুদ্র ও মাঝারি হোম কেয়ার রক্ষার জন্য একাত্ম হচ্ছেন সবাই। ইতোমধ্যে সেবাগ্রহীতা হাজার হাজার সিনিয়র সিটিজেন এর পক্ষে লড়াইয়ে নেমেছেন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট এ বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির প্রবীন সদস্যদের জন্য সিডিপ্যাস ও হোম কেয়ার সেবা অন্যতম মানবিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতা বাতিলের পক্ষে কাজ করছে বড় বড় কর্পোরেট পুঁজির মালিক। নিউইয়র্ক স্টেট এর এই সহযোগিতা রক্ষার জন্য সকল জনপ্রতিনিধির সমর্থন চাই। তাদের যে ভোটাররা আছে, এদের সমর্থনও তাদের পক্ষে থাকা দরকার। সেদিক বিবেচনায় মানুষগুলোর স্বার্থে ভূমিকা রাখা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখ্য, কতিপয় করপোরেট ব্যবসায়ীদের অশুভ তৎপরতায় পক্ষপাতমুলকভাবে ২০২৩ এর শুরুতে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট ১৬০টি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে লিড এফ আই অন্তর্ভূক্ত করে তালিকা প্রকাশ করে। নীতিমালা অনুযায়ী ২০০ মেডিকেইড পেশেন্ট থাকার পরও অনেক হোম কেয়ার লিড এফ আই সার্টিফিকেট পান নি। এতে কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে যায়। গেল জুনে হঠাৎ করে স্টেট থেকে ২৭০টি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম বন্ধের চিঠি দেয়া হয়। এতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর হাজার হাজার সেবা গ্রহীতা সিনিয়র সিটিজেনের হোম কেয়ার সেবা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। একেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারি ও মালিক পথে বসার উপক্রম হন। লিড এফআই সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট সঠিক নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরন করেনি বলে অভিযোগ উঠে। অনেক বাংলাদেশী কনজুমার ডাইরেক্টেড পারসোনাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপ্যাপ) প্রতিষ্ঠান মালিক লিড এফআই পাবার যোগ্যতা থাকার পরও তা পান নি। এ সিদ্ধান্তের বাংলাদেশী হোম কেয়ারের পক্ষে কেবলমাত্র আবু জাফর মাহমুদ ও অন্য কমিউনিটির হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিয়েছে। যে কারণে লিড এফআই নীতিমালা এখনও কার্যকর হয়নি।

বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবা প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎ আবু জাফর মাহমুদ সকল সিডিপ্যাপ এজেন্সীর পক্ষে এটর্নি ও প্রফেশনাল লবিষ্ট নিয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, স্টেটের এসেমব্লিম্যান ও সিনেটরদের সাথে যোগাযোগ করছি লবিষ্টদের সহযোগিতা দেবার জন্যে। কমিউনিটি বেজড হোম কেয়ার সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমাদের কমিউনিটির হাজার হাজার সিনিয়র সিটিজেন এবং তাদের পরিবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন। তাদের ভাষাগত সমস্যা রয়েছে। একজন বয়স্ক বাংলাদেশী যেভাবে বাংলাদেশী হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানে মনের কথাটি সহজে খুলে বলতে পারবেন, অন্য ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিশ্চয়ই সেভাবে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, এটি শুধু ব্যবসা নয়। কমিউনিটিকে সেবা দেবারও একটি মাধ্যম। কমিউনিটি হোম কেয়ার সার্ভিস রক্ষায় সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

বিষয়টি গুরুত্ব ও মানবিকতার সাথে বিবেচনা করছেন নিউইয়র্ক স্টেট এর আইন প্রণেতারাও। তারা মনে করছেন, এতে ছোট ছোট হোম কেয়ার ব্যবসায়ীরা পথে বসবেন। বিশেষ করে মাইনোরিটি বা এথনিক সম্প্রদায় ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই সেবা ও ব্যবসা করপোরেট ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব নির্মুল হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলোর টিকে থাকার অবলম্বন। এই সযোগ কেড়ে নিলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বসবাস ঝুঁকিতে পড়বে। যা নিউইয়র্ক স্টেট এর জন্যই হবে অবশ্যই বিপদজনক। নিউইয়র্ক স্টেটকে সুদুরপ্রসারি নিরাপত্তা ও শান্তির কথা বিবেচনায় রেখেই তাদের সিদ্ধান্ত পূণর্বিবেচনা করা জরুরি।

উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্ক স্টেট এর সিনেটর ও অ্যাসম্বিলবলম্যানদের অনেকেই ইতোমধ্যে ছোট ও মাঝারী ধরনের হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই মর্মে তদরা অন্যান্যদের সাথেও আলাপ আলোচনা অগ্রসর করে চলেছে। গেল ডিসেম্বরে ২০০ এর কম মেডিকেইড প্রাপ্ত কামস্টমার রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো লিড এফআই (ফিসকেল ইন্টারমেডিয়ারি) সার্টিফিকেট পায় নি। বৈষম্যমূলকভাবে কমিউনিটি হোম কেয়ার গুলো বন্ধের বিরুদ্ধে স্টেট আসেম্বলিতে বিল এনেছেন ডিস্ট্রিক্ট ৯০ এর অ্যাসেম্বলীম্যান নাদের শেইগ। তাকে সহায়তা দিচ্ছেন অ্যাসেম্বলিম্যান (ডিস্ট্রিক্ট ২৮) এন্ড্রুউ হাভেসী। গত ১২ ডিসেম্বর ওয়েস্টচেষ্টার কাউন্টির ইয়ংকার্সে সিডিপ্যাপ নিউইয়র্ক ইউনাইটেড হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। এতে অন্যান্যদের মধ্যে অ্যাসেমব্লিম্যান নাদের শেইগ, এন্ড্রুউ হাভেসী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নতুন বছর উদযাপনে কোন তারকা কোন দেশে

(শেষের পাতার পর)

ধুমধাম করে নতুন বছর উদযাপন করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। মুম্বাইয়ের গ্ল্যামার জগতের তারকাগন বছরের শেষ দিনটা বাইরেই উদযাপন করেন। ইতোমধ্যে একঝাঁক বলিউড তারকা মুম্বাই ছেড়ে দেশের অন্য প্রান্তে কিংবা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। উদ্দেশ্য নতুন বছর উদযাপন।

বলিউডের প্রভাবশালী অভিনেত্রী কারিনা কাপুর নতুন বছর উদযাপন করতে পৌঁছেছেন সুইজারল্যান্ড। সেখানে সাইফ ও সন্তানদের সঙ্গে উদযাপন করবেন তিনি। ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছবিও শেয়ার করেছেন কারিনা। অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা এখন মিশরে রয়েছেন নতুন বছর উদযাপনে। শাহিদ কাপুর ও তাঁর স্ত্রী মীরা রাজপুত নিজেদের সন্তানদের নিয়ে ভুটানে নতুন বছর উদযাপন করবেন।

আর অভিনেত্রী পরিণীতি চোপরা ও তাঁর স্বামী রাঘব চাড্ডা নিজেদের প্রথম নববর্ষ উদযাপন করছেন লন্ডনে। লন্ডন থেকে একাধিক ছবিও শেয়ার করেছেন এই জুটি। বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা নতুন বছর উদযাপন করবেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। বর্তমানে ভিরাট কোহলি আফ্রিকাতে অবস্থান করছেন। তাই স্বামীর সঙ্গে সেখানেই নতুন বছর উদযাপন করতে চলেছেন আনুশকা।

দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুও এখন দুবাইয়ে রয়েছেন। সেখানেই উদযাপন করবেন নতুন বছর। দুবাইয়ে নতুন বছর উদযাপন করবেন মহেশ বাবু ও তাঁর পরিবারও। দুবাইয়ের আলোকোজ্জল আভিজাত্যে নতুন বছরকে স্বাগত জানাবেন পুষ্পা অভিনেতা আল্লু অর্জুনও। ভারতীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে, ইতোমধ্যে পরিবারসহ দুবাই পৌঁছেছেন এই অভিনেতা।

নতুন বছর উদযাপন করতে ইতোমধ্যে দুবাই রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি স্যানন ও তাঁর বোন অভিনেত্রী নুপুর স্যানন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি, তাঁর স্ত্রী সাক্ষী ধোনি এবং গায়ক স্টেবিন বেনের সাথে দুবাইয়ে নতুন বছর উদযাপন করবেন কৃতি-নুপুর। এমনকী বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানও বর্তমানে দুবাই রয়েছেন নতুন বছর উদযাপন করতে।

এদিকে ৩১ ডিসেম্বর মুম্বাই বিমানবন্দরে তারকাদের মেলা চোখে পড়েছে। ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশল একসঙ্গে নতুন বছর ২০২৪ উদযাপন করতে মুম্বাই থেকে যাত্রা করার সময় পাপারাৎজিদের উদ্দেশ্যে পোজ দিয়েছেন। ক্যাটরিনাকে লম্বা কালো কোটে দেখা গেছে যা অভিনেত্রীর বুট পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। ভিকিকে দেখা গেছে একটি ধূসর জ্যাকেট, ভেতরে টি-শার্ট এবং ক্যাজুয়াল জিনস প্যান্টে। মাথায় ছিল টুপি। তবে নতুন বছর উদযাপনে কোথায় যাচ্ছেন তারা, সেটি এখনো জানা যায়নি। নিজেদের গন্তব্য যথেষ্ট গোপন রেখেছেন এই জুটি।

এদিন বিমানবন্দরে দেখা গেছে বণি কাপুর ও শ্রীদেবী কন্যা খুশি কাপুরকে। 'দ্য আর্চিস' অভিনেত্রীর গন্তব্যও জানা যায়নি। মুম্বাই ছাড়ার দলে আরো ছিলেন 'দ্য আর্চিস' অভিনেতা বেদাং রায়না।

গত ৩০ ডিসেম্বর মুম্বাই ছাড়তে দেখা গেছে বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান ও তাঁর নব-বিবাহিতা স্ত্রী শুরা খানকে। সদ্যই বিয়ে হয়েছে দুজনের। হানিমুন ও নতুন বছর উদযাপন করতে ভারত ছেড়েছেন তারা। এদিন বিমানবন্দরে দেখা মিলেছে সদ্য বিবাহিত আরেক জুটি রণদীপ হুদা ও তাঁর স্ত্রী লিন লাইশ্রামের। এই জুটিও দেশ ছেড়েছেন নতুন বছর উদযাপনে। তবে তাদের গন্তব্যও জানা যায়নি। দুই দিন আগেই দেশ ছেড়েছেন অ্যানিমেল অভিনেতা রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। নতুন বছর কোথায় উদযাপন করবেন তারা, তা এখনো জানা যায়নি। গোপন গন্তব্যে নতুন বছর উদযাপন করতে দেশ ছেড়েছেন কথিত জুটি অনন্যা পান্ডে ও আদিত্য রয় কাপুরও।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 01 // 2024

জানুয়ারীতে বন্ধ থাকবে কুইনসবোরো প্লাজা, যাত্রী সতর্কতা জারি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এমটিএ জানিয়েছে সংস্কার কাজের কারণে নিউইয়র্কের ব্যস্ততব সাবওয়ে স্টেশনের একটি কুইনসবোরো প্লাজা জানুয়ারি মাস জুড়ে সকল সপ্তাহান্তে বন্ধ রাখা হবে। বৃহস্পতিবার এমটিএ এই ঘোষণা দেয়। নিউইয়র্কের অ্যাস্টোরিয়ার অধিবাসীদের ওপর এর চাপ পড়বে। বছরের এই সময়টি ব্যস্ততার। নতুন বছরের শুরু। সপ্তাহান্তে সোশ্যালাইজেশন করতে হয়। এ অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত অনেকেরই মাথাব্যাথার কারণ হয়েছে। জানুয়ারী ৬ থেকে শুরু করে এমটিএ সেখানে ট্র্যাক সংস্কারের কাজ করবে। এছাড়াও স্টেশনটিকে আরও অ্যাকসেসেবল করে তোলা হবে। সিঁড়িগুলো বদলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে এমটিএ। ফলে কিউ, এন ও এফ ট্রেন লাইন বন্ধ থাকবে সপ্তাহান্তে। কুইনস ও ম্যানহাটনের মধ্যে কোনো ৭ ট্রেন সার্ভিস থাকবে না। মেইন স্ট্রিট ও ৭৪ স্ট্রিট-ব্রডওয়ের মধ্যে যাওয়া আসা করবে ৭ ট্রেন। এই সময় ফ্রি শাটল বাস চলবে।

ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরীর রুজভেল্ট এভিনিউর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

বিশেষ প্রতিনিধি: ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কের কুইন্সের রুজভেল্ট এভিনিউর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এসময় তার সাথে ছিলেন কুইন্স এর এসেম্বলীমেম্বার স্টিভেন রাগা, কুইন্স চেম্বার অফ কমার্স এর প্রেসিডেন্ট টম গ্রিজ, জজ এবং চিজ অফ স্টাফসহ অন্যান্যরা।

এই সময় তারা ৭৮স্টীট থেকে ৬৭স্টীট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভিজিট করেন। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য ছিলো রেষ্টরেন্ট, গ্রোসারী, বার বার শপ, ক্লথিং স্টোর। এ পরিদর্শনকালে তারা ব্যবসায়ীদের



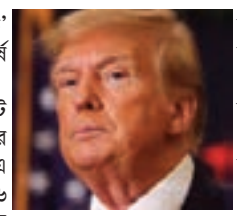
সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেন। ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যা তুলে ধরেন যেমন-গার্বেজ সমস্যা, ফুটপাত সমস্যা, অনেক ধরনের ক্রাইম ইত্যাদি।

এসময় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে চান এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। এ সময় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, 'ব্যবসায়িক সমিতিতে যারা আছেন, তারা প্রোঅ্যাক্টিভ থাকবেন। আপনাদের সমস্যাগুলো জনপ্রতিনিধির কাছে তথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে যাতে করে তারা সমাধান করতে পারে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, আশা করি আপনারা তার সুফল পাবেন।'

ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বোপরি একটি নিরাপদ এবং পরিচ্ছন্ন কুইন্স দেখার উদ্দেশেই এমন পরিদর্শনের আয়োজন বলে জানান এটর্নী মঈন চৌধুরী।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মেইন অঙ্গরাজ্যে অযোগ্য ট্রাম্প

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ ডিসেম্বর : যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবার অযোগ্য ঘোষণা করেছে মেইন অঙ্গরাজ্য।



বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) 'সাংবিধানিক' বিদ্রোহের ধারা উদ্ধৃত করে অঙ্গরাজ্যটির শীর্ষ নির্বাচনি কর্মকর্তা এ রায় দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার মেইনের সেক্রেটারি অব স্টেট শিনা বেলোস জানান, জনগণের আবেদনের ভিত্তিতেই মেইনের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিলের হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে অঙ্গরাজ্য সরকারের এ সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে আপিল করা যাবে। আদালত বেলোসের দেওয়া এই রায় স্থগিত না করলে এ অঙ্গরাজ্যে প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচার কমিটি জানিয়েছে, তারা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আপিল করবে।

এর আগে ১৯ ডিসেম্বর কলোরাডো সুপ্রিমকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে নির্দেশ দেন যে, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সেবারই প্রথম কোনো সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দেশটির সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ধারা-৩ প্রয়োগ করে তাকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা হয়।



নিউইয়র্কে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩' উদযাপন

কনস্যুলেট প্রবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর

নিউইয়র্ক: "প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩' উদযাপন করা হয়। দিনের শুরু থেকেই কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ আগত সেবা প্রার্থীদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানান। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কনসাল জেনারেল কনস্যুলেটে আগত সকল সেবাপ্রার্থীকে জাতীয় প্রবাসী দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিউইয়র্ক কনস্যুলেট কর্তৃক প্রদত্ত কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবার সংখ্যা ও মানের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটসমূহ প্রবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদানে সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর বলে তিনি মন্তব্য করেন। আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধিও অংশগ্রহন করেন।

কনসাল জেনারেল আরও বলেন, অভিবাসীরা বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি কনস্যুলেটে আগতদের বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের আহবান জানান। বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার বিষয়ে তিনি সকলকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত পেনশন স্কীমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও তিনি সকলকে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য প্রবাসীদের অধিকতর বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে আরো জোরালো ভূমিকা প্রত্যাশা করেন কনসাল জেনারেল। এ সময় তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধকে নতুন প্রজন্মের কাছে সক্রিয়ভাবে তুলে ধরার আহবান জানান।

কনস্যুলেটে আগত সেবা প্রার্থীদের 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩' উপলক্ষে মিষ্টিমুখ করানো হয়। উপস্থিত সেবাপ্রার্থীরাও এ উপলক্ষ্যে তাদের অভিমত এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সেবাপ্রার্থীরা কনস্যুলেটের সেবায় তাঁদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এ বিশেষ আয়োজনের জন্য কনস্যুলেটকে ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটি

সভাপতি মতিউর, সাধারণ সম্পাদক রশিদ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নির্বাচন। এতে ৭৯ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এডভোকেট এম মতিউর রহমান। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ পেয়েছেন ৪৪ ভোট। অন্যদিকে ৭৫ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এডভোকেট আব্দুর রশিদ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এডভোকেট মো. সাইদুর রহমান পেয়েছেন ৪৭ ভোট। গত ২৩ ডিসেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটসের মামাজ পার্টি হলে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়।





সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নিবাচনে ১৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ১২৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ১৭টি পদের বাকি ১৫টি পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী না থাকায় ১৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন: সহ সভাপতি- এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল ও এডভোকেট রুবিনা মান্নান, যুগ্ম সম্পাদক- এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা ও এডভোকেট সাব্বীর আহমদ মাজহার, কোষাধ্যক্ষ- এডভোকেট মাহবুব আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক- এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, অফিস সম্পাদক- এডভোকেট কুবরাতুন্নেছা, প্রচার সম্পাদক- এডভোকেট জয়দীপ আচার্য্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক- এডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক, সমাজকল্যান সম্পাদক- এডভোকেট তাহমিনা এ সুইটি। কার্যকরী সদস্য এডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ আজাদ, এডভোকেট মো. নুরুল ইসলাম ময়নুল, এডভোকেট মো. মহি উদ্দিন, এডভোকেট ফওজিয়া আফরিন ও এডভোকেট রেশমা ইয়াসমীন।

ভোট গণণা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এাডভোকেট আব্দুল হাই কায়ূম ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনি নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, প্রার্থী এবং ভোটারদের সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। এসময় নির্বাচন কমিশনার এ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এাডভোকেট মোহাম্মদ আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনে বিজয়ী এবং বিজিত সকলেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ ল' সোসাইটিকে আরও এগিয়ে নেয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট এম মতিউর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক সাইয়্যেদ এডভোকেট আব্দুর রশিদ বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সকল সদস্য সহ নির্বাচন কমিশনারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

যে ৬ হাজার সেনা নিয়ে বেকায়দায় ইসরাইল

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ ডিসেম্বর : অবরুদ্ধ গাজায় প্রতিদিনই হামলা চালাচ্ছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, বৃহস্পতিবারও শুধু সকালের হামলাতেই উত্তর গাজার বেতলাহিয়া, দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস ও মধ্য গাজার মাগাজি অঞ্চলে অন্তত ৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

এদিকে ফিলিস্তিনের গাজাভিত্তিক প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে সংঘাত পরিচালনা করতে গিয়ে যুদ্ধে প্রায় ৫০১ সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর বরাতে দ্যা টাইমস অব ইসরাইলে প্রকাশিত বলা হয়, গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এই ৫০১ সেনা ছাড়াও ইসরাইলি পুলিশ বাহিনীর ৫৭ কর্মকর্তা ও সদস্যও নিহত হয়েছেন।

আর নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেতের প্রায় ১০ সেনা নিহত হয়েছেন। তবে বেশিরভাগ সেনা নিহত হয়েছেন ৭ অক্টোবর। ওই দিনই হামাসের হামলায় ৩০০-এর বেশি সেনা নিহত হন বলে আইডিএফ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে।

আর গত ৮৩ দিন ধরে চলা গাজার যুদ্ধে এই সংখ্যাটি ক্রমাগত বেড়েছে। নিহতের পাশাপাশি আহতের সংখ্যাও বাড়ছে সমান হারে। এ পর্যন্ত ৬ হাজার আহত সেনা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে ইসরাইল। কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর যুদ্ধে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, যুদ্ধ ক্ষতের কারণে।

হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামলা চালানোর সময় সীমান্তবর্তী ইসরাইলি সামরিকঘাঁটিগুলোতে প্রবেশ করে সৈন্যদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। আর যেসব সৈন্য পালাতে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল, তারা আহত হন।

ইসরাইলি বাহিনীর টানা দুই মাসের বেশি সময়ের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা। ইসরাইলি হামলায় নিহত হয়েছেন ২১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক লোকজন।

সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরও ৫৪ হাজার ৯৬৮ জন এবং এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৬ হাজার ৭০০ জন।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

বিদায় বছরে কমিউনিটির আলোচিত ঘটনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিদায় ২০২৩, স্বগতম ২০২৪। দিন, মাস, বছর পেরিয়ে বিদায় নিলো আরো একটি বছর। বিদায় বছর ছিলো ঘটনাবহুল। বিদায় বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটির আলোচিত ঘটনা নিয়েই এই প্রতিবেদন।

জানুয়ারী-২০২৩

● বিখ্যাত ফর্বস পত্রিকার 'ফটি আন্ডার ফর্টি'তে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ড. রুমান চৌধুরী। তিনি ডাটা সাইন্টিস্ট এবং একসেনচার পিএলসি কোম্পানির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেজিন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান।

● চ্যানেল আই'র সেরাকণ্ঠ প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় জিতে আমেরিকা থেকে ৫ বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শিল্পীর বাংলাদেশে যোগদান।

● পুলিশের গুলিতে ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজে বাংলাদেশী ছাত্র আরিফ ফয়সাল নিহত, বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ক্ষোভ-বিক্ষোভ।

● প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমেদের পরিচয়পত্র পেশ।

● বাংলাদেশের নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত জাতিসংঘে তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

● জর্জিয়া স্টেট সিনেটর বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শেখ রহমান তৃতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ। **(বাকি অংশ ৬২ পাতায়)**



কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র জন্মদিন ১ জানুয়ারী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আশীর দশকের সূচনালগ্নে যে ক'জন কবি দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য কাগজে লিখে নিজেদের স্বকী-য়তার জানান দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী অন্যতম। তিনি কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। **(বাকি অংশ ৫৯ পাতায়)**

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

দিন, মাস, বছর পেরিয়ে কালের গহ্বরে হারিয়ে গেলো আরো একটি বছর ২০২৩ সাল। স্বাগতম নতুন বছর ২০২৪। নতুন বছরে একাধিক বাংলা মিডিয়া নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বলে খবর পেরিয়েছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নানা ঘাত, প্রতিঘাত পেরিয়ে প্রবাসের বাংলা মিডিয়া প্রকাশিত ও **(বাকি অংশ ৬৩ পাতায়)**

টাইম টিভি'র পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু'র মায়ের দাফন সম্পন্ন



নিউইয়ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচ-ারাল এসোসিয়েশন-বাকা'র সহ সভাপতি এবং নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ **(বাকি অংশ ৬২ পাতায়)**

আল আমিন জামে মসজিদের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার আল আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর নতুন কমিটিকে শপত বাক্য পাঠ করান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রাজ্জাক। এসময় অন্যান্যের মধ্যে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদ্য বিদায়ী সভাপতি জয়নাল আবেদীন, নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মিসবাহুর রহমান, সৈয়দ জসিম আলী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রফিক আহমদ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আনসার চৌধুরী, ফজলে আলী চৌধুরী, রকিব উদ্দিন, **(বাকি অংশ ৬৩ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৬০ পাতায়)**

অ্যাটাব'র নতুন কমিটির শপথ

হারুন সভাপতি মাসুদ সম্পাদক

বিশেষ প্রতিনিধি: অবশেষে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী-আমেরিকান ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-অ্যাটাব'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নতুন কমিটি শপথ গ্রহণ করেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর আমেরিকান **(বাকি অংশ ৬০ পাতায়)**





মানবতার মুক্তির জন্য আলেম-ওলামাদের ঐক্য

জাফর আহমাদ

"তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে ?তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই **(বাকি অংশ ৬০ পাতায়)**

খেলার খবর

দেশের ক্রিকেটে হ-য-র-ল-ব

জাকারিয়া সোহান: ক্যালেন্ডার থেকে বিদায় নিলো আরও একটি বছর। ২০২৩ সালকে বিদায় করে নতুন বছরকে বরণ করে নিলো পুরো বিশ্ব। বাংলাদেশের ক্রিকেটে বেশ ঘটনাবহুল **(বাকি অংশ ৬৮ পাতায়)**

হেলথ টিপস

বসারও রয়েছে নিয়ম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমি যখন স্কুলে পড়তাম- স্কুলের সময় ছিল সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটার মধ্যে। আমাদের শারীরিক **(বাকি অংশ ৬০ পাতায়)**

বিনোদন

নতুন বছর উদযাপনে কোন তারকা কোন দেশে গেলেন?

বিনোদন ডেস্ক: শেষ হলো ২০২৩ সাল। শুরু হলো নতুন বছর ২০২৪। প্রতিবছর বলিউড তারকারা **(বাকি অংশ ৬৮ পাতায়)**



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

সিডিপ্যাপ রক্ষায় আইনগত উদ্যোগ, পাশে অ্যাসেমব্লি সিনেট



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক স্টেট এর হোম কেয়ার সেবা বন্ধের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখি তৎপরতা শুরু হয়েছে। আইনগত উদ্যোগের পাশ দাঁড়িয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্লিম্যান ও সিনেটররা। বিভিন্ন মহলের নেতিবাচক প্রচারণা সাধারণ মানুষের হতাশার উপাদান যোগালেও বাস্তবে নিউইয়র্ক স্টেট এর **(বাকি অংশ ৬৮ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com